মহাবীর

ও

জৈন দর্শন

অধ্যাপক শরত চন্দ্র পাণিগ্রাহি

সূচী

জৈন পররা

মহাবীর জন্ম ও বাল্যাবস্থা

তপশ্চর্য্যা ও কৈবল্যপ্রাপ্তি

ধর্মপ্রসার

বিপ্লবী মহাবীর

কর্ম, পুনর্জন্ম ও ঈশ্বর

নয়াবাদ ও স্যাদবাদ

জ্ঞানমীমাংসা

জৈনসাহিত্য

জৈনতত্ব

জেন সংঘ

জৈন পররা

ভগবান মহাবীরঙ্ক সময় ধার্মকি চেতনার নবনির্মাণ যুগ ছিল । প্রভাবশালী ধর্মনেতাঙ্ক দ্বারা বিচ্ছুরিত সদাচার আর আধ্যম্মিকতার আলোক বিশ্বর বিভিন্ন অঞ্চলকু আলোকিত করচিল। চীনর কনফুসিয়স্ ও লাও-তু-সে, গ্রীসর পারমেনডিস ও এতোকলস, ইরানর জোরাষ্ট্রাস, য়ুনানর েপৈথাগোরস, ফিলিস্তার মূসা, ভারতর মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ আদি চিন্তানায়কগণ দর্শনর গূঢ রহস্যকে উদঘাটন করে প্রচলিত চিন্তাধারাকে এক নূতন দিগনর্শন দিল।

ধার্মকি পরিস্থিতি

।মহাবীর আবর্ভিাব বহু পূর্বপার্শনাথ অহিংসা আর সংযম যেউঁ পুষ্পবিচয় সমাজ ছত্রে ছত্রে ফুটেএছিল তাৎ ক্রমস পতনমুখী হএছিল । স্বেচ্ছাচারী অহংকারী শাসনদণ্ডরছত্রছায়াতলে শঙ্কীত সমাজ তাই চিন্তাধারা নিয়ন্তণ করছিল । ধনপ্রাপ্তি ও ক্ষমতার অভীপসা মনুষ্যকে মনুষ্য-পদবাচ্য পশু শ্রেণীভুক্ত করছিল ।ধর্মরে লৈকিকতা বাহ্যডম্বর হৃদয় পবিত্রতা একটু মাত্র ছিলনি । উদারপ্রাণ মহাচেতা রুষিমানঙ্কর স্থান এক সংকীণঞ্চমনা স্বার্থান্বেষী ব্রহ্মণগোষ্টি অভুদয় হএছিল ।রাজা জমিদার আদি ধনী ব্যক্তিমানঙ্ক সেমানে নিজের ছলনার জালে আবদ্ধকরে স্বর্গ লাভর মিথ্যা প্রতিশৃতি দিএ যাগযজ্ঞাদি করবা আলে তাদেরথিকে প্রচুর অর্থ দানস্বরূপ ভণ্ড়িএ নিএছিল । ব্রাহ্মণ সাধারণ জনতাকে উত্তম কাঠ, তন্ডুল, ঘিই, তেল আর বিভিন্ন পশুবলিদ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হবা সম্ববপর বোলি প্রবর্ত্তাছিল ।হিংসাত্মক আর ক্রুর যঞ্জদ্বারা পূজাকার্য্য সমাপন করছিল। পরত্মার স্বরূপ সম্বদ্ধ থাকবার ভ্রমান্ত ধারণাজনে লোকেদের নৈতিক জীবন দূষিত হছিল । জাতিভেদ,শ্রেণীভেদ তথা গোষ্টিভেদজনে সমাজে শুদ্রমানে অতি নিম্ন ছিল ।তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, নীতি-নিয়ম আদি কৈণসি আবশ্যকতা থাকতেপারে বোলে ততকালীন সমাজ স্বীকার করছিলনি । সমাজ এমনি এক সদ্ধিপণ এং বৈপ্লবিক নেতৃত্ব আবশ্যকতা সবাএ উপলবধ কল । সমাজ দলিত-পতিত জনে সহানুভূতিশীল হএ বিশ্বমৈত্রী চিন্তাধারা সবাএকে অনুপ্রাণিত করে পঞ্জনোমুখী সমাজকে পুনরুদ্ধার করবার মতন এক অনুপম ব্যক্তির অনাসদ্ধান করাজাছিল । ঠিক ততখানে বুদ্ধিমান মহাবীর সমাজর এহি অনুপক্ষে আবশ্যকতা পরিপূরণ কল ।

ভারতীয় সংস্কৃতির বিচারধারা বিকশিত হএছে । তাদেরমধে দুই মুখ্য পরপরা হচ্ছেশ্রমণ তথা ব্রহ্মণ ।শ্রমণ-বিচারধারা বিকশিত হএছে। সেমানঙ্ক মধ্যরু দুটি মুখ্য পরমপরা হচ্ছেশ্রবণ তথা ব্রাহ্মণ।শ্রবণ-বিচারধারারে জৈন, বৌদ্ধ, আজিবক আদি বিশেষ রূপে উল্লেখনীয়। ওদের মধ্যরু কেবল ব্রাহ্মণধর্ম

ও বৌদ্ধধর্ম পাশ্চাত্য দর্শনিকক্কর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মাত্র সাংপ্রতিক ভারতীয় দর্শনিক জৈনদর্শনর বিকাশে সহযোগ করবার জানা পড়ছেনা। এ দর্শনর অধ্যয়ন ও অনুশীলন অবহেলিত ও উপেক্ষিত অবস্থাতে রহিছে ওজনে সাধারণ লোকো জৈনধর্ম সমন্ধে কিছু জানছেনা।

এ সব কারণজনে কত পাশ্চাত্য দর্শনিক মধ্য জৈনধর্মকু বৌদ্ধধর্মর এক মাত্র বোলিউল্লেখ করছে। ডবল্যু এস. লিলিক্ক মতরে- বৌদ্ধধর্ম নিজ জন্ম ভূমিতে জৈনধর্ম রূপে উজীবিত। ভারতরে জখন বৌদ্ধধর্মর বিলোপ হল, তখনি জৈনধর্ম লোকপ্রিয় হল।

ওরমত এচ. এচ. উইলসন মধ্য জৈনধর্মকু বৌদ্ধধর্মর একশাখা বোলি বোলেছে।

জনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম মধ্যরে সাম্যগত গুণ পরিলক্ষিত হেবাথেকে বিশ্বজন এমন মত প্রদান করেছে।বুদ্ধ ও মহাবীর সমসাময়িক ছিল, যদিচ মহাবীর জ্যেষ্ঠ এবং বুদ্ধ কনিষ্ঠ ছিল। দুজনের জন্ম ভারতর এক প্রান্তরে হএছিল এবং দুজন ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্ম গ্রহণ করছিল। জৈন-পরমপরা অনুযায়ী রুষভ প্রথম তীর্থঙ্কর এবং মহাবীর হছে অন্তিম তীর্থঙ্কর সেমন বৌদ্ধ সাহিত্যতে মধ্য উল্লেখ আছে দীপঙ্কর প্রথম বুদ্ধ এবং গৌতম হছে সর্বশেষ বুদ্ধ। গৌতম বুদ্ধ জবে তাঙ্ক মাতাঙ্ক গর্ভরে গর্ভস্থহেল, ওদিন তাঙ্ক মা মায়াদেবী এক শ্বেতহস্তীর স্বপ্ন দেখছিল।ওরমত মহাবীর জবে গর্ভস্থ হল, সেদিন তাঙ্ক মা ত্রিশলা মধ্য শ্বেতহস্তীর স্বপ্ন দেখছিল। জৈনধর্ম শ্রবণ-ধর্ম থাকে। ভগবান বুদ্ধঙ্ক সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নিজকে শ্রবণ ভাবে পরিচয় দিছিল। পালি ত্রিপিটকতে মধ্য বুদ্ধকু মহাশ্রবণ বোলেছে।

উভয় দর্শনর পট্টভূমি ছিল নৈতিকতা।জৈন-দর্শনর সম্যক দর্শন, সম্যক-এ্ঞগান এবং সম্যক চরিত্রকে স্বীকার করে।এহা বৌদ্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গর এক সংক্ষিপ্তকরণ বোলে ভুল হবেনা। জৈনরা মানসিক কর্ম এবংশরীরিক কর্মর পরস্পর সমস্কে বিশেষ মত্ব দিসছে। বৌদ্ধ-দর্শন মধ্য মানসিক কর্মকু এক মহত্ত্বপূর্ণ স্থান দিএছে।

বুদ্ধ এবং মহাবীর কবে নিজকে নূতন চিন্তাধারার বোলে দাবি রহিলনা।মহাবীর জৈন ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথঙ্ক সারত্ত্বকু পরিমার্জতি করে উপদেশ দিছিল। বুদ্ধ মধ্য বোলছিল, সে এক সংস্কারক মাত্র। উভয় মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল , যন্তণা ক্লিষ্ট মানব-সমাজকে দুঃখ পরিবারকে পরিত্রাণ করে মুক্তির পথ সংদর্শন করছিল । দুহেঁ ততকালীন বৈদিক কর্মকাণ্ড় , জঞ্জ-পদ্ধতি , জন্মগত জাতিভেদ, হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ তীব্র বিরোধ করছিল । বচদ্ধ আর মহাবীর ভাগ্যবাদী ছিলনি

। তাদের মতে আমরা কর্মথিকে উপজাত আর কর্মদ্বারা অমরা আমাদের ভাগ্য নিরূপণ করেথাকে ।

বৈদ্ধ আর জৈন র্দ্ধন পরিলক্ষিত হএ উপযুক্ত সাম্যগুণ থাকজনে আর মহাবীর অপেক্ষা বুদ্ধ অধিক লেকপ্রিয় হএছে কত র্দ্ধনিক জৈন-র্দ্ধনকে এক স্বতন্ত র্দ্ধন বোলে বিচার করেথাকে । কিন্তু জৈনধর্ম স্বতন্তরূপে বিকশিত হএছে আর এহা বৈদ্ধধর্মর একশাখা নই , তাহা প্রমাণ করেছে জর্মান বিদ্বান যাকোবী । সংপাদিত গল্পসূত্র ভূমিকাতে আর জর্জ বুল তাদের রচিত ভারতের জৈন-সংপ্রদায় পুস্তকতে । ষ্টিভেনসন মধ্য বহু গবেষণা করে জৈনধর্মকে বৌদ্ধধর্মথিকে স্বতন্ত বোলে সিদ্ধ করেছে ।

কিন্তু এই দুই বিচারধারাতে মৌলিক উপাদান হিন্দু-ধর্ম বিদ্যমান. তাই অস্বীকার করতে হবেনা । হিন্দুদের সন্যাস ধর্ম আর সন্যাসীদের কর্ত্তব্য আর বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুদের জনে নির্দ্ধারিত ব্রতমধ্য সাম্য দেখতে মিলে , তাই বিচার কলে জাণাযাএ ভিক্ষুসংঘ জনে নিয়ম প্রণয়কলে জৈন বৌদ্ধ অপেক্ষা হিন্দু সন্যাসধর্ম মৌলিক উপাদান গুণ বিশেষ অনুকরণ করেছে ।তাইজনে প্রমাণিত হএ যে জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্ম এক শাখা নই । যেমতন হিন্দুধর্ম প্লাচিনতা অবিসংবাদিত আর বুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম সংস্থাপক মহাবীর সমসাময়িক, তাইজনে জৈনধর্ম স্বতন্ত ধর্মরূপে বিকশিত । টেলর এহি তথ্যকে পুষ্ট করতে যাতে ষ্টিভেনসন গন্থ : দি হার্ট অফ জৈনিজম: মুখবন্ধ লিখেছে - :জৈন সিদ্ধান্ত বিদ্রো কন্যা হলে মধ্য সে ব্রাহ্মণ্যবাদ কন্যা তাই সর্বদা মনে রাখতেহবে ।

তীর্থঙ্কর

জৈনধর্ম পৃথিবীর প্লাচীনতম ধর্ম মধ্য অন্যতম । জৈনঙ্ক অনুযায়ী তাঙ্ক ধর্ম অনাদি আর কালথিকে প্রচলিত ।প্লত্যেকযুগে চব্বিগোটি তীর্থ আবিভূত হএ এই প্লাচীন ধর্ম পুনরুথান মাত্র করেথাকে । জৈন পরমপরা অনুযায়ী চব্বিগোটি তীর্থ হছে - রুষভ, অজিত, সংভব, অভিনন্দন,সুমতি, পদ্মপ্রভ, পুষ্পদন্ত,শীতল, শ্রেয়াংস, বাসুপূজ্য, বিমল, অনন্ত , ধর্ম,শান্তি , কুন্থু , অরি, মল্লি, মুনিসুব্রত, নিমি, অরিষ্টনেমি, পর্শ্বনাথ আর মহাবীর ।

যাকোবী আর অন্যকত বিদ্বান প্রথম তীর্থ রুষভঙ্ক এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিভাবে স্বীকার করেথাকে

কিন্তু ঐতিহাসিকগণ পার্শ্বনাথ আর মহাবীর ব্যতীত অন্য কানু তীর্থঙ্কর ঐতিহাসিকতা স্বীকার করেনি । শ্রীমদভাগবত পঞ্চম স্কন্ধ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ আর মনাস্মৃতিপরি হিন্দু-ধর্মগ্রন্থ মধ্যে রুষভঙ্ক নাম উল্লেখ আছে । তাই এহা প্রমাণিত করে জৈনধর্ম মহাবীরথিকে মধ্য প্রাচীনতর । প্রথম তার্থঙ্ক রুষভঙ্ক বিষয় কথিঞ্জ আছে যে তাদের ডভাকনাম আদিথাথ ছিল । সে অযোধ্যা রাজ্যর ক্ষত্রর বংশতে জন্ম গ্রহণ করেছিল । তাদের দুই পত্নী ছিল একটি পত্নী গর্ভথিকে ভরত ও ব্রহ্মী আর অন্য পত্নী গর্ভথিকে বহুবলী ও সুন্দরী জন্ম গ্রহণ করেছিল । রুষভ তাদের বর্র্ণমালা ,গণিতবিদ্যা আদি শিখেছিল । শেষে ভরতঙ্ক হস্ত রাজ্য সমর্পণ করে বনপ্রস্থ অবলম্বন করেছিল ।সন্যাসী ভাবে দূরদূরান্তর পরিভ্রমনকরে সে দিব্যজ্ঞান অধিকারী হএছিল আর শেষে কৈলাস পর্বত তাদের মহানির্বাণ হএছিল ।

তীর্থমানঙ্ক মধে অনেক অযোধাকে ইক্ষা বংশ জন্ম গ্রহণ করেছিল আর সম্বেদপর্বততে নির্বাণ প্রাপ্তি হএছিল । জৈনগ্রন্থ গুণ তীর্থ পঞ্চ কল্যাণ যথা স্ব গর্ভস্থ হেবা, জন্ম, তপশ্চর্য্যা , কৈবল্যপ্রাপ্তি আর নির্বাণ সম্বদ্ধ একি প্রকার বর্র্ণনা দেখতে মিলে ।

ভগবান পার্শ্বনাথ পূর্ব তীর্থঙ্কর নাম নেমিনাথ । জৈন পরমপরা অনুযয়ী নেমিনাথ যাদবদের প্রিয়ছিল আর বাসুদেব কঅষ্ণসংপর্কীয় ভাই ছিল । সে শৌর্য্যপুর রাজা সমুদ্রবিজয় পাত্র ছিল । রাজা উগ্রসেন কন্যা রাজিমতি সহ তাদের বিবাহ হএছিল । কথিঞ্জ আছে যে রৈবত (গিরনার) পর্বত শিখরে সে নির্বাণ প্রাপ্ত হএছিল ।

পার্শ্ব ও মহাবীর

ভগবান পার্শ্বক ঐতিহাসিকতাকু স্বীকার করছে। সে সম্ভবত মহাবীরঙ্কথেকে দুইশহ পচাশ বর্ষপূর্বে বারাণাসীতে জন্ম গ্রহণ করছিল। তিরিশ বর্ষ বয়সে সে গৃহত্যাগ করে সন্যাসব্রত গ্রহণ করছিল এবং তেয়াশি দিন পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করে তত্পরদিন সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়ছিল। সতুরি বর্ষ ধরি জৈনধর্মর প্রসার করে একশত তম বর্ষরে সম্মেদশিখরে সে নির্জরা াভ করেছিল।

ভগবান পার্শ্বঙ্ক প্রতিপাদিত জৈনধর্ম ভারতর বিভিন্ন ভাগতে প্রসার লাভ করেছিল। ভারতর মধ্যভাগ তথা পূর্বাঅঞ্চলর ক্ষত্রিয়মানঙ্ক মধ্যরে এহা অত্যন্ত লোকপ্রিয় ছিল । বৈশালী এবং বিদেহর বজীগণ ভগবান পার্শ্বঙ্ক পরম ভক্ত ছিল। মহাবীরঙ্ক পরিবার মধ্য ভগবান পার্শ্বঙ্ক অনুগামী ছিল। তবে মহাবীর বাল্যাবস্থারু পার্শ্ব তথা তাঙ্ক প্রচারিত ধর্ম সহিত পরিচিত ছিল।মহাবীর পার্শ্বঙ্কু পুরুষাদানীয় বা লোকনেতা ভাবে মান্য করছিল।

ভগবান পার্শ্বনাথ দ্বারা উপদিষ্ট চারটি ব্রত হল -অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য এবং অপরিগ্রহ। যদিও এহি ব্রত মধ্যতে ব্রহ্মচর্য্য অন্তর্নিহিত, তথাপি মহাবীরঙ্ক সময়তে জৈনসাধুগণ প্রচার কলে পার্শ্ব অব্রহ্মচর্য্যর নিষেধ করছিলনা।এহিধারণাজনে সেমানঙ্ক অচাররে শিথিলতা দেখাদিল। এই স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করে মহাবীব ব্রহ্মচর্য্যকেএক স্বতন্ত্র ব্রতরূপে অবস্থাপন কল । উত্তরাধ্যয়ন সূত্রতে উল্লেখ আছে যে পার্শ্ব তথা মহাবীরঙ্ক অনুগামী দুই প্রকার মতভেদ ছিল । প্রথম ব্রতজনিত আর দ্বিতীয় বস্ত্র পরিধানজনিত । পার্শ্ব চারটি ব্রতর উপদেশ দিএথাকবা স্থলে মহাবীর এইটিতে পঞ্চম ব্রত ব্রহ্মচর্য্যকে সংযোগ করেছিল আর সাধুরা পার্শ্ব ব্রহ্মচর্য্যকে অনুমতি দিএথাকবা স্থলে মহাবীর বস্ত্র ধারণ নিষিদ্ধ করেছিল ।

ভগবান মহাবীর মুনিদিকে নির্বস্ত্র রহিবাজনে পরামর্শ দিএছিল, তাই বুঝাবার জনে গৌতম পার্শ্ব ঋষ্যিকে বলেছিল -

ল্ল ভগবান মহাবীর দেখলযে তাদের সময় মুনিরা বেশভূষাজনে আসক্ত হছে । মুনি জীবন আসক্তি হ্রাস করবা স্থলে তারা বেশ পরিপাটিপ্রতি আসক্ত হছে কেমতন ? তাই চিন্তা করে ভগবান তাইদিকে সদা নির্বস্ত রহিবাজনে পরামর্শ দিল । বেশভূষা তাইদিকে সাধারণ আবশ্যকতা থিকে পূর্ত্তি করছিল , মাত্র তাই মুক্তি সাধন নই । মুক্তি সাধন হছে - জ্ঞান, দর্শন আর চরিত্র । ল্ল

এই বিষয় পার্শ্ব আর মহাবীর মধে কানু মতভেদ নেই ।

শ্বেতম্বর ও দিগম্বর

জনধর্মতে দুই গোষ্ঠি সাধু দেখাযাএ - ১) শ্বেতম্বর ২) দিগম্বর

শ্বেতম্বর জৈনরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে । শুভ্রবস্ত্র তাদের পবিত্রতার প্রতীক ।তারা নরমপন্থী ভাবে পরিচিত । জৈনধর্ম মুখ্যভাবধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে তারা মার্জতি রুচিবোধ উপরে মধ্য গুরুত্ব আরোপ করেছিল ।

ল্ল দিগম্বর ল্ল অর্থ হছে আকাশ যাহার বস্ত্র । দিগম্বর সাধু কানু প্রকার বস্ত্র পরিধান নাকরে নগ্ন রহেছিল । গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তাইদিকে ল্ল নগ্নদার্শনিক ল্ল বোলে উল্লেখ করেছিল ।সেই সংপ্রদায় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত নিরঙ্কুণভাবে রহেছিল , কিন্তু মুসলমান রাজত্ব ল্ল নগ্নতা ল্ল নিষিদ্ধ

করেছিল ।

মহাবীর অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব জনে সে এই উভয় গোষ্টি মধ্য এক অপূর্ব সমন্বয় স্তাপন করেছিল । সময় দৃষ্টিতে ঋানু গোষ্টি প্রচীন, সে বিষয় বিভিন্ন আলোচক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছিল । কিন্তু এ সম্বদ্ধ ঋানু নির্দ্ধষ্টি তথ্য আজপর্য্যন্ত মিলেনি । মূল জৈনধর্ম কেমতন প্রথমে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর বিভাজিত হএছিল, তার কারণে দর্শাতে যিএ আলেচকগণ বিভিন্ন কিংবদন্তি আশ্রয় নিএছিল ।

শ্বেতাম্বর মত অনুযাই একবার মগধ রাজ্যতে দুর্ভিক্ষ পড়ল । সে সময়ে জৈনসংঘতে মুখ্য ছিল ভদ্রবাহু । এই মরুড়ি প্লকোপ থিকে রক্ষাপাবাজনে সে বারহ ভিক্ষুঙ্ক সহিত দাক্ষিণাত্য যাত্রা কল । সে দিগম্বর ছিল আর দাক্ষিণাত্য মধ্য নিজ গোষ্টি পরমপরাকে নিষ্টার সহ পালন করছিল । তাদের অনুপস্থিত স্থুলভদ্র সংঘর মুখ্য দায়িত্ব নিএ সংঘর নীতি -নিয়ম কিছু কোহল করেছিল আর ভিক্ষুরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে অনুমতি প্রদান কল । কিছু বর্ষর পরে ভদ্রবাহু সংঘর এই অবস্থা দেখে ক্ষুবধ হএছিল মধ্য ভিক্ষুরা পুনরায় দিগম্বর হবা নিমিত বাধ্য করেছিলনি ।

শ্বেতম্বর আর দিগম্বর পারমপরা সৃষ্টিপিছুনে এক চমত্কার গল্প শুনতে মিলে ।রবভূত নামে জনৈক শ্রমণ ঋানু এক রাজা দীক্ষা গুরু ছিল সেই রাজা ঋবিভূতি এক সুন্দর কম্বল উপহার স্বরূপ দিএছিল ।সেই কম্বল দেখে ঋবিভুত গুরু তাকে বলিল যে সন্ন্যাসী ঋানু বস্তুপ্রতি আসক্তিভাব রহিবা অনচিত । তাই সেই রাজদত্ত বস্তুকে পরিত্যাগ করবা নিমিত্ত সে পরার্ম্শ দিএছিল । কিন্তু ঋবিভূতকে সে কম্বলটি অত ভাললাব যে সে তাহা পরিত্যাগ করবা নিমিত্ত ঋাষ্ঠত হল । এক দিন ঋবিভূতি অনুপস্থিতিতে তাদের গুরু সেইশ্বীতবস্ত্রটি ছিন্নভিন্ন করেদিল । ঋবিভূতি এই ঘটণা জানবা পরে ক্রেধান্বিত হএ প্রতিজ্ঞা কলযে সে তাদের অতি প্রিয় সামান্য এক বস্তুর অধিকারী হবাজনে অসমর্থ, তাহলে সে ঋানু বস্তুপ্রতি আসক্ত হবেনা বা ঋানু বস্ত্র পরিধান করবেনা । সর্বস্বত্যাগী হএ স্বধর্মরূপে সে নগ্নতা ধর্মকে গ্রহণ করবে ।

ঋবিভূতির ভগ্নী সংঘতে সম্মিলিত হবা নিমিত্ত ৎচ্ছা প্রকষ্ম করবা ঋবিভূতি.বারণ কল যে জৈনসংঘ প্রবিষ্ট হবা নিমিত্ত নারীকে পুনরায় দচরুষভাবে জন্ম গ্রহণ করতেহবে । এই গল্প ঐতিহাসিক

সত্যতা সম্বদ্ধ কিচু বলাযাএনা , কিন্তু নারীরা যে দিগম্বর সংঘতে সম্মলিত হএ ছিলনি , তাই এই কাহাণী থিকে সুস্পষ্ট । মহাবীর জীবনচরিত তথা জৈনর্দ্ধন বিঙিন্ন সিদ্ধান্ত সম্বদ্ধ শ্বেতাম্বর ও বিগম্বর মধ্যে মত পার্থক্য দেখতে মিলে ।

শ্বেতাম্বর মতানুযায়ী মহাবীর যদি ত্রিলাঙ্ক গর্ভথিকে জন্ম গ্রহণ করে তথাপি ভ্রুণ রূপরে সে প্রথমে ব্রহ্মণী যুবতী দেবানন্দাঙ্ক গর্ভরে স্থান পিসছে ।ভ্রুঙ্গসংচার তেয়াঅী দিবসপরে ইন্দ্রদেবতা দ্বারা তাই দেবানন্দ গর্ভথিকে ত্রিলাঙ্ক গর্ভথিকে স্থানান্তরিত হএছিল । এই কিংবদন্তি মুখ্যতঃ তিনটি জৈনগ্রন্থ - যথা আচারাঙ্গ , কল্পসূত্র তথা ভগবতী সূত্রতে দেখতেমিলে । যাকোবী মত অনাসারে মহাবীর পিতা রাজা সিদ্ধার্থঙ্ক দুটি পত্নী ছিল , ব্রাহ্মণী পত্নী দেবানন্দা ও ক্ষত্রিয় পত্নী ত্রিলা । কিন্তু এহা গ্রহণ যোগ্য নই , সে সময়ে বেজাতি-বিবাহ এক গর্হতি অপরাধরূপে পরিগণিত হছিল । সর্বাঅপেক্ষা গ্রহণযোগ্যমত মত হছে মহাবীর পালিতা মাদেবানন্দা ছিল । এখানে আচারঙ্গা এক মতকে করাযাতেপারে । এইটি উল্লেখ আছে যে পাঞ্চ জণ ধাত্রী মহাবীরের যত্ন নিছল । তাদের মধে এক ধত্রী কাছথিকে স্তন্য পান করছিল । এ সমস্ত ঘটণাবলি দিগম্বররা ভ্রমান্তক বোলে বিবেচনা করে এথি প্রতি কানু গুরুত্ব আরোপ করছিলনি ।

শ্বেতাম্বর মতানুযাযী মহাবীর শৈশব থিকে চিন্তাশীল ছিল ও গৃহত্যাগী হবার সকল ইচ্ছা সত্ত্বে সে গৃহত্যাগ করতেপারছিলনি । মাত্র দিগম্বর কহে যে মহাবীর তিরিশ বর্ষর পর্য্যন্ত রাজকুমার মতন রাজভোগ করে হঠাত সংসার অসারতা ও ক্ষণভঙ্গুর হৃদয়ঙ্গম করে গৃহত্যাগ করেছিল ।

দিগম্বর মত অনুযায়ি পূর্ব ও আগম গ্রন্থগুন অনুপলবধ আর শ্বেতাম্বর অনুযায়ি কেবল আগমি গ্রন্থগুন সুরক্ষিত ।

শ্বেতাম্বর মত অনুযায়ি মহাবীর বৈরাগ্য-বৃত্তিযুক্ত হএ মধ্য নিজের পিতা মাতা আত্মসন্তোষ বিধান নিমিত্ত জিতশত্রু কন্যা যশোদাকে বিবাহ করেছিল কিন্তু দিগম্বর মততে মহাবীর বিবাহ কবে হলে হএনি ।

শ্বতাম্বর মত অনুযায়ি স্তী মধ্য তীর্থঙ্কর হতে পারে । তাইজনে স্তীদিকে দীক্ষিত করাযাছিল । কিন্তু দিগম্বর নারীদিকে সংঘ সম্মিলিত হবার জনে অনুমতি দিছল ।তাদের মতে কৈবল্যলাভ নিমিত্ত নারীদিকে পুনশ্চ পুরুষভাবে জন্ম নিতে হবে ।

আচার্য্যঙ্ক জীবনী সংপর্ক শ্বেতাম্বর চরিত শস্কপ্রয়োগ করবাস্থলে দিগম্বর পুরাণ শদ্ধ প্রয়োগ করেছিল ।

ভারতবর্ষতে জৈনধর্ম

স্থুলভদ্রঙ্ক শিষ্য সুহস্তী দ্বারা আশাক পৌত্র তথা উতরঅধিকারী রাজা সতি বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হএছিল । তাইজনে সে জৈনধর্মপ্রসারনিমিত্ত অক্লান্ত চেষ্টা করেছিল । সমগ্র দেশে জৈন মন্দির নির্মতি হল । স্রতি পৃষ্টপোষকতা সুহস্তী এক ধর্মোস্ছব আয়োজন করেছিল । জৈনধর্মপ্রতি রাজাঙ্ক শ্রদ্ধাভাব দেখে তাদের প্রজাগণ মধ্য সেই ধর্মপ্রতি আকৃষ্ট হএছিল । জৈনধর্ম প্রসারনিমিত্ত রাজা স্রতি অনেক সাধু দক্ষিণ ভারতকে পাঠিএছিল ।

রাজা স্রতি সময় কলিঙ্গ রাজ্যতে খারবেল নামক রাজা রাজত্ব করছিল । খণ্ড়গিরি শিলালেখাতে জাণাপড়ে যে রাজা জৈনসাধু বহু অর্থ দান দিছল আর তাদের নিমিত্ত পাষাণ ঘর নির্মাণ করেছিল । দ্বিতীয় শতাব্দীতে কলিঙ্গ জৈনধর্ম এক মুখ্য পিঠ ছিল । সূদূর মগধ রাজ্যথিকে এক জৈন প্রতিমূর্ত্তি সে এখানে স্থাপন করেছিল । ভুবনেশ্বর কাছে খণ্ডগিরি , উদয়গিরি পাহাড়তে একশহ পর্য্যন্ত গুম্স্কা খোদন করেছিল । সেগুন কলা আর ভাস্কর্য্য অতি গুরুত্বপূণ্র্ঞ । হাতীগুম্স্কা নামক এক প্রাকৃতিক গুম্স্কার সে পুনরুদ্ধার করেছিল ।

মথুরাতে এক স্বণ্ঞস্তুপ থাকবার উল্লেখ উত্তরপাঠ গ্রন্থতে দেখতে মিলে । সম্ভবতঃ আকবর রাজত্ব সময় শাহাটোড়র দ্বারা নির্মতি হএছিল । এই পুরাতন স্তুপ বর্ত্তমান কঙ্কলি পর্বতনাম বিধ্যামান । এহি স্থানটি মিলেথাকবা স্তুপটি বর্ত্তমান কঙ্কলি পর্বতনামে বিদ্যমান । এহিস্তানে মিলেথাকবা কনিষ্ক শিলালেখা জাণাযাএ যে ক্রষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী এই স্থানে জৈনদের এক প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল । আচার্য্য ধরসেন গ্রুতজ্ঞান লিপিবদ্ধ করবা জনে শিষ্য আচার্য্য ভূতবলি ও পুষ্পদন্তকে নিধ্দেশ দিএছিল ।

মাউণ্টআবু হছে জৈনধর্মালম্বী এক প্রধান তীর্থস্থলী । পৃথিবী প্রসিদ্ধ আদিনাথ ও নেমিনাথ মার্বল মন্দির এখানে অবস্থিত ।এহি মন্দির দ্বয় কলা ও স্থাপত্য অতী উচ্চকোটীর । ততকাল লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে বিমলশাহ আর তেজপাল এই মন্দিরদ্বয় নির্মাণ করেছিল ।

উত্তর ভারতপরি দক্ষিণ ভারত মধ্য জৈনধর্ম প্রসারলাভকরেছে । দক্ষিণ ভারত রাজত্ব করবা গঙ্গা , কদম্ব, রাষ্ট্রকূট, চালুক্য এবং হোয়শাল বংশর রাজা জৈনধর্ম প্রধান পুষ্টপোশক ছিল । গঙ্গঙ্ক রাজত্ব সময় গোমতেশ্বর বহুবলীঙ্ক প্রতিমূর্ত্তি নির্মতি হএছিল । এক মাত্র পাথরে এই সতাবন ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট মূর্ত্তিটি খোদিত হএছিল । এহা পৃথিবী এক আশ্চর্য্যজনক বস্তু রূপে পরিগণিত

হএ ।কৎঞাটক রাজ্য জৈনধর্ম কদম্ব রাজাদ্বারা সংপ্রসারিত হএছিল ।

রাষ্ট্রকূট রাজাদের জৈনধর্ম সহিত অতি নিবিড় সংপর্ক ছিল । জৈনধর্ম সাহিত্য আর কলা উন্নতি সাধন তাদের লক্ষ্য ।জীবসেন, গুণভদ্র পুষ্পদন্ত ,সোমদেব, আদি প্রতিষ্ঠত আচার্য্যগণ সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও কন্নড় ভাষাতে বহু উচ্চকোটীর জৈন সাহিত্য রচনা করেছিল । চালুক ওহোঞশাল রাজা জৈনধর্ম পৃষ্টপোষকতা করবা সংঙ্গে নানা রকম মন্দির, স্তুপ আদি নির্মাণ করে জৈনধর্ম প্রেসাহিত করেছিল ।

মহাবীর জন্ম ও বাল্যাবস্থা

বজী গণতন্ত্র

দুইহজার পাঞ্চশহ বর্ষর তলের বিশাল ভারত বর্ষর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বিভক্ত হএছিল । এহি ক্ষুদ্র রাজ্য অবখণ্ডিত তথা এক শাসনাধীন রাখবারজনে যেউঁ পরাক্রমী , শক্তিশালী নেতৃত্ব আবশ্যক ছিল , তাই ততখানে হএছিলনি ।অঙ্গ, মগধ প্রভৃতি রাজ্য রাজতন্ত-পদ্ধতিদ্বারা শাসিত অছিল । কাশী,কোশল, বিদেহ আদি রাজ্যতন্ত্র - পদ্ধতিদ্বারা শাসিত হছিল ।কাশী,কোশল,বিদেহ আদি রাজ্য মানঙ্ক গণতন্ত্র প্রচলিত হছিল । এই গণতন্ত্র সফলকরাতে বিদেহ অধিমতি মহারাজ চেটকঙ্ক অবদান প্রণংশনীয় । এই গণতন্ত্র নঅটি লিছবি রাজ্য আর নঅটি মল্ল রাজ্য প্রতিনিধিরা প্রতিনিধিত্ব করছিল ।এই প্রতিনিধি গণনায়ক ও এদের পরিষদকে গণসভা বলছিল । এই গণসভারে সংবিধা ও নিয়মাবলী প্রণীত হছিল । প্রত্যেক গণনায়ক ও এদের পরিষদকে গণসভা বলাযাএ । এই গণসভার সংবিধান ও নিয়ামাবলী প্রণিত হছিল । প্রত্যেক গণনায়ক এই সংবিধান অনুযাই স্ব-স্ব রাজ্য শাসন করাছল । রাৈৈতিক, আর্থকি, সামাজিক ও ধার্মকি আদি প্রত্যেক পারপেক্ষি বজী গণতন্ত্র সুদৃঢ ছিল । রাজতন্ত্র বিশ্বাস করবা রাজ্য এই শক্তিশালী সমৃদ্ধ গণতন্ত্রকে ধ্বংস করবা বহুবার চেষ্টা করেছিল মধ্য উন্নত সুসংগঠিত বজী গণতন্ত্র সৈন বারম্বার তাইদিকে উদ্যম পরাহত করেদিল ।

বৈশালী নিকটে কুণ্ডপুর নামক এক সন্নিব্ধেছিল ।এহার দক্ষিণ দিগে এক ব্রাহ্মণ বসতি ছিল । তাকে ব্রাহ্মণ কণ্ডপুর বলে আর উতর দিগে ক্ষত্রিয় বস্তিকে ক্ষত্রিয় কুণ্ডপুর বলে । ব্রাহ্মণ কুণ্ডপুররাজার নাম ছিল সিদ্ধার্থ । বৈশালী মহারাজা নিজে কন্যা ত্রিশলাঙ্ক বিবাহ রাজা সিদ্ধার্থ সাথে হএছিল ।

স্বপ্নদর্শন

মহারাণী ত্রিশলাঙ্ক প্রথম সন্তান হছে নন্দীবর্দ্ধন । তার দ্বিতীয় সন্তান মহাবীর তার গর্ভ অবস্থান করবা মুহূর্ত্ত হছে অপূর্ব । সুপ্ত নিশীথিন বিলম্বীত প্রহর । অপূর্বপ্রান্ত, গম্ভীর পরিবেশ । শুভ্র সুকোমল সুরভিতশয্যাউপরেশায়িত মহারাণী ত্রিশলা দেবী । এসময়ে সে দেখল বিচিত্র স্বর্গীয় স্বপ্ন সমাহার ।স্বপ্ন প্রত্যেক বস্তু স্বর্গীয় দুতিতে দুতিমন্ত ।

সে দেখল -

এক শ্বেতহস্তী । তার শুভ্রতা ক্ষীর সমুদ্র শভ্রতা চুরিএ নিএছিল ও তার ঔজল্য মুক্তহার সদৃশ ।সর্বোপরি চন্দ্রপ্রভা বিনিন্দিত শান্ত, স্নিগধ, দন্তচতুষ্ট সেই হস্তী বিভাসিত হছিল । পুণি এক বিশাল বৃক্ষ । তার বর্ণও শ্বেতপদ্ম - দলসদৃশ শুভ্র আর সে বিরাটস্কন্দযুক্ত ।

তপ্ত এক বিরাটকায় সিংহ । তার চক্ষুদ্বয় তপ্ত স্বর্ণজিণা কান্তিযুক্ত আর বিদ্যুৎচ্ছটাসম তেজোদীপ্ত ।

মহারাণী ত্রিশলা দেবী স্বপ্নমগ্না ।সে স্বপ্নপরে স্বপ্ন দেখেচলেছে । নৈসর্গকি বিভব সংদর্শন সে পুলকিতা-আত্মবিভোর। রোমাঞ্চিত হএউঠেছিল তার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । পদ্মগন্দতে সুরভিত হএগেল বায়ুমণ্ডল ।বর্ণিল পরিসরে মধ্যবিকরপদ্মাসীন জগন্নাথ লক্ষ্মীদেবী হস্তী দ্বারা অভিষিক্ত হএছে । মহাদেবী ততখানে বরদহস্তা ।

তরপর মহারাণীদেখছে -

সতেজ মন্দার পুষ্প তথা অন্য শ্বেতপুষ্প দ্বারা গ্রথিত পুষ্পমালা , ক্ষীরফেননিভ শুভ্র, স্বচ্ছ দর্পণসম প্রতিবিম্বশীল , শান্ত, স্নিগধএ সৌম্য, আহ্লাদদায়, রমনীয় কমনীয় চন্দ্র, রক্ত অশোক -কিংশুক-গুঞ্জাফল সদৃশ স্বীয়, প্রভাপুঞ্জ দ্বারা ঘনতমোনাশী রক্তিম সূর্য্য, কনকপষ্টযুক্ত কেশরীচিহ্নাঙ্কীত মৃদমন্দসমীরণ দোলায়িত, সমুন্নতধবজা , দরবিকণিত কমলসুশোভিত পূর্ণকুম্ব, চলচঞ্চল

চপল মীনযুগল , ফুল কমলপরিপুরিত তথা চতুদ্ধিগকু সুরভিত করছিল এক পদ্মসরোবর, পরাক্রম প্রতিনিধি বনরাজামুখাঙ্কিত মণি রত্নবিজডিত বিশাল এক সিংহাসন, বীচিমালা বিক্ষোভিত বিশাল গম্বীর ক্ষীরসমুদ্র, অগুরুধূপ গদ্ধসুগদ্ধিত নবোদিত সূর্য্যাভসদৃশ ভাস্বর এক দেব-বিমান, ঐকান্তিক ঐশ্বর্য্যর প্রতীক কমনীয় রমণীয় এক নাগ-বিমান, দিগন্ত বিচুরিত বণাড রশ্মিজাল সমন্বিত কমনীয় এক রত্নপুঞ্জ, নভশ্চুম্বী প্রজস্কলিত নির্দুম লেলিহান অগ্নিশিখা । এপরি বিচিত্র অকল্পনীয় স্বপ্নরাজি -

অনন্ত পুলকিত কণ্টকিতগাত্রা মহারাণী ত্রিশলা নিজমনে এক অপূর্ব প্রশান্তি অনুভব কল । আনন্দাতিশয্য পার্শ্বশায়িত মহারাজা সিদ্ধার্থকে জাগ্রত করে তাকে সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাল । এপরি স্বর্গীয় আনন্দ অনুভূতি তাদের জীবনে প্রথমে কবে অনুভূতি হএনি । বোধে এহা নিশ্চয় কিছু মঙ্গলবিধান সূচনা ।

তাপরদিন প্রভাত অধিবেশ রাজদরবারে মহারাণী ত্রিশলা দেবী সহ সিংহাসন আসীন হএ রাজ জ্যোতিষিগণ দরবারে উপস্তিত হবাজনে মহামন্তীকে আজ্ঞা দিল ।রাজাজ্ঞা অনুসারে জ্যোতিষিগণ দরবারে প্রবেশ কলা পরে বিগত রাত্রে সমস্ত স্বপ্ন রহস্য উন্মোচন করবার জনে রাজা তাইদিকে অনুরোধ কল । তারা পরস্পর মধে আলোচনা করে রাজাকে জাণালযে মহারাণী অত্যন্ত শুভ স্বপ্ন দর্শন করেছে । ফলে এক দিন এক পুত্র সন্তান জননী হবা আর সেই পুত্রহবে রাজচক্রবত্ত

রাজদতী তাকে প্রশ্ন শুোনসারবা পরে আনন্দতে আত্ববিঙোর হএ উঠল ।পুত্র হবে রাজচক্রবর্ত্তী , এহা কত জণা ভাগ্য ঘটেথাকে

কিন্তু হঠাত মহারাজা ভাবান্ত সৃষিটহল ।রজা সিদ্ধার্থ গণতন্ত্র পৃষ্ঠপোষক ছিল । বিভবশালী বৈশালি সুখ-সমৃদ্ধি সব কিছু এই গণাতান্ত্রিক শাসন উপর হিঁ প্রতিষ্ঠাতা ছিল । যদিও রাজা সর্বোচ শাসন কর্ত্তা ছিল ,তথাপি ব্যক্তি

স্বাধীনতা প্রতি সে সমুচিত ধ্যান দিছল । মনুষ্যকে মনুষ্য মতন সম্মান দবা মানবিক গুণের পরিপ্রকাশ ঘটাইবা , স্বার্থন্বেষী নাহবা দেশপ্রতি উপযুক্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ হবা প্রভৃতি মহানীয় মানবীয় আদর্শ সে বৈশালী রাজ্যবাসীদিকে উদবুদ্ধ করেছিল , সেসব আদর্শ কি তাদের পুত্র হাতে বিনিষ্ট হএজাবে ? এই চিন্তা তাকে বিব্রত করেদিল ।

কিন্তু মহারাজা চিন্তাতে পূর্ণছেদ টেনে জ্যোতিষিবৃন্দ বলিল - মহারাজ ! আমরা স্থুলভাবে গণনা করে কহিলযে আপণার পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী হবে । আপণর আদর্শ গণতন্ত্র যে মানবীয় ভিত্তিভূমি উপরে পর্য্যবসিত , এই মহানপুরুষ সেসব গুণের প্রতিপোষক হবে আর অহিংসা , স্বতন্ততা , সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া আদি দৈবী গুণর পরিপ্রচারক হবে ।

পণ্ডিতগণ এমতন ভবিষ্যবাণী শুণবাপর রাজা ও রাণী উভয় অতি আনন্দিত হল আর জ্যোতিষকে উপযুক্ত উপঢৈকন দ্বারা সম্মানিত কল ।

লৌকিক জগত নীতি -নিয়ম থিকে ভিন্ন অন্যকুনু কথাকে আমরা স্বীকার করতে পারিনা । লৌকিক জগতে অলৌকিক ঘটণাবলী উপোদঘাত হএথাকে, যাকে আমরা শত অবিশ্বাস করেথাকলে মধ্য পরিশেষ গ্রহণ করবাকে বাধ্য হএছিল । মহাবীর জন্ম এহার এক অপঊর্ব দুষ্টান্ত ।

অজ্ঞান অসহায়র শিশুর তার বয়ঃবৃদ্ধি সংগে সংগে পরিপক্ক ও বিকশিত হএথাকে , কিন্তু মহাবীর সংসারে প্রবেশ করবা পূর্বতে মাতৃগর্ভতে থেকে মধ্য দিব্যজ্ঞান অধিকারী হতেপেরেছিল ।

পূর্ব জন্মতে মহাবীর নন্দন নামদেয় একজন তপস্বী ছিল । সে এই তপস্বী-জীবনে কঠিন তপশ্চর্য্যা ও মানব-সেবা জীবনে শ্রেষ্ঠ ব্রত রূপে গ্রহণ করেনিল ।মাসাবধি সমাধিস্থ হবা পরে সে কিঞ্চন্মাত্র আহার করে পুনশ্চ সমাধিস্থ হছিল । বাহ্যচেতনাকে সুৎর্ঞ আত্মবিস্মৃত হএ সে অন্তঃচেতনাতে লীন হছিল । সেৎ অবস্থাতে দেহত্যাগ করে পুনরায় ত্রিশলা গর্ভতে আশ্রয় নিএছিল ।

পূর্বজন্ম সংস্কার হেতুগর্ভাবস্থাতে থেকে মধ্য সে সমস্ত জাগতিক বিষয় অবগত হতেপারছিল ।

প্রকৃতি সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী গর্ভস্থ শিশু কত মাস গত হবাপর মাতৃ গর্ভতে চলপ্রচল হল । শিশুর এই চঞ্চলতা সজীবতা ও সুস্থতা লক্ষণ রূপে ধরে নিএছিল । মহাবীর গর্ভস্থ থাকবা সময় দেবী ত্রিশলা শিশুর চঞ্চলতা অনুভব করে পুত্রবতী হবা আশা সন্তোষ অনুভব করছিল ।

গর্ভমধ্য থেকে দিনে মহাবীর চিন্তা কল - আমি এমতন চলচঞ্চল হবা দ্বারা মা নিশ্চয় কষ্ট পাবে । কাহাকে কষ্ট দিবা আমার নীতি বিরুদ্ধ । তাইজনে আমি গতিশীল নাহএ স্তির হএ রহেযাব ফলে আমার মা সুখতে রহিতে পারবে । এমতন চিন্তা করে কৃক্ষিগত মহাবীর ধ্যানস্ত হএগেল । মহারাণী ত্রিশলা গর্ভস্থ শিশুর স্থিরতা বিমর্ষ হএ পডল । রাজা মধ্য এসংবাদতে খিন্ন হএগেল । রাজপ্রসাদ কোলাহলপূণ্এঃ বাতাবরণ ক্ষণক মধ্য স্থির হএগেল । সমস্ত আশঙ্কা ও উদগ্রীবতা ম্রিয়মাণ হএগেল ।

বাহ্য জগতে এমতন পরিবর্ত্তন লক্ষ্যকরে মাতৃগর্ভস্থ মহাবীর চিন্তিত হএপড়ল । জুনু কার্য্য মঙ্গলকর হবে বোলে ভাব সে করছিল । তাহাযে জগতকে নিষ্ক্রয় করেদিবে তাই তাদের ধারণা ছিল। তাত্জনে মহাবীর লৌকিক জগতে অবধারণা অনুযাই আবার মাতৃগর্ভতে চলপ্রচল হবা আরস্ক কল । দেবী ত্রিশলা যতখানে শিশুর সজীবতা লক্ষণ জানতে পারল সে খুসিতে আত্মহরা হএ উঠল ।

সেদিন থিকে মহাবীর প্রতিজ্ঞা কল যে জুনু মাতা পিতা তাকে অত আদর যত্ন মধ্য বাঢাতে আশা পোষণ করেছে , তাইদিকে সে তাঙ্ক জীবদশা কবে হলে দুঃখী করবেনা ।

মহাবীর জন্ম

বসন্ত মহোসব । চতুর্দ্দিশি বণ্িঞল সমাবেশ আর প্রকৃতির প্রতিটি অঙ্গে

নবোন্মেষর স্পন্দন । এপরি এক কমনীয় প্রভাতে দাসী প্রিয়ংবদা এষই মহারাজা সিদ্ধার্থকে নবজাত শিশুর ভূমিষ্ঠ হবা সংবাদ জাণাল । রাজা সিদ্ধার্থ এই সংবাদ শুণে আনন্দ অতিশয্য দাসীকে বহুমূল্য উপহার প্রদান করে আজীবন দাসত্বথিকে মুক্তি কল । মহাবীর ভূমিষ্ঠ হবা সংগে সংগে দাসী প্রিয়বদা এক নূতন জীবন লাভ কল । পরস্পর সংবদ্ধিত সংঘটিত এই ঘটণা দ্বয় সুচনা দিএযে মহাবীর যুনু কর্ত্তব্য সংপাদন করে পৃথিবীতে অবতারিত হএছে এহা তার এক উপক্রমণিক মাত্র ।

মহারাজা সিদ্ধার্থ নবজাতকর জন্মোসব মহাড়ম্বর পালন করবা জনে মহামন্তীকে আদেশ দিল । রাজা আদেশ ক্ষত্রিয়কুণ্ড গ্রাম সুশোভিত , সুসজিত হল । বিভিন্ন স্থানে তোরণ নির্মতি হল । প্রসাদ আর অট্টালিকানানা বণেএতে পতকা দোলায়িত হল । রাজপথ মানঙ্কতে সুগন্দ অতর পিচকারী ,নানা পুষ্পসমারহ আর চিত্রিত বিপণী সাজসজা ইদ্রপুরীতে ভ্রম সৃষ্টি করল । এই উত্সব আনন্দমুখ ও সরস সুন্দর করে তুলে নট-নটীরা তাদের মনোলভা নৃত্য প্রদর্শন কল । গায়ক-গায়িকাকণ্ঠনিঃসৃত সুললিত সংগীত পরিবেশ বেশ জীবন্ত করে তুলছিল । তার ব্যতীত স্থানে স্থানে পণ্ডিতরা ধর্মশাস্ত্র চর্চ্চা মধ্য করছিল । রাজকোষথিকে ধন মুক্ত হস্তে প্রজামধ্য বিতরণ করাযাত্ছল । রাজ্যতে আনন্দ ছুটছিল । মহাবীর পৃথিবীর কল্যাণ জনে অবতীণর্ঞ হএছিল । তার প্রতিটি রক্ত বিন্দু মানব-জাতির সেবা জনে ব্যাকুল অছিল । সে তার এই মহনীয় আদর্শ ভূমিষ্ঠ হবা সংঙ্গে সংঙ্গ পরোক্ষ ভাবে কার্য্যকারী করছিল ।

অলৌকিক শিশু

মহাবীর জন্ম নিএসারবা পরে দেবী ত্রিশলা আনন্দ সীমা ছিলনি কারণ সে নিজে বহু সাধনা সংযম আচরণ দ্বারা এপরি পুত্র মাতা হবা সৌভাগ্য অর্জন করতেপেরেছে ।যূনদিন থেকে শুভস্পন দেখে সে অবগত হল তাদের পুত্র ধর্মচক্রবর্ত্তী হবে, সেদিন থেকে সে অতি নিষ্ঠাপর জীবন যাপন করল । সমস্ত

প্রকার রাজসিক খাদ্য পরিত্যাগ করে সে সাত্ত্বিক আহার করল । সে হৃদয়ঙ্গম করল যে শিশুর মানসিক প্রস্তুতি মাতৃগর্ভতে হএছিল । মাতার মানসিক অবস্থা ভারসাম্য রক্ষাসংঙ্কে শিশুর মানসিক স্থিতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ।
যদিও শিশুর আগমন সাধারণ লৌকিক জগতকে হএছিল তথাপি অসাধারণত্ব, অলৌকিকতা সে ত্যাগ করেছিলনি । শিশউর রূপে এক অদ্ভুত ঔতল্য ছিল । তার নিশ্বাস পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল পদ্মফুল সুরভিত হএউঠল আর শরীর স্বেদবিন্দু নির্গত হছিল । শিণুর রক্তর রঙ্গ গোক্ষীর সদৃশ ধবল বর্ণ্এঃ ছিল । এই পঞ্চমভূত পরিবেষ্টিত জগতকে এসে মধ্য সে এইখানে বহু উর্দ্ধতে ছিল।
এহি অদ্ভচত অলৌকিক শিশুকে দর্শন করতে আসছিল দর্শনাভিলাষী অবাধ সংবাদ অপরিমিত । সেই শিশুর দর্শন প্রত্যেক ব্যক্তি অপুর্ব শান্তি ও অদ্ভুত আনন্দ উপলবধ করছিল । সেই শিশু জুন সময় জন্ম হল , সে লগ্ন মধ্য সংপূ্ণএঃ মাহেন্দ্র লগ্ন ছিল ।চৈত্র শুক্ল ত্রয়োদশী, উতরাফালগুনী নক্ষত্র সহিত চন্দ্রমার সংযোগ প্রত্যেকটি গ্রহ তাদের সর্বচ্চে আসনে আসীন ছিল ।

মহাবীর পরিবার

মহাবীর নিজের সহজ-স্বভাবসিদ্ধ অসাধারণ গুণাবলী জনে অনেক নাম প্রখ্যাত হএছিল । সেই নামগুণ হল - বদ্ধমান, শ্রমণ , মহাবীর, সম্মতি, বীর, অতিবীর ও জ্ঞানপুত্র । বৌদ্ধ-সাহিত্য তার নাম নাত্তপুত্র বোলে দেখতে মিলে । মহাবীর পিতার তিনটি নাম ছিল - সিদ্ধার্থ ,শ্রেয়াংস আর যশস্বী । তার গোত্র ছিল কাশ্যপ । মহাবীর মাতার মধ্য তিনটি নাম ছিল । সে নাম গুন হল ত্রিশলা বিদেহদত্তা ও প্রিয়কারিণী । তার গোত্র ছিল বশিষ্ঠ । মহাবীর দাদার নাম সুপার্শ, পিসীমার নাম যশোদা , জ্যেষ্ঠ ভাইর নাম নন্দীবর্দ্ধন , ভাইজায়ার নাম ছিল জ্যেষ্ঠা আর জ্যেষ্ঠাভগ্নীর নাম সুদর্শনা

নাম করণ

পুত্রজন্ম পরে সিদ্ধার্থ নিজের অত্মীয়স্বজন ও সভাসদকে নিএ এক নামকরণ

উস্ছব আয়োজন কল আর সেইখানে ঘোষণা কল - এই পুত্র ভূমিষ্ঠ হবাপর বৈষালী নগরী তার প্রতিবিভ অভিবৃদ্ধি ঘটল ।বৈশালী নগরী একাধারাতে রুদ্ধিমন্ত ও শ্রী সংপন হএছে । কেবল ততকি নই মানবীয় স্নেহ-সৌহার্দ্ধ মধ্য এহার জন্ম পরে অধিক অধিক দৃটীভূত হএছে । রাজ্যর ধন, জন, গোপ, লক্ষ্মী ,পরিবর্দ্ধন করবাতে এহার নাম বর্দ্ধমান হএছে ।

সবাএ এক স্বরতে এই মতকে সমর্থন কল আর সেইদিনথিকে কুমার বর্দ্ধমান নামে পরিচিত হল ।

সম্মতি

ভগবান পার্শ্ব অনেক শিষ্য ভারত পরিভ্রমণ করছিল । তার সংজয় ও বিজয় নামক দুই শিষ্য ক্ষত্রীয়কুণ্ড় নগরকে এসেছিল । তার আকাশ বিচরণ করবারমতন শক্তি মধ্য প্রাপ্ত হএছিল । এপরি অলৌকিক শক্তি অধিকারী হএ মধ্য তার চিত সন্দেহমুক্ত হএছিলনি । কুনু এক তত্ব সম্বদ্ধ তার সন্দিহান ছিল আর সেই সন্দেহ বিমোচন জনে জত প্রযত্নশীল হল মধ্য বিফল হল । তারা সিদ্ধার্থ রাজপ্রসাদকে এসে যতখানে তাকে সংদর্শন কল অবিলম্বে তার সংশয়গ্রন্থি ছিন্ন হল আর মন পুলকিত হএউঠল । তারপর তারা বর্দ্ধমানকে সম্মতি নামে সবোধিত কল ।

জ্ঞান ও শক্তির সমন্বয়

ক্রমবি বর্দ্ধমান সময়র সুঅরে ক্রমে ক্রমে বাঢেতে লাগল।বাল্যাবস্থা অতিক্রম করে সে ক্রমে কৈৱারাবস্থাতে উপনিত হল, কিন্তু সদাসর্বদা ভাবগম্ভীর অবস্থাতে সে রহছিল। মুখমণ্ডলতে কখন হল কৌণসি প্রকার উদবেগ বা উদবিগ্নতার চিহ্ন ছিলনা। এক নিরবছিন্ন প্রশান্তির প্লুলেপ সদাসর্বদা তাক্ক মুখমণ্ডলতে বিরাজমান হছিল। ওথেকে যদিও বালসুলভ স্ফুর্ত্তি ছিল তথাপি চপলতা ছিলনা। কখন কখন সে সমাধিস্ত হোএ জাছিল। এমন ধ্যানমুদ্রা দেখে পরিচারিকারা তটস্থ হএযাছিল। জ্ঞান ওৱক্তি উপরে জীবনর পূর্ণ্নতা ও সফলতা

নির্ভরশীল।বক্তিহীন জ্ঞান যেমন দয়নীয়, জ্ঞানহীনবক্তি মধ্য সেমন ভয়ঙ্কর, মাত্র এ দুটির সংযোগ মণিংাঞ্চনর সংযোগ। এ দুটির প্রভাবতে ব্যক্তি ধীরশক্তিসংপন্ন ওপরাক্রমী হএ। বর্দ্ধমান কেবল জ্ঞানী ছিলনা, অদ্ভুত বক্তিশালী মধ্য ছিল । একবার সে তাঙ্ক বাল্য সঙ্গীঙ্ক সহ গৃহোদ্যানতে আমলকী ক্রীডা খেলছিল। পিপপল বৃক্ষকে ক্ষ করে প্লত্যেক বালক দৌডাতে াগ। সমস্ত সঙ্গীকে পিছুনে ফেলে বর্দ্ধমান পিপলবৃক্ষ কাছে পহঞ্চি ওর অগ্রভাগকে আরোহণ কল। সে বৃক্ষথেকে অবতরণ করিবা সময়তে দেখল যে এক ভয়ঙ্কর বিষধর সর্প সর্বাঙ্গতে গুডিএ হএ যাছে। সর্পর ফুত্করতে ভয় পে বর্দ্ধমানর ক্রীডাসঙ্গীরা পিপল বৃক্ষ নিকটথেকে প্রধাবিত হল, কিন্তু বর্দ্ধমান তিলে হএ ভ্রূক্ষেপ না করে স্বহস্ততে নিজরবরীরথেকে বের করে নিচেকে ফেলে দিল। বালকরা ওর এমন বক্তির চমত্কারিতা দেখে আনন্দ কলরব মধ্যতে ওকে প্লসাদকে নিসগেল।

বর্দ্ধমান মাত্র আঠ বছরতে এমন পরাক্রমশালী হএ উঠল যে ওর ধৈর্য্য, বীর্য্য চতুস্কিগতে প্রচারিত হএ লাগল। রাজসিক তেজর অন্তরালতে ওর পূর্বজন্মর সাধনার সিদ্ধিস্বরূপ আধ্যাত্মিক তেজ মধ্য ফুটি উঠছিল। ক্ষত্রিয়ত ও ব্রাহ্মণত্বর অপূর্ব সমন্বয় ওরথেকে পরিলক্ষিত হছিল। রাজা সিদ্ধর্থ বর্দ্ধমানকে শিক্ষা দেবা উস্শ্যেতে বিদ্যালয়কে পাঠাছিল। সমস্ত সুগুণর অধিকারী বর্দ্ধমান অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র ছিল। সকল বিদ্যারে পারর্দ্ধী রাজকুমারকে বিদ্যালয় কি বা শিক্ষা দিতে সমর্থ হবে? অসাধারণ বাগ্মী, পণ্ডিত বর্দ্ধমানর প্রতিভাসম্মুখতে ওর গুরু মধ্য নিষ্প্রভ হএগেল। সে বর্দ্ধমানঙ্কু শিক্ষা দবা কথা দূরে রেখে বর্দ্ধমানঙ্ক কাছেথেকে নিজে নিজর সন্দেহ মোচন কল। কথিত আছে- দেবরাজ ইন্দ্র ছদ্মবেশতে আসে মহাবীরঙ্ক এঞ্জাদ্ধ চমৎ কারিতা দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হএযাছিল। বর্দ্ধমানকে রাজপুরীকে ফিরিএ এণে রাজা সিস্কার্থকে বোলিল- সর্ব বিদ্যা প্রবীণকুমারঙ্কর বিদ্যালয় যাবা নিরর্থক । আপিনি ওকে গৃহতে রাখ।

বিবাহ ও বৈরাগ্য

কুমার বর্দ্ধমান কৈশোরাবস্থা পরিত্যাগ করে পরিণত যৌবনতে উপনীত হল। অনুপম সৌন্ধর্য্যর অধিকারী মহাবীরঙ্কর কমনীয় মুখমণ্ডল,সহজ সুঠাম অবয়ব সবায়ির দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। তাই ওর পিতামাতা কুমারকে বিএ জানে আগ্রহী ও তত্পর হএ উঠল।

একবার কুমার বর্দ্ধমান জন্মউস্ছবতে নিমন্ত্রিত হএ কলিঙ্গধিপতি জিতশত্রু বৈশালীকে এসেছিল । কেুমার রূপতে বিমুগধ হএ তাকে নিজের জামাতা রূপে বরণ করবারজনে আগ্রহী হএ উঠল নিজে রাণীর মানাভাব জাণবাপর সে দূতকে প্রেরণকল সিদ্ধার্থ ও মহারাণী ত্রিণলাদেবী মধ্য নিজ মন অনুরূপ প্রস্তাবকে আনন্দতে স্বীকৃতি প্রদান করে বর্দ্ধমান তার মন জাণবা জনে জিগেস কল । আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করবা ইচ্ছুক থাকবা কুমার এহাকে আন্তরিক সমর্থন করবে বা কেমতন ? তথাপি সে পিতা-মাতাকে দুঃখ না দেবার জনে সন্যাসীধর্ম গ্রহণ নাকরবা জনে প্রতিজ্ঞাকরে এই প্রস্তাবতে সম্মতি প্রদান কল । তার বিবাহ সম্বদ্ধতে এহা হছে শ্বেতাম্বর মত ।

ঁকিন্তু দিগম্বর পরংপরা মতনুযায়ী মহাবীর বিবাহ প্রস্থাব প্রত্যাখ্যান করবা দ্বারা কলিঙ্গধিপতি জিতশত্রু ও তার কন্যা যশোধা দুঃখতে বিষণ্র্ণ হএ সন্যাসী ধর্মতে দীক্ষিত হল । জিতশত্রু ওড়িশার উদয়গিরিতে তপস্যাকরে মোক্ষ প্রাপ্ত হএছিল আর তার কন্যা যশোদা কুমারী পর্বত নামক স্থানে তপস্যা করে দেহ ত্যাগ কল ।

রাজৈশ্বর্য্য-কোলে লালিত পালিত হএ সুদ্ধা মহাবীর জলে পদ্মতুল্য সংসার সমস্ত বস্তুপ্রতি অনাশক্ত হল । তার মন-সমুদ্র অগণিত প্রশ্নবাচীর ঢেউ উঠছিল । অহরহ দ্বন্দ্ব দোলিতে দোলায়মান হএ সে ভাবতে পারছিল সৃষ্টির এই অসামঞস্য কুথাএআছে । জণে সদর বন্যাতে প্লাবিত হছিল অন্য জণে দরিদ্র প্রচণ্ড জস্কলা দগধ হছে কেন ? জন্ম- মৃত্যুর রহস্য কি ? অদ্ধবিশ্বাস মধ্য বুড়েরহে অবোধ মানুষ কেন জাণতেপারেনা কুনটা. তার গ্রাহ আর কুনটা

অগ্রাহ ? গৃহস্থ - জীবন যাপন করে মধ্য সে সাংসরিক সুখথিকে বহু দূরতে ছিল ।একান্ততে বসে সে চিন্তা করছিল সে আমোদ-প্রমোদ বিলাস -ব্যসনতে বুনেরহে কি জীবন ?   জন্ম-মৃতু্য চক্র নিজেকে মুক্ত করবা কি মণুষ্যর কর্ত্তব্য নই ? জন্ম-মৃতু্য চক্রকে নিজে মুক্ত করবা মনুষ্য কর্ত্তব্য নই ? মনুষ্য জীবন পরি এক দুর্ল্লভ জীবন লাভ করে মধ্য কেহি জণে হেলে অনন্তজ্ঞান অধিকারী হবা পাইঁ আগ্রহান্বিত হএনি কেন ?

মহাবীর ২৮ বর্ষ বয়স হবা সময় তার পিতা-মাতা স্বর্গারোহন কল । তার জীব দশা সন্যাসব্রত গ্রহণ নাকরে সে প্রতিজ্ঞা কল, তেণু তারা মৃতু্যপর সে নিজে মুক্ত বিহঙ্গসম অনুভব কল । সে নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দীবর্দ্ধন কাছে টিএ সন্যাসব্রত হবা অভিলাষ প্রকাশ কল । এডশ শুনে নন্দীবর্দ্ধন তাকে বারণ কল যে অপরিণত বয়সে সন্যাস গ্রহণ কলে নিজে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবা সম্বাবনা আছে । তাই বিচার বুদ্ধি বয়স পরিপকব হবা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবা জান মহাবীরকে উপদেস দিল ।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এমতন আদেশ পিএ মহাবীর দুই বর্ষর পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা কল । কিন্তু হঠাত এক দিন সে নিজে মধ্য কন অনুভব কল ।সেই কন তাকে সূচনা দিএছিল যে সাংসারিক বন্দন ত্যাগ করবা প্রকৃত সময় উপগত হএছে । এই অনুভব কলাপর সে পরিবার কুনু সদশ্য বারণকে কশ্এ়পাত নাকরে অচল অটল রহিল । সমগ্র প্রসাদ পুরোজন তাকে বিদায় দবা জনে শোকাবিহ্বল হএ যাত্রা আয়োজন কল । সুগন্দিত জলে চান করে মহার্হ বস্ত্র পরিধান করে মহাবীর হীরা -লীলা খচিত এক সুসজিত পালিঙ্কিতে পূর্বদিগ মুখকে আসীন হল । তার দক্ষিণ পার্শ্বঅলঙ্কার বিভুষিতা হএ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে প্রসাদর এক জনা বয়সী মহিলা আর তার বাম পার্শ্বতে তার প্রধান ধাত্রী আসীন হল । এক অনিদ্য সুন্দরী যুবতী তার পৃষ্ঠদেশে দণ্ডায়মান হল তাকে ব্যজন করবা লেগে । অগণিত জনতা তাকে অনুগমন কল । জ্ঞাতষণ্ড উদ্যানতে সে পালিঙ্কি

অবতরন করে অশোক বৃক্ষ কাছে গেল । সেইখানে রজকীয় পোষাক পরিত্যাগ করে লনণ্ডিতমস্তক হএ সন্যাসী বেস ধারণ কল । সে সময় সমগ্র বাতাবরণ আশ্চর্য্য জনক ভাবে শান্ত, স্তির আর মৌন ছিল । সন্যাসী বেশ পরিধান করে কুমার ঐশান্য কোণ মুখ করে দণ্ডায়মান হল । তার শরীরথিকে অলৌকিক জ্যোতি আর মুখমণ্ডল অপূর্ব আনন্দ বিকশিত হল । কুমার কৃতাঞলি পুট নমো সিদ্ধাণ উচ্চারণ পূর্বক সিদ্ধ আত্মার নমস্কার কল আর : আমার পক্ষে সমস্ত পাপকর্ম অকরশীয় অটে : কহে সে নিজের অহংকার আর মমত্ব ত্যাগ কল । তারপর কুমার প্রজাবর্গথিকে বিদায় নিএ মহানির্বাণ পথে অগ্রসর হল ।

ঝঝঝ

তপশ্চর্য্যা ও কৈবল্যপ্রাপ্তি

কর্মার গ্রামে মহাবীর

মহাবীর নিজের জন্মভূমি পরিত্যাগ করে কর্মার গ্রামে পহাঞ্চাল । সে উপবাস ছিল । ক্ষুদা, তৃষ্না , জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য , পারিপাশ্বিক পরিবেশ মোহ তাকে কুনু প্রকার বিব্রত করেছিলনি । তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল নির্বাণ অনুসদ্ধান ।

গ্রামের অনতীদূর জঙ্গল মহাবীর দণ্ডায়মান হএ ধ্যান মগ্ন হল । তার মুদ্রিত চক্ষু , প্রলম্বিত বাহু যুগল ও স্তিতধী মুদ্রা দূরকে এক প্রস্তরস্তস্ক ভ্রম সৃষ্টি কল । এহি সময় এক গউড তার বলদ সঙ্গে নিএ ঘরকে ফিরছিল । মহাবীর দেখে সে নিজ বলদ সেঠারে চরবা জনে ছেড়েদিল । মহাবীর ধ্রানস্থ থাকবা কথা গউড জানতে পারল । ইতি মধে বলদ চরে চরে গন জঙ্গল ভিতরে চলেগেল । গউডটি নিজের কাম সেরে জঙ্গল ফিরবাপর দেখল যে বলদটি নির্দ্ধষ্টি স্থানে নেই । তারপর গুআল তার বলদকে খুজে খুজে ধ্যনসীন মহাবীর কাছে পহঞ্চল তাকে বলদ বিষয় জিগেস কল । মহাবীর ততখানে

অন্তজগতে লীন ছিল । তাইজনে উতর দিবাত দূর কথা সে গুআল প্রশ্নকে মধ্য শুনতে পারেনি । এহাদেখে গুআল ভাবল বোধে লেক বলদ সম্বধ কিছু জানেনি , তাইজনে সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল ভিতরে খুজবার জনে চলেগেল ।ক্রমে দিন অতিক্রান্ত হএ সন্দ্যা উপনিত হল । সমগ্র জঙ্গল অন্দকার বাডতে লাগল । এহাদেখে ঘউৃশও ঁশধ্য হএ ঘরকে পত্যাবর্তন কল । চিন্তিত অবস্থাতে গউড় রাত্রযাপন কল । পাক্ষীর কাকলী প্রভাত আগমন বার্তা শুণাল । গুআল শয্যা ত্যাগ করে নত্যকর্ম সেরে আবার বলদকে খুজবার জনে বেরল । জঙ্গল পহঞ্চে তার আশ্চর্য্য সীমা রহিলনি । সে োদখল গিরিরাজ হিমালয় সদৃশ মহাবীর ধ্যানমগ্ন । তার বলদ তার চতুরপার্শ্ব বিচরণ করছে । সন্দ্যা সময় বলদ অনুপস্থিত আর প্রভাততে তার আকস্মিক উপস্থিত দেখে গউড় অনুমান করেনিল এই শ্রমণ নীতিবাদী নই । পূর্বর হতাশ , গ্লানি, মনস্তাপ আর তত সংগে সংগে এমতন এক অবিশ্বাস পূর্ণ দৃশ্য তাকে ক্রেধান্বিত করেদিল ।

ক্রেধ আবেগ বিবশ হএ সে জুন দড়ি বলদ বান্দবার জনে এনেছিল, তাইতে মহাবীরকে প্রহার করতে উদ্যত হল । মাত্র হঠাত ঘোড়াটাপুর শব্দ শুনে আটকে গেল । রাজা নন্দীবর্দ্ধন অশ্বপৃষ্ঠ অবতরণ করে মহাবীর পরিচয় প্রদান কল । সে এসব শুনে অনুতপ্ত হএ মহাবীরকে প্রণাম করে প্রইে্থান কল । গুআল চলেযাবার পর নন্দীবর্দ্ধন বলিল ভগবান সময় ব্যবধান মানুষকে কিবা নাকরে ? কাল প্রর্য্যন্ত আপনি রাজকুমার আসনে আসিন ছিল । কিন্তু আজ আপনি এপরি দয়নীয় স্তিতিতে পহঞ্চেছে যে এক সামান্য গুআল আপণাকে অবমাননা কল । এই দৃশ্য আমার জনে অসহ্য । আমাকে আদেশ দিন আপণার সুরক্ষা ভার বহন করিব ।

এই উক্তি শুনে মহাবীর ওঠে সামান্য হাসি ফুটে উঠল । সে কহিল সুরক্ষা কিএ করবে ? কাহার বা করবে ? বর্তমান এই শরীর সহিত আমার সংপর্ক নেই । শরীর সহিত সংপর্ক থাকবা প্রর্য্যন্ত জীবন প্রতি মোহ , মৃতুপ্রতি ভয়

, সুখর আকাংক্ষা দুঃখপ্রাপ্তি বিষাদ, ইপসিত বস্তু জনে প্রাপ্ত বস্তু হারাবা অনুশোচনা - এ সমস্ত জাগতিয় মায়া মোহ আমাকে আজ পর্য্যন্ত বেন্দে রেখেচিল । মাত্র আজ আমি মুক্ত । মুক্ত পাক্ষীর পিঞ্জরা কুনু আবশ্যক নেই । আমি জুন সুখ অনুভব করছি সেই প্রাপ্তি - অপ্রাপ্তি অর্থ এক । টাহা পাইঁ জীবন - মৃতু, সুখ-দুঃখ , সব কিছু সমান, সে ভয় করবে কাহাকে ? সে অরক্ষিত নই - সে অত্যন্ত ভাবে সুরক্ষিত । তাইজনে আমার সুরক্ষা প্রশ্ন উঠছে কুথাএ । ক্রমশঃ বর্দ্ধমান কাছাথকে এমতন রুঢ বাক্য শুনে নন্দীবর্দ্ধন বিস্ময়মুখ হএগেল । তথাপি সাহস সঞ্চয় করে চাতুর্য্যপূণ্ঞ বাক্য বলিল ভগবান আপণি স্বয়ং মহাবীর , আমি আপণার কি সুরক্ষা করব ? অতকি মাত্র নিবেদন যে আপণার অনুগ্রহকরে সামান্য সহায়তা করবার জনে অনুমতি দাঅ ।

মহাবীর বলিল এহা একান্ত অসম্ভব । অর্হত কাহারসহায়তা অপেক্ষা করেনা । সে স্বয়ং পুরুষার্থ আর স্ব-অধ্যবসায় কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হবা জনে প্রয়াসী হবা উচিত ।

মোড়ক রাজ্য মহাবীর

সাধনার দ্বিতীয় বর্ষর ভগবান দক্ষিণ বাচল উত্তর বাচাল যাছিল । দুটি নদী এই দুই স্থানে প্রবাহিত হছিল - কটির নাম সুবর্ণ্ঞবালুকা, অন্যটির নাম রৌপ্যবালুকা । সুবর্ণ্ঞবালুকা কূলে একটি কাণ্টাবণ ছিল । মহাবীর সেই পথদিএ অতিক্রান্ত হবা সময় তার উতরীয় কাণ্টা লেগে তলে পড়েগেল । সে ক্ষণমাত্র তার পরিধেয় প্রতি দৃষ্টিপাত করে নিজে পথে অগ্রসর হল আর সেইদিনথিকে সে দিগম্বর হল বোলে কথিত আছে ।এই ঘটণাতে সূছিত হএযে, নিজ লক্ষ্য পথে প্রতিকূল বা অন্তরায় হএছে যে কুনু বস্তু বা ঘটণাপ্রতি সে একটুহলে ভ্রুক্ষেপ করছিলনি ।

ভগবান গৃহ ত্যাগ করবাতে দেবালয়, অরণ্য , পথপ্রান্ত বা শ্মশানভূমিতে অবস্থান করছিল ।সে অনেক স্থান ভ্রমণ করে মোড়ক রাজ্য ধূমককড় রুষি

আশ্রম পহঞ্চাল । এই রুষি তার পিতা সিদ্ধার্থর মিত্র ছিল । রুষিপ্রবর মহাবীরকে স্বাগত জাণাল । মহাবীর সেইখানে এক দিন অতিবাহিত করে আবার জাবার জনে উদ্যত হল । এহাদেখে রুষি বলিল - মহাভাগ আপণি এইখানে নিঃসঙ্কোচতে নিজের আশ্রম মতন মনে করে জত দিন ইছা রহিতে পার । তথাপি আপণি যতখানে যাতে বেরেছ আমি আপণাকে বাধা দিছিনি ।কিন্তু আমার আন্তরিক ইচ্ছা , আপণি এই বর্ষর বর্ষমাসতক এইখানে থাক ।

রুষির এই অনুরোধ কুনু উত্তর নাদিএ মহাবীর সেইখান থিকে চলেগেল । ঠিক বর্ষারুতু পূর্বথিকে সে আশ্রম চলেআসল ।কুলপতি মহাবীর রহিবার জনে এক কুটির প্রদান কল । সে সেইখানে বসবাস কল ।

মহাবীর একমাত্র কার্য্য ছিল ধ্যান । বর্ষা রুতুর আগমন রৌদ্রতাপ দগধ পৃথিবি বারিপাততে সজল , চপল , সুকোমল হএউঠল । অরণ্যর চতুদ্ধিগ সবুজশ্রী রূপ নিল । তাতজনে নিকটে গ্রাম গুন গোরুগাই চরবানিমিত্ত অরণ্য আসল । তারা অরণ্যকে এসে তপস্বীদের কুটীর-আচ্ছাদিত ঘাস খাল । তাইজনে প্রত্যেক আশ্রমবাসী নিজের নিজের কুটীর সুরক্ষাভার নিজে নিল । মাত্র মহাবীর একমাত্র ব্যতিক্রম । সে সদা সর্বদা চক্ষু মুদ্রিত করে যোগাসীন রহছিল বাহ্যজগত ক্রিয়াকলাপ প্রতি দৃষ্টি দিতে পাছিলনি । ফলতে বারম্বার তার কুটীর গাসকে গোরুরা খাতে লাগল । আশ্রম জনৈক অন্তেবাসী কুলপতিকে অভিজোগ কল যে বারম্বার অনুরোধ সত্বে মহাবীর কুটীর রক্ষণাবেক্ষণ করছেনি । আশ্রম অন্তবাসী কণ্ঠতে তার প্রতি অসন্তোষ চিহ্ন স্পষ্ট বারতেহছিল ।

কুলপতি এহাশুনে অত্যন্ত বিনয়তা সহ বলিল - মুনিবর সামান্য এক পাক্ষী নিজের নিড়কে রক্ষাকরতে সমর্থ হবাস্থলে আপণি এক ক্ষত্রিয় হএ নিজের আশ্রম সুরক্ষা নাকরবা অত্যন্ত আশ্জর্য্য কথা । আশাকরি ভবিষ্যততে আমি এমতন অভিযোগ শুনতে নাপারি ।

এহাশুনে মহাবীর বলিল - আপণি অরণ্যস্থ আশ্বস্থ থাক আর কুনু রকম অভিযোগ আপণার কাছে আসবেনা ।

কুলপতি ফিরে মহাবীর চিন্তাকল - আমার লক্ষ্য হছে সত্যর অনুসন্ধান । তাইজনে লক্ষ্যতে বিচুত হএ নিজের আশ্রম সুরক্ষা কার্য্যতে নিয়োজিত হতে পারেনি । অপরপক্ষে গোরুরা কুটীরকে নষ্ট করবাতে আশ্রমবাসী অসন্তুষ্ট হছিল ।এমতন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি একানে অধিক ক্ষণ বসবাসকরবা ভাল নই । এই চিন্তা করবামাত্রেতার পদযুগল গতিশীল হএউঠল আর সে ততক্ষণাত আশ্রম থিকে নিষ্ক্রান্ত হএগেল ।

আশ্রম সমস্ত ঘটণা তার সম্মুখে এক নূতন দিগন্ত উনচন কল । সে মনে মনে সংকল্প কল ।

১) কুনু অপ্রীতিকর স্থানে রহিবেনা

২)প্রায়ত মৌনব্রত পালন করবে ।

৩) প্রত্যহ ধ্যান নিমগ্ন রহিবে

ফলতে আর কুনু প্রকার বাধাবিঘ্ন তাকে বিচলিত করতেপারেনা । সে ধীরে ধীরে অমৃত সন্ধান অগ্রসর হতে লাগল ।

অভয় পরীক্ষা

মহাবীর অস্থিল গ্রামে শূলপাণি মন্দির দ্যানস্থ হবাজনে স্থির কল । এহাশুণে সমস্থ গ্রামবাসী তথা মন্দির পূজক ভয়ভীত হএ পড়ল , কারণ মন্দিরটি পরিবেশ অত্যন্ত ভয়ভীত ছিল । তত্র শূলপাণি পক্ষ অত্যন্ত ক্রুর প্রকৃতি । প্রাতঃ সময় রাত্র যাপনকরে মৃত শরীর দেখতে মিলিল । তাইজনে তারা মহাবীরকে গ্রাম ভ্যন্তর ভপবেসন করতে অনুরোধ কল ।

মহাবীর এসব শুণবা পর কহিল - আমি গ্রামকে যাবার কুনু আপচি নেই , কিন্তু সাধনার প্রথম সোপান হছে ভয়কে জয় করবা । আমার পক্ষে এই শুযোগটি হছে পরীক্ষার এক প্রকৃষ্ট সময় আর আমি এহার সম্মুখ হবা

আগ্রহী

এত্বার নিরুপায় গ্রামবাসী চলেগেল ও মহাবীর ধ্যানসীন হতে বসল ।রাত্র গভীরতা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল , চতুদ্ধিগ নীরব, নিস্থবদ । মহাবীর গভীর ধ্যানমগ্ন । রাত্র অধিক সংগে সংগে মহাবীর ধ্যান ক্রমে প্রগাড প্রগাঢতর হল । এই সময়ে শুণাগল প্রচণ্ড় অটহস্য । রাত্র নিস্তবদতা বুকু চিরে ,ক অটহাস্য গগন পবন প্রকতি কল । মহাবীর কিন্তু ছিল ্রেপ্রক ।তার মন উদবিগ্নতা কুনু রেখাপাত ছিলনি । এহাপর এক প্রচণ্ড হাতী উপস্থিত হল । সে নিজে শুণ্ড দান্ত দ্বারা মহাবীরকে ঘোর আঘাত কল , কিন্তু মহাবীর অবিচলিত । ততপর এক বিষধর সর্প ফুতকার অরণ্য কোন -অনুকোণ শদ্ধায়িত হএউঠল ।বৃক্ষর পাক্ষী মধ্য ভয়ভীত হএ সেই স্থান পরিত্যাগ কল। সে ভয়ঙ্কর সর্প মহাবীরকে বারম্বার দংশন কল । মাত্র ভয়ঙ্কর চরিত্র পক্ষে সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ হল । ভৌতিক অট্টহস্য , ভয়ঙ্কর সর্প , শক্তিশলী হস্তী কেউ ক্ষণিক মধ্য মহাবীর মন প্রশান্ত মহাসাগর সামান্য আলেড়ন সৃষ্টি করতে পারলনি । শেষে যক্ষ হতচেষ্টা হএ ফিরেগেল আর মহাবীর হল বিজয়ী

করুণার প্রতীক মহাবীর

মহাবীর অস্তিক গ্রাম প্রস্থান করে মোরাক সন্নিবেশ পহঞ্চল আর তত্রত্য এক উদ্যানতে অবস্থাপন কল । সেই স্থানে অচ্ছন্দক নামক ,ক তপস্বী রহছিল । সে সামুদ্রিক শাসত্র , বশীকরণ তন্ত্র, মন্ত্র আদি বিদ্যা কুণলী ছিল । তাতজনে সেঠারে তার প্রসিদ্ধ হল ।

সেই উদ্যান উদ্যানপাল দেখল যে কুনু এক তপস্বী দুৎ দিন ধরে ধ্যানরত । ভগবান প্রতি তার মনে শ্যধ্ধা জাগ্রত হল ।সে ভগবান উপস্থিতি সর্ক সমস্তকে সূচনা দিল বহু লেক দর্শন নিমিত্ত আসতে লাগল আর তার ধ্যান মুদ্রা দেখে মুগধ চকিত হএগেল।

কাছে জনতা মহাবীর প্রতি আকর্ষতি হবা দেখে অচ্ছন্দত বিচলিত হএউঠল

। সে ভগবানকে পরাজিত করবার উপায় স্থির কল । নিজের কিছু সমর্থককে নিয় সে ভগবান সম্মুখে উপস্থিত হল । ততখানে ভগবান গভীর আত্মচিন্তাতে নিমগ্ন ছিল । তার হৃদয়তে জয়-পরাজয় কুনু স্থান ছিলনি ।

অচ্ছন্দন বলিল হেতরুণ তপস্বী তুমার মৌনব্রত অবলম্বনপূর্বক ধ্যানস্থ হয়ছ কেন । যদি তুমি প্রকৃত জ্ঞানী , তবে আমার প্রশ্নর উতর দিন । বল আমার হাতে থাকবা কুটাটি ভাঙ্গবে কি না ?

অচ্ছন্দকর এহি অবান্তর প্রশ্ন মধ্য ভগবানর ধ্যনভঙ্গ হল নাহিঁ ।

সেই স্থানে সিদ্ধার্থ নামক ভগবানর এক উপাসক উপস্থিত ছিল । সে অতিশয় জ্ঞানি ।

সিদ্ধার্থ অচ্ছন্দক এহি অবান্তর প্রশ্ন উত্তর দিতে যিএ বলিল - অচ্ছন্দক এমতন সরল প্রশ্ন উত্তর দিতে যিএ ভগবানর ধ্যান ভগ্ন করবা কুনু আবশ্যক নেই । এহার উত্তর আমি দিছি শুণ - এই কুটাখণ্ডক এক জডবস্তু । এহার নিজের কুনু কত্তৃত্ব নেই । তবে তুমি জদি এহাকে ভাঙ্গতে চাহঁ , তবে সে ভেঙ্গে যাবে নচেত তাহা ভাঙ্গবেনা ।

উপস্থিত জনতা এহাশুনে ভাবল - যে অচ্ছন্দক এমতন সরল কথা মধ্য জানেনা গূঢতত্বসম্বদ্ধ তাহার কত বা জ্ঞান থাকবে ?

এই ঘটণা পর অচ্ছন্দক প্রতি জন সমাজ আদর কমতে লাগল । অচ্ছন্দক ভাবল - মহাবীর যদি বলবে কুটাখানি ভেঙ্গেযাবে , তাহলে আমি তাকে ভাঙ্গবনা আর কুটাটি যদি ভাঙ্গবে না বলে যদি বলে , তাহলে আমি কুটাটি ভেঙ্গেদিব । মহাবীর সেমতন উতর দিলে পরাজিত হবে । কিন্তু ঘটণা চক্র এমতন ভাবে গতিকল যে সিএ মহাবীর কে পরাজিত করবার জনে বেরেছিল । সে জনতা দরবারে স্বয়ং পরাজিত হএগেল ।

এহাপর অচ্ছন্দক এক দিন মহাবীর কাছে গেল আর দেখল যে মহাবীর ধ্যানমগ্ন না হএ একাকী বসেছে । সে অতিশয় বীনম্রর ভাবে বলিল মহাশয়

আপণি পরম পূজ্য আর আপণার ব্যক্তিত্ব অতি বিশাল । আমি জেনেছিযে মহান ব্যক্তিত্ব কবে ৪ুদ্র ব্যক্তিত্ব আচ্ছাদিত করবার জনে ইচ্ছুক হএনা । এহাবলে আচ্ছদক গ্রামে অভিমুখে চলেগেল । অচ্ছন্দক প্রত্যাবর্ত্তন সঙ্গে সঙ্গে ভগবান সেই স্থান পরিত্যাগ করে বাচাল দিকে গমন কল । অচ্ছন্দক প্রতি তার করুণাভাব তাকে সেইখানে মুহুর্ত্তে মধ্য রাখতে দিলনি ।

চক্রবর্ত্তী মহাবীর

মহাবীর সাধনা দ্বিতীয় বর্ষর ।সে দিন থুণাক কাছে ঘুরছিল । সে সময় পুষ্য নামক এক প্রখ্যাত সামুদ্রিক ছিল । অভ্রন্ত তার ভবিষ্যত গণনা । একবার সে গঙ্গা কূলে বুলবার সময় বালিতে অঙ্কিত এক পাদ চিহ্ন দেখল । সে পদচিহ্ন দেখে আশ্চর্য্য সাগরে বুডেগেল ।

সে ভাবতে লাগল - এইটি যার পাদ ছিহ্ন সে কুনু সাধারণ মানুষ নই কি সাধারণ রাজা মধ্য নই , সে নিণ্চয় এক জণা চক্রবর্ত্তী হবে । কিন্তু চক্রবর্ত্তী আর একাকী পদযাত্রা, আবার শুন্যপাদ এহা কেমতন সমভব ?আমি স্বপ্ন দেখছিতনিত ? এমতন সন্দেহ-সাগর সে নিমচ্ছমান হতে লাগল ।

সেই পদচিহ্ন কাছে উপবেসন পূর্বক সে পুনঃ সূক্ষ্ম গণনা করতে লাগল আর তার পূর্ব গণনা যে ঠিক , তা নিঃসন্দেহ হল । সে আবার মনকেমন বলিল - আমি যদি সামুদ্রিক শাস্ত্র প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করেথাকি আর শ্রদ্ধার সহিত গুরুর সেবা করেথাকি , তবে এহি পদচিহ্ন নিশ্চয় কুনু এক চক্রবর্ত্তী । আমার অনুমান যদি মিথ্যা প্রমাণিত হএ , তবে যাণবে যে আমার শাস্ত্র জ্ঞান মিথ্যা ।

সেই পদচিহ্ন ক্রমঃ অনুসরণ করে সে থুণাক সন্নিবেশ উপগত হএ দেখলযে সেই খানে এক সাধু ধ্যনমুদ্রা দণ্ডায়মান ।সে মহাবীর শরীর আপাদমস্তক এক অর্থপূণ্এঞদৃষ্টি নিরক্ষণ করতে লাগল ।মহাবীর শরীর লক্ষণ লক্ষণ তার চক্রবর্ত্তী ত্বর সূচনা দিএথাকে তার বর্ত্তমান স্থিতি জাণাপড়ে যে সে এক পদযত্রী ভিক্ষু

মাত্র । দিগভ্রান্ত হএ পুঁ্য সেঠারে কিছু সময় দড়িএ রহিল । ভগবান ধ্যান বিরত হল পুষ্য তাকে অভিবাদন করে বলিল - মহাশয় আপণি একাকী ?ল মহাবীর বলিল - এহি সংসারে প্রত্যেক ব্যক্তি একাকী এসেছে আর একাকী চলে যাবে । অন্য কেউ তার সথী হএনা ।

পুষ্য বলিল - না মহাশয় আমি তত্ব-চচ্ছা করছিনি , ব্যবহারিক জগত কথাবার্ত্তা বলছি ।

মহাবীর বলিল ব্যবহারিক জগতে আমিত একাকী নেই ।

পুষ্য আশ্চর্য্যন্বিত হএ জিগেস কল - মহাশয় পরিবার বিহীন হএ মধ্য আপণি একাকী নই কেমতন ?

মহাবীর বলিল - আমার পরিবার আমার সাথে আছে । নিবিকল্প ধ্যান আমর পিতা , অহিংসা আমার মাতা , ব্রহ্মচর্য্য আমার ভাই আর অনাসক্ত আমার বোন । শান্তি হছে আমার প্রিয়া , বিবেক আমার পুত্র , ক্ষমা আমার কন্যা উপসম আমার ঘর আর সত্য আমার মিত্রবর্গ । এই সংপূণ্এঞ পরিবার আমার সঙ্গে থাকবা সময় আমি ,একাকী হল কেমতন ?

এহা শুণে পুষ্য বলিল - মহাশয় মায়াজাল মধে আমাকে বান্দনা । আমার সমস্যা আপণাকে বলছি , দয়াপূর্বক সেথিপ্রতি ধ্যান দিন আপণার শরীর লক্ষণ আপণার শরীর লক্ষণ আপণাকে চক্রবর্ত্তীর সূচনা দিবার সময় আপণি এক সাধারণ ব্যক্তি বোলে সূচনা দাঅ ।তাই আমি এক দ্বন্দ্ব সম্মুখীন হছি । এহার সমাধান আমার জীবনব্যাপি সাধনার ফল নির্ভর করে

মহাবীর প্রশ্ন কল - পুষ্য কুহ ত চক্রবর্ত্তী কাহাকে বলে ?

পুষ্য - মহাশয় যাহার সম্মুখে সর্বদা চক্র ঘুরেথাকে , যাহারকাছে যোজনা বিস্তৃত সৈনবাহিনী ত্রাণ দবামতন ছত্ররত্ন থাকে যাহার কাছে চর্মরত্ন থাকে অর্থাত সকালে বিপন করথাকবা শস্য সন্দ্যা সময় অঙ্কুরিত হএযাএ ।

মহাবীর - পুষ্য তুমি পূর্ব - পশ্চিম অধঃ - ঊর্দ্ধাদি যুন দিগে দেখ ধর্মচক্র আমার আগে ঘুরছে । আচার বা নীতিচর্য্যা মোর ছত্ররত্ন - সমগ্র মানব জাতি পরিত্রাণ । ভাবনাযোগ আমার চর্মরত্ন - তাইজনে বীজ বপন করাযাএ তাই ততক্ষণ ফল প্রদান করে আমি কি চক্রবর্ত্তনিই ? সামুদ্রিক শাস্ত্র কি ধর্মচক্রবর্ত্তী অস্তিত্ব নেই ?

এহিসম শুনে পুষ্য হর্ষচফুল চিত্ত বলিল - ভগবান আমি ধন্য হএছি , আমার সন্দেহ দূরীভূত হএছে ।

চণ্ডকৌশিক

একবার মহাবীর উতরবাচাল অভিমুখে যত্রা করছিল ।রাস্তাতে কনকখল আশ্রম মধ্যদিএ সে যাতে মনস্ত কল । কিছুদূর অগ্রসর হবাপর রাস্তাতে গ্রামবাসীরা বলিল - মহাভাগ এই বিপদ শঙ্কুল পথে আপণি যাঅনা কারণ , এহি পথে দেবালয় মণ্ডপতে চণ্ডকৌশিক নামক এক মহাবিষধর সর্প আছে । তার বিষদৃষ্টি পথারূঢ ব্যক্তিকে ততক্ষণাত ভস্মীভূত করেদিবে ।

এহাশুণে মহাবীর পুলকিত হএগেল । সে বহু দিন এমতন এক সুযোগ অপেক্ষাতে ছিল । অভয় আর মৈত্রী উভয় যুগপথ প্রাপ্তির প্রবল বাসনা হেতু গ্রামবাসীর অনুরোধকে উপেক্ষা কল গন্তব্য পথে অগ্রসর হল ।

চণ্ডকৌশিক মহাবিষধর সর্পর ক্রীড়াস্থল দেবালয় মণ্ডপতে মহাবীর কায়োসর্গ মুদ্রাতে নিমজত করে ধ্যানস্থ হল । চণ্ডকৌশিকসন্দ্যা সময় সেতখানে পহঞ্চে এক জণা মানুষ বিদ্যমান দেখে স্তবধ হল । ভীতত্রস্ত জনমানব পাদচিহ্ন কবে পড় ছিলনি । নিজে স্থানে এই ব্যক্তির উপস্তত তাকে ক্রোধান্বত কল ।ক্রেধ জর্জর হএ উতফণ চণ্ডকৌশিক প্রবল বেগ হলাহল বিষ সংচারিত যাছিল । কিন্তু সে বিষ দৃষ্টি মহাবীর কুনু ক্ষতি করতে পারছিলনি । নিজের চেষ্টা বিফল দেখে ক্রেধ দ্বিগুণ হএ ক্রেধান্বিত হএ পুনঃ বিষদৃষ্টি মহাবীর উপরে নিক্ষেপ কল ।এইবার মধ্য মহাবীর পূর্বপরি অচল আর নিবিকার ।বারম্বার

তার চেষ্টা বিফল দেখে সে ক্রেধতে পাগলপ্রায় হএগেল । সমস্ত প্রকার উদ্যম সত্বে কৃতকার্য্য হতেপারেনি , সেতেবেলে সে নির্বদে আর অবশ হএ মহাবীর সম্মুখে উপবেশন কল । শন্ত সমাহিত চিত্ত মহাবীর ধ্যানকার্য্য সমাপন কল চক্ষু যুগল তার করুণা , শন্তি আর ত্রৈ ী ধার ঝরেপডছিল । তার অমিয় দৃষ্টি সম্মুখে চণ্ডকৌশিক সে রুদ্র তামসিক , স্বভাব বিদূরিত হছিল । তার উত্তপ্ত শরীর শীতলতা সঞ্চারিত হল । এহাছিল মহাবীর অহিংসার ধর্মর প্রতিষ্ঠা তথা মৈত্রী বিজয় ।

ঙগবান মহাবীর পন্দর দিন পর্য্যন্ত বিচশ চণ্ডকৌশিক নিকটে অবস্থান কল । এই পন্দর দিন সে কুনু প্রকার খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ কলনি ।চণ্ডকৌশিক মধ্য তার নিকটে বসে নির্জল উপবাস কল । পন্দর দিন অতিক্রান্ত হতে চৈত্র আমাবাস্যা দিন চণ্ডকৌশিকর মৃতু ্যে হল । ততপর ভগবান ভোজন নিমত উতরবাচল প্রস্থান কল ।সে নাগসেন গরে দুগধ পান কল । নাগসেন ভগবান মহাবীরকে আতিথ্য প্রদান করে নিজেকে কৃতার্থ মনে কল ।

কিংবদন্তিতে আছে যে এহাদ্বারা সে পুণ্য অর্জন কল, তাহা তার জীবনে সবথিকে বড় দুঃখ কে অপহরণ করতে পারল ।নাগসেন পুত্র গত বার বর্ষর ধরে নিরুস্কিষ্ট হএছিল । মহাবীর ভোজন করবা সময় সে সঙ্গে সঙ্গে গরে আসল । পুত্র পিএ পুত্রহরা মাতাপিতা আনন্দতে সীমা রহিলনি ।

মহাবীর প্রতি অত্যাচার

তারপর মহাবীর মোরক কাছে যিএ সেইকানে একটি উদ্যান থাকবা এক মণ্ড়পতে ধ্যানস্থ হল । সূর্য্য পশ্চিম দিগভিমুখী হল । অন্দকার ঘোটেআসল । সেই সময় এক জনা এসে জিগেস কল ভিতরে কিএ আছে ? এহার কুনু উত্তর মিলনি । এহিপরি সে তিনথর প্রশ্ন কল । তথাপি বাতাবরণ সান্ত রহিল আর মৌনন্ত কিন্তুসে যেতেবেলে ভিতরকে গেল , সেইখানে এক জনা মানুষ উপস্থিত অবলোকন কল । এহাদেখে তার ক্রোধর সীমা রহিলনি । মহাবীর অদভুত ব্যবহার সে অতিষ্ঠ হএ তাকে অত্যন্ত খারাপ ভাষাতে বকল

।সে লোকটি চলেযাবাপরে মহাবীর অনুভব কল - আমি এপর্য্যন্ত ভাবছিল যে অন্যর স্থানে বসবাস করবা অনুচিত কিন্তু বর্ত্তমান দেখছি নিকাঞ্চন স্থানে বসবাস করবা মধ্য অন্যযনে সুখকর নই । সাধারণতঃ কুবাক্য উচ্চরণ করবা অপ্রিয় বোলে ভাবছিলাম কিন্তু মৌন রহিবা মধ্য কম অপ্রিয় নই।

আমি কাহার জনে কুনু অসন্তোষ কারণ হবা কদাপি বাঞ্চনীয় নই । সংসারতে বভিন্নি প্রকৃতি লোক আছে । উদাহরণ - যেন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা ভাব নিএ আমার কাছে আসছে আমি প্রলভন না হবা দেখে বীতস্প্যহ হএ ফিরেযাছে । যে একান্ত অধিবাসর প্রয়াসী , আমার উপস্থিত তাকে অসহ্য হছে । আমি ধ্যানমগ্ন থাকবা সময় জিজ্ঞাসু তথা নিনিমেষ নয়নকে চিহেঁ কৌতহহলে ভীতগ্রস্থ হছে । জনবহুল অঞ্চলে অবস্থান কলে বিভিন্ন অসুবিধা সম্মুখীন হবা স্বাভাবিক । এইথিকে শত গুনভাল পর্বত প্রতিবদ্ধক হবে না । এমতন নিশ্চয়করে ভগবান অরণ্য ভিমুখঈ হল আর আদিবাসী গ্রামে পহঞ্চাল ।কিন্তু সে দিগম্বর হবাজনে গ্রমবাসীরা তাকে গ্রামে রাখতে দিলনি । ভগবান সেইখানথিকে প্রত্যবর্ত্তন করে ঘন জঙ্গল মধ্যধ্যানস্থ হল ।জঙ্গল হিংস্র পশুদল মধ্য তার প্রতি অত্যাচার করছিল ।জঙ্গল ঘুরথাকবা একরকম কুকুর মহাবীরকে বরম্বার কামড়াছিল ।কত দুষ্ট প্রকৃতি লোক জেণেশুনে সেই কুকুর মহাবীর নিকটে পাঠাছিল । এ সমস্ত অত্যাচার সত্বে মহাবীর নিজের ধ্যানতে অটল ছিল ।

যোগী মহাবীর

প্রায়তঃ একান্ত স্থানে মহাবীর ধ্যনস্থ রহছিল । সাধকগণ দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তি নিমিত্ত কত নিদ্ধিষ্ট আসন আশ্রয় নিছল , মাত্র মহাবীর একাধিক প্রয়াসী ছিল । সে কবে উপবেশন করে বা কবে দণ্ডায়মান হএ ধ্যান মগ্ন হছিল ।পদ্মাসন, বীরাসসন, গোহিক আদি বিভিন্ন আসনতে ধ্যানস্ত হএ ধ্যানতে বিভিন্ন সোপান সর্বোত্তম স্থানে পহঞ্ছেছিল ।যেমতন ধ্যান কলে মধ্য কায়োসর্গ মুদ্রা হিঁ সে ধ্যানস্থ রহছিল । শ্বাসক্রিয়া ব্যতিত শরীর অন্যসমস্ত ক্রিয়াকে সে প্রতিহত

করছিল ।ধ্যান জনে কুনু নিদ্ধিষ্ট সময় প্রতিক্ষা করছিলনি ।প্রত্যেক মুহুর্ত্ত তার জনে মূল্যবান আর লক্ষ্য ছিল আত্মজ্ঞান লাভ । সালংবন আর নিরালংবন এই দুই প্রকার ধ্যান সে করছিল ।কায়িক ধ্যানতে ক্লান্তি অনুভব কলে সে কিয়তক্ষণ বাচনিক আর মানসিক ধ্যান করছিল ।

ভগবান মৌন ব্রতর পরিপন্থী ছিল । ধ্যানর গভীরতা মধ্য নিশ্চয় হবা সময় সে এহি ব্রতর তাপ্তর্য্য বিশেষভাবে অনুভব কল । ভগবান মৌনব্রত প্রতিপাদন করতেযিএ বলেছিল - যাহা আমি দেখছি , সে বাকশক্তিহীন আর যে বার্ত্তালাপ করছে সে নিজে দেখতেপারছে । তাই আমি কাহাসংগে কথাবার্ত্তা করবে ।এমতন আবর্ত্ত মধ্যে তার স্বর বিলীন হএযাএ নিঃশব্দ হএযাএ । ভগবান প্রগলভ ছিল । ভাষা তাকে আয়ত করেছিলনি , বরং সে ভাষাকে আয়ত করতে পেরেছিল । উপযুক্ত সময় সমুচিত ও সীমিত শব্দমাধ্যমতে নিজে অভিব্যক্তি সে প্রকাশ করছিল ।

সাধনর পঞ্চম বর্ষ । ভগবান শীলা বর্ষ আসল । তার উপকণ্ঠতে এক উদ্যানতে সে ধ্যানস্থ হল । মাঘমাস রাজ্যতে শীত প্রকোপ । প্রত্যেক প্রণী উষ্মতা ব্যাকুল কিন্তু ভগবান বিবস্থ । যোগবল আর অত্মবলদ্বারা সে অপ্রকতি ভাবে ধ্যানস্থ । এহি সময়ে কটপুতনা নামক এক পিসাচ এসে ভগবানকে দেখে ক্রেধান্বিত হল আর মায়াতে এক সুশ্রী তরুণী পরিব্রাজিকা রূপ ধশণকরে ভগবান সমুখতে উপবিষ্ট হল । সে নিজর বিক্ষিপ্ত জটাতে জল সংগ্রহ করে ভগবান উপরে নিক্ষেপ কল , কিন্তু তথাপি ভগবান অবিচলিত । ঠিক এহি সময় ভগবান লোক বিধিজ্ঞান উপলবধি হল ।

সাধনকালে অষ্টম বর্ষতে সংস্কার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ কল । ভগবান এসব নীরবতে সহ্যকরেগেল ।

সাধনার একাদশ বর্ষতে সংস্কার পুনরায় ভয়ঙ্কর আক্রমণ কল । নিজের সুরক্ষাজনে ভগবান সংস্কার তিব্র বিরোধ কল ।অন্ধকার রাত - ভগবান

কায়োসর্গ মুদ্রাতে ধ্যানস্থ । এহি সময় তার অনুভিত হল যেমতন কি প্রলয়কাল উপস্থিত । হঠাত ভীষণ ধূলা উড়বা আরম্ভ হল । ভগবান বিচলিত হল নাহিঁ । ধূলিঝড় শান্ত হবা পরে মহুমাছি এসে তার শরীর বারম্বার দংশন কলে আর তার শরীর বিভিন্ন অঙ্গরু রক্তধার বহিতে লাগল । এহাপর বিভিন্ন প্রকার পশু যথা - সাপ, হাতী, বাঘ তথা পিসাচ এসে মহাবীরকে বিচলিত করতে না পেরে বিফল মনে ফিরে গেল ।

সংস্কার হঠাত তার গতিপথ বদলাল । ক্রুরতা বতর্ত্মান মুখা পিন্ধেতে লাগল । মহাবীর সম্মুখে হঠাত মহারাণী ত্রিশলা ও মহারাজ সিদ্ধার্থ আভির্বুত হল আর অতি করুণাস্বরতে দয়নীয় ভাবে মহাবীরকে রাজপ্রসাদ ফিরতে বলিল । তথাপি মহাবীর অচল আর অটল । করুণা নিঝর তাকে সিক্ত করতে পারলনি । সে সেমতন ধ্যানস্থ হল ।

সেই রঙ্গমঞ্চতে ত্রিশলা ও সিদ্ধার্থ অপসরিযিবাপর এক অনিন্দ্য সুন্দরী অপসরা আবির্ভাব হল । তার তার আঙ্গুল স্পর্শতে দীর্ঘ কোমল কুঞ্চিত সংযত কেশপাশ, বারুচন্দ্রবিনিন্দী, মুখশ্রী, স্পীত বিকচ দীপ্ত কপোল, চারুচাপ ভ্রুলতা আকণ্র্ঞবিস্তারী মীননেক্রান্ত, দীর্ঘ সুঠাম নাসা , প্রিয়ভাষিণী অধর, দাড়িম্ব বীজসদৃশ ধবল দন্তপংক্তি , প্রবাল বণিঞ্চল ওষ্ঠ ফলক স্পর্শসুখদায়ী গণ্ড়যুগল , তড়িতপ্রবাহ , সৃষ্টিকারী চিবুক, উতফুল মণিকণ্র্ঞকা , মরাকণ্ঠী কণ্ঠ , পীনোন্নত বক্ষোজ, কৃশদর, ক্ষীণকটী, সুবিস্তৃত পৃষ্ঠ নিতম্ব, রম্ভোরু, নূপুরশোভিত গুলফ , চারুপদ যুগল , সর্বোপরি যতিধৃতহরা কমনীয় রূপকান্তি, তরাঙ্গায়িত পদপাত, বিমোহন কটাক্ষ তপোবন - পৃষ্ঠভূমিকে মধুময় করেদিল । সহসা সতে কি নব বসন্তর আগমন এ সমস্ত সন্দর্শন তথাপি সত্যসন্ধ মহাবীর অচল অটল ।

সাধনার একাদশ বর্ষ সানুলটঠিয় গ্রামে মহাবীর ভদ্রপ্রতিমা যোগ উপাসন করেছিল । এই উপাসন অনুযায়ী সে পূর্বদিগকে মুখ করে কায়োসর্গমুদ্রা চারি

প্রহর ধ্যান করছিও আর ততপর ক্রমান্বয় সে পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণভিমুখী হএ ধ্যান করছিল । ধ্যান ক্রমসোপান মার্গ আরহোণ করে সে পরিশেষ সর্বতোভদ্র প্রতিমা সাধন ব্যাপৃত হল ।ধ্যান করবা সময় উর্দ্ধ , অধঃ আর তীর্য্যক এই তিনটি সে ধেয়রূপে গ্রহণ কল । উর্দ্ধলোক দ্রব্যগুণ সাক্ষাতকার করবাজনে সে উর্দ্ধ-দিশাপতি ধ্যান করছিল । অধঃলোক দ্রব্যমানঙ্ক সাক্ষাতকার জনে সে অধেশত্থশাপতী ধ্যান আর তীর্য্যক লোক দ্রব্য সমূহ সাক্ষাতকার জনে তীর্য্যক দিশাপতি ধ্যান করছিল ।

ভগবান মহাবীর স্বতন্ততার সাধক ছিল ।সে পরম সত্তাকে নিজেমধ্য আবিষ্কার করিল আর ভেদবিজ্ঞান-ধ্যানদ্বারা হৃদয়ঙ্গম করতেপারল যে এহি আত্মা শরীর থেকে মধ্য শরীরথিকে ভিন্ন । তার ধ্যান ধেয় তথা ধ্যানপ্রপ্ত একমাত্র লক্ষ্য ছিল আত্মপলবধ । যেমতন ঘণাদ্বারা তৈলকে তিলরু, অগ্নিকে অরণিকাষ্ঠ পৃথক করাযাএ , সেমতন ভেদবিঝ্ঞান দ্বারা শরীর আত্মা পৃথক করাযাএ । মহাবীর ধ্যনকালে শরীর ত্যাগ করে আত্মা উপলবধ করবা প্রযত্ন করবা । আত্মা , অমূর্ত্ত, সূক্ষ্মতম আর অদৃশ্য । মহাবীর আত্মা প্রজ্ঞ মাধ্যমতে গ্রহণ করছিল - আত্মা দ্রষ্টা আর শরীর দৃশ্য অটে । আত্মা জ্ঞাতা আর শরীর জ্ঞান অটে । ভগবান এহি দ্রষ্টা, জ্ঞাতা আর চৈতন্য স্বরূপ অনুভব করবা জনে ধ্যান করছিল । সে প্রথমে শরীর আর আত্মার প্রভেদজ্ঞান সূদৃঢ করছিল আর ততপর আত্মার চিন্ময় লীন হএযাছিল।

তন্মর্ত্তিযোগ

ধ্যনসময় মহাবীর সাধন আর সাধ্য মধ্য সমন্বয় স্থাপিত করত্থল । তার ভাষাতে এহার নাম তন্মর্ত্তি বা ভাবক্রিয়া । এথিতে সাধক অতীতর স্মৃতি আর ঙৎঁষ্যত কল্পনাতে নিবৃত হএ কেবল বর্ত্তমান ক্ষণ করাযাবা কার্য্য পূণঞ রূপ নিমজিত হল । মহাবীর এহিধ্যান প্রয়োগ চালিবা , খাবা আদি নীতিচর্য্যা মধ্য কল । সে চলবা সময় কেবল চলছিল- কুনু প্রকার চিন্তা

করছিলনি , পথর দুই পার্শ্বর চাহুঁছিলনি বা অন্য সহিত বার্ত্তালাপ মধ্য করছিলনি ।সেমতন খাদ্য গ্রহণ করবা সময় মধ্য কেবল খাছিল , খাদ্য স্বাদপ্রতি ধ্যান দিছলনি । তন্মর্ত্ত হবা জনে মহাবীর চেতনা সমগ্র ধারাকে আত্মাভিমুখী করছিল ।তার ইন্দ্রিয়, মন, বিচার, অধ্যবসায় আর ভাবনা - এ সমস্ত এই দিশাতে গতিশীল হছিল

পুরুষাকার আত্মার ধ্যান

মহাবীর দেখল যে আত্মার সমগ্র শরীর ব্যাপ্ত । পুরুষ আত্মময় হএথাকবা জনে সে পুরুষাকার আত্মার ধ্যান করচ্চল । সে শরীর প্রত্যেক অবয়ব আত্মার সন্দর্শন করছিল । মহাবীর বৈরাগী আর সংবর, অভ্যাস আর অনুভূতি দ্বারা মন ধারাকে চৈতন্যে মহাপ্রভু বিলীন করেদিচ্ছল ।

কৈবল্যলাভ

ভগবান মহাবীর গোদাহিকা আসনে আসীন । দুচ্দিন ধরে ঙপবাস, তথাপি মন ও শরীর ক্লান্তি আভাস নাহি । হঠাত নিজে মধ্যতে এক অপূর্ব অনির্বচনীয় অনুভূতি অনুভব কল । সে অনুভব কল নিজ মনে থাকবা অন্দকার পরদা ত্রমশ। অপসরিযাছে । চতুদ্ধিগ আলোক বন্যাতে প্লাবিত-যুগ-যুগব্যাপি বদ্ধজীব যেমতন অনন্ত মুক্তির আস্বাদন জনে বিহ্বলিত । এহি অনুভুতি তার দেহ ও মনকে উচ্ছসিত করছিল । এহি অবস্থাতে কৈবল্য প্রাপ্তির সঙ্কেত । মহাবীর অন্তঃকরণ পরিবর্ত্তন সহিত সর্বতঃ সমন্বয় রক্ষা করে তার পারিপার্শ্বক প্রকৃতি মধ্য নবীনতম রূপ ধারণ করে পলবিত হএউঠল । অন্দকার রজনী পরিসমাপ্তি প্রাচীদিগ বিভাগ উষালোক বণঞাঢ্য মহোসব সমগ্র বাতাবরণ উজীবিত করে রাখল জংভিয় গ্রাম নিকটে বহেযাথিবা রুজুবালিকা নদীকূলে এক বিশাল শালবৃক্ষ তলে মহাবীর ফলগুনী নক্ষত্র অপূর্ব সংযোগ পূত পবিত্র সময় মহাবীর জীবন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত উদযাপিত হল যোগিজনকাম্য দুলভ একান্ত তপসিত কৈবল্যপ্রাপ্তি ।

কৈবল্যপ্রাপ্তি পরে ভগবান সর্বজ্ঞ আর সর্বদ্রষ্টা রূপে পরিচিত হল । জগত সমস্ত পদার্থ ও সমস্ত পর্য্যায় সে জ্ঞাত হএগেল । তার উন্মোচিত মানসপটল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ তথা দূরস্থ সমস্ত পদার্থ মধ্য অনায়াস প্রতিবিম্বিত হতেপারল বর্ত্তমান তার মন মধ্য অসংখ্য প্রশ্নবাচী উতাল তরঙ্গ নাহিঁ বাদ্বন্দর কোলাহল নাহিঁ । সব কিছু শশৎড়ুথ ফ্যশান্ত নির্লপ্তি । কেবলী হবাপর মহাবীর সেইখানে কিয়তক্ষণ বিশ্রাম করে পুনরায় সেঠারে এক অজণা পথে গতিশীল হতে লাগল ।

অলৌকিকতা নেহিঁ। এমন কল্পনা-জল্পনাতে ইন্দ্রভূতি নিমজিত থাকবার মহাবীর ওকে আবার প্রশ্ন কল-

ইন্দ্রভূতি! জীবর অস্তিত্ব সম্বন্ধতে তোমার সন্দেহ আছে? মহাবীরঙ্ক পুনঃ আর বিধ প্রশ্নতে ইন্দ্রভূতিঙ্কু চতুস্কিগা অন্ধকারময় প্রতীত হল। সে নিজেকে সাস্কলতে পারলনা আজথেকে ও জিরে সন্দেহকে একান্ত গোপনীয় রাখছিল। এমন গোপনীয় লাগল যে মহাবীর শরণাপন্ন হবা ব্যতিরক তার গত্যন্ত নাহিঁ

ইন্দ্রভূত ,মতন ইন্দ্রচ্ছন দগধীভূত হএথাকে । হঠাত মহাবীর করুণাবাণী সিঞ্চল - ন্দ্রভূত নিজ অস্তিত্ব সম্বন্দ তুমার সন্দেহ হছে কেন ?কুনু অণু পরমাণু মধ্য নিজ অস্তিত্ব বিচু্যেত হুঅন্তি নাহিঁ । তবে মনুষ্য নিজ অস্তিত্বরু বিচু্যেত হবে কেমতন ? ইন্দ্রিয়মানঙ্ক দ্বারা জীবন জ্ঞান হতেপারবেনা , তেনু ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানদ্বারা এহার সাক্ষাতকার কর ।

ভগবান অমিয় বাণী অন্তরালে সত্যর পরিপ্রকাশ হছে । ইন্দ্রভূত জ্ঞান চক্ষু পরদা উন্মচিত হএগেল । অস্তিত্ব সংপর্ক সচেতন হবাপর তার সা৪োতকার জনে উতকণ্ঠিত হএ ভাবাবেশ সে কহেউঠল -

ভগবান আমি আত্মা সাক্ষাতকার চাহিঁ আমাকে আপণি নিজের শরণাপন্ন করাএ উপযুক্ত দিগদর্শন দাঅ ।

ভগবান স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হএ ইন্দ্রভূত নিজর পাঞ্চ শহ শিষ্য সহ মহাবীর শিষত্ব গ্রহণ কল । এহি সংবাদ বিদু্যেত বেগে সমগ্র নগরী প্রচারীত হএগেল । অগ্নিভূত আর বায়ুভূত ভাবলযে ন্দ্রভূত জুন জালতে ছন্দে হএছে তাহা কদাপি সাধারণ নই । তথাপি তার মুক্তি নিমিত্ত আমরা উদ্যম করব ।

এহা ভেবে অগ্নিভূত মহাসেন উদ্যানতে পহঞ্চাল । সেঠারে পহঞ্চাল । সেঠারে পহঞ্চে ইন্দ্রভূতি জুন অনুভুতি হল , অগ্নিভূত ঠিক তাই অনুভব কল । মহাবীর তাকে মধ্য তার নামে সংবোধিত কল তাকে মন্ত্র মুগধ কল । কর্মসিন্দান্ত সংবদ্ধ অগ্নিভূত সন্দেহ হল । তার এহি অপ্রকট সন্দেহ মহাবীর যেতেবেলে প্রকটিত কল সেতেবেলে অগ্নিভূত স্বতঃপ্রবৃত ভাবে মহাবীর শরণাপন্ন হল - মহাশয় আমার মনে মধ্য থাকবা সন্দেহ আপণি ঠিক ভাবে জানতে পেরেছ - বর্ত্তমান কৃপাপূর্বক আমাকে সন্দেহমুক্ত করাঅ । মহাবীর বলিল প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে । তুমি কি জাণনা যে প্রত্যেক কার্য্যর

কারণ আছে ? মনুষ্যর আন্তরিক শক্তি বিকাশ থাকবা তারতম্য দুষ্টিগোচর হএ কিন্তু তাহার পৃষ্ঠভূমি থাকবা কারণ অদৃষ্ট রহে - তাহা হিঁ কর্ম ।

অগ্নিভূত প্রশ্ন কল -

মহাশয় এহার কারণ কণ পরিস্থিতি নই ।

মহাবীর বলিল

অনুকউল পরিস্থিতি বীজর অঙ্কচরোদগম হএথাকে , কিন্ত তাহা অঙ্কুরোদম মূল কারণ নই - তাহার মূল কারণ বীজ । সেমতন মনুষ্যর আন্তরিক শক্তি বিকাশ তারতম্য পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হএ থাকে মধ্য তাহা মূল কারণ হিঁ কর্ম । এইসব গৃঢতত্ব শ্রবণ অগ্নিভূত তাকিক ক্ষমতা লোপ পিএযাছে সে ইন্দ্রভূত ফিরাতে জনে যাছিল , মাত্র নিজে পাঞ্চ শহ শিষ্য সহ ভগবান শরণাপন্ন হল ।

অগ্নিভূত মহাবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবা কথা শুণে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বায়ুভূত আশ্চর্য্যন্বিত হল । নিজে বিজয়ী হবা আকাংক্ষা অপেক্ষা জিঝ্ঞাসাভাবে তার সমধিক হল তথাপি তার দ্বন্দ্ব হল । শ্রমণাচার্য্য কি বিশেষ গুণদ্বারা তার দুই ভাইকে পরাজিত করতে পেরেছে সে সংপর্ক সে ভাবিত বায়ুভুত মনে ভগবান দেখবা জনে প্রবল উতকণ্ঠা জাগ্রত হল । সে নিজ পাঞ্চ শহ শিষ্য নিএ ভগবান নিকটে পহঞ্চাল ।

মহাবীর তাকে সংবোধিত করে কহিল -

বায়ুভূত তুমে ভাবছ কি যাহা শরীর , তাহা হিঁ জীব ?তুমর এহি ধারণা পূণ্ঞতঃ ভ্রান্ত । আমি প্রত্যক্ষ দেখতেপারছি যে জীব আর শরীর ভিন্ন ভিন্ন অটে - জীব চৈতনযুক্ত আর শরীর জড়পিন্ড়

বায়ুভূত স্তম্বীভূত হএ অনুনয় কল -

এহি জ্ঞান জাণবা জনে আমি কি সমর্থ ।

মহাবীর কহিল -

হঁ বায়ুভূত ! যেউঁ মানে অত্মবাদী আর নিজ আত্মিক ব্যক্তিকু বিকশিত করবা জনে তারা প্রত্যেক এহি জ্ঞান অধিকারী হতেপারে ।

আত্মাসাক্ষাতকার নিমিত অধীর বায়ুভূত ততক্ষাণাত ভগবান আত্মাবাদ দীক্ষিত হল ।

ঙগবান একান্ত নিঃষঙ্গ থিলে মাত্র অল্প কাল মধ্যরে তার সংঙ্গে পন্দর শহ শিষ্য দীক্ষিত হল । যঞ্চশালাতে এক বিচিত্র পরিস্থিতি দেখাদল । আয়োজকবর্গ যঞ্জ অসফল হবা আশঙ্কা করে অন্য পণ্ডিত বর্গ মহাবীর নিকটে যাতে বারণ কল মাত্র তারা মহাবীর নিকটে স্বতঃ আকর্ষতি হএ উদ্যানভিমুখী হল ।

জণ জণ শঙ্কাকুলচিত্ত বিদ্বান মহাসেন উদ্যানতে উপনীত হল আর ঙগবান তাদের সন্দেহ বিমোচন কল ।সেমানে ভগবানঙ্ক চরণাবিন্দে নিজ নিজেকে সমর্পণ করে সংঘতে দীক্ষিত হল ।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সুধর্মীঙ্ক সন্দেহ মোচন করতে যিএ মহাবীর বলিল - তুমার দৃঢবিশ্বাস যে জীব ইহজন্মরে যেমন যোনি জন্ম গ্রহণ করে , পরজন্ব মধ্য সেই যোনি জন্ম গ্রহণ করে । তুমার এহি ধারণা ভ্রমাত্মক । এক জীব মনুষ্য বা পশু হবার কারণ তাহার জন্ম নই বরং তাহার কর্ম এহার কারণ । মায়া প্রবঞ্চন আর অসত্য বচন প্রয়োগ করবা মনুষ্য তাহার পরবর্ত্তী জীবন পশুভাবে জন্ম গ্রহণ করে মাত্র ভদ্র , বিনয়ী , দয়ালু আর ঈর্ষা মনুষ্য পুনশ্চ মনুষ্যশরীর প্রাপ্ত হএ ।

অচলাভ্রাতা পাপ আর পুণ্য সর্ক জিজ্ঞাসা করতে মহাবীর বুঝাল - পুণ্য আর পাপ কাল্পনিক বস্তু নই । মনুষ্য কৃত সত প্রকৃতি দ্বারা পুণ্য আর অসতপ্রবৃতি দ্বারা পাপর পরমাণু জীব সহিত সর্ক স্তাপন করেথাকে ।

পরলোক সম্বদ্ধ বাখ্যা করতে যিএ ভগবান মেতার্য্য কহিল - যদি তমে পূর্বজন্ম নাছিল আর পরবর্ত্তী জন্ম রহিব নাহিঁ , তাহলে বর্ত্তমান জীবন তুমার অস্তিত্ব সস্কব কেমতন ?বর্ত্তমান কাল যাহার স্তিতি আছে , তাহার অস্তিত্ব অতীততে নিশ্চয় ছিল আর ভবিষ্যত মধ্য নিশ্চয় রহিবে । অস্তিত্ব ত্রেকালিক । অস্তিত্ব প্রবাহ পরলোক বা পুনজন্ম স্বতঃপ্রাপ্ত ।

প্রভাস সহিত ভগবান নির্বাণ বিষয় চর্চ্চা কল । সে বলিল - প্রভাস নির্বাণ অর্থ বিনাশ নই । দীপক যতখানে নির্বাপিত হএ, ততখানে তাহা পূণ্ঞতঃ নষ্ট হএযাএনা বরং তাহা তৈজস পরমাণু গুণ তমস-পরমাণু পরিবর্ত্তিত হএযাএ ।জীবর নির্বাণ অর্থ হছে ভব - হবা আর আত্মা স্বস্বরূপ স্থিত হএযাবা নির্বাণ ।

এতদব্যতীত সে ব্যক্তিঙ্ক সহ পঞ্চভূতর অস্তিত্ব সর্ক , মণ্ডিত সহ বন্দন আর মোক্ষর

স্তিতি সংপর্ক, মৌর্য্যপুত্র আর অকতিসহ স্বর্গ ও নর্ক সংপর্ক আলোচনা করে তাদের সন্দেহ বিমুক্ত কল ।

মহাবীর ও গোশালক

একবার মহাবীর শ্রীবস্তরি কোষ্ঠচৈতন্য অবস্থান করেছিল । তার সঙ্গে থাকবা প্রধান শিষ্য গৌতম দিনে নগরীকে ভিক্ষা নিমন্তে যাবার সময়ে শুণল যে গোশালক নামধেয় এক ব্যক্তি নিজেকে তীর্থর রূপ পরিচিত করাছে । এহা শুণে গৌতম সন্দিগধ চিত্ত মহাবীরকে জিগেস কল ভববান ! আমি যাহা গোশালা সম্বদ্ধতে শুণছি তাহা কি যথার্ত ।

এহাশুণে ভগবান বলিল -

গোশালক সম্বদ্ধতুমি যদি জাণতে ইচ্ছুক , তাহলে আমার কাচ্ছথিকে ইতিবৃত শুণ । সে মঙ্গলা ও ভদ্রার পুত্র । একবার আমি দ্বিতীয় চাতুমাস্যব্রত নালন্দা নিকট এক তন্তুবায়শালীর অতিবাহিত করছিল । আমার একমাস ব্যাপি ব্রতর উদযাপন গৃহপতি বিজয়কাছথিকে সংগৃহিত ভিক্ষাদ্বারা সমাপিত হএছিল । এহি সময় মধ্য গোশালক মধ্য সেইখানে অবস্থান করেছিল । সে ক্রমে আমার প্রতি আকৃষ্ট হএ আমার কাছথিকে দীক্ষিত হবার জনে আশা পোষণ কল কিন্তু আমি তাকে বারণ করেছিলাম ।

এহাপর দ্বিতীয় মাসিক উপবাস পারণা গৃহপতি আনন্দ ও তৃতীয় মাসিক উপবাস পারণা সুনন্দ গৃহে করেছিল । চতুর্থ মাসিক উপবাস পালন করবাজনে আমি নালন্দা নিকটে কোলাগ কাছে অবস্থান কলাম ।

সেতথানে বহুল নামক ব্রাহ্মণ কাছথিকে আহার-দানা মিলেছিল । গোশালক আমাকে খুজে খুজে সেইখানে মধ্য এসে পহঞ্চাল আর আমাকে পুনরায় বলিল আপণি আমার ধর্মাচার্য্য হুঅন্তু আর আমাকে শিষ্যত্ব প্রদান করে দীক্ষিত করাঅ । এইবার আমি তাকে বারণ নাকরে দি◌ি৪ত করালাম আর আমার সঙ্গে একাদিক্রমে ছঅ বর্ষ অস্থান কলাপরে সে আমার কাছথিকে বিচ্ছিন্ন হল ।

গোশালক যে দিনে ভগবান শিষ্য ছিল এহি কথা ক্রমে চতুদ্দিগ প্রঘট হল আর গোশালক এ কথা শুণতে পারল । তার সম্মানতে বাধা আসবা আশঙ্কাতে উতক্ষিপ্ত হএউঠল ।আনন্দ ভিক্ষানিমন্তে শ্রীবস্তীকে যাবার সময়ে গোশালক সহিত তার পথেমধ্য

ভেট হল । গোশালক তাকে দেখে বলিল - আনন্দ ! আমি তুমাকে কিছু কহিবার আছে তুমি আমাকে অনুগমন কর ।

আনন্দ গোশালক সহিত তার বাসস্থানকে গেল । সেইখানে গোশালক আনন্দকে এই কাহাণী শুণাল । সে কাহাণী হল

বহু দিনপূর্বে কত বেপারী জিনিষপত্র নিএবিদেশ যাছিল । পথমধ্য এক ঘন জঙ্গল মধ্যদিএ তাকে যাতে পডল । যদিও তাদের কাছে খাদ্য ও পানীয়র অভাব ছিলনা, কিন্তু কত দূর যাবাপরে ওর কাছে থাকবা সংচিত পানীয় শেষ হোএগেল। কাছে কোন গ্রাম বা জলাশয় ছিলনা। ওরা তিষ্টাতে আতুর হোএ চতুর্স্বগিতে জলর অন্বেষণ করতে লাগল। অনুসন্ধানকরতে করতে তারা চারটি বাম্স্কী সন্ধান পাল । প্রথমটি খুলতে শতিল আর স্বচ্ছ জল বেরল । তারা জলপানকরে নিজে কাছে থাকবা জল পাত্রতে জল সংচয় কল । কত বেপরী বলিল - অন্য তিনটি বাম্স্কী বাকী আছে সেইগুন মধ্য খুলতে হবে ।প্রথমটি জলরত্ন মিলেছে হুএত দ্বিতীয়টি স্বণঞরত্ন মিলতেপারে । এহাভেবে তারা দ্বিতীয় বাম্স্কী খুলল আর প্রকৃততে তার মধ্য লোভ সীমা রহিলনি । লোভতে অধয্য হএ তারা পরস্পর কহিতে লাগল - চতুর্থবাম্স্কীতে নিশ্চয় কিছু অমূল্য বস্তু আছে । চল তাকে মধ্য খুলব । তারা মধ্য এক অনুভবী বয়স্ক বণিক ছিল ।সে সমস্ত হিতষ্য । সে বলিল আমরা আমার প্রয়োজন থিকে বহুত কিছু অধিক পিএছি । আর অধিক লোভ করবা অনুচিত । চতুর্থ বাম্স্কী সেমতন ছেড়েদিতে । তাতে কিছু অনিষ্টকারী বস্তু রহিতেপারে । কিন্তু তার সতর্কবাণী প্রতি কেউ ধ্যান নাদিএ বাম্স্কীটি খুলল । অল্প খোলাহএছি কি না হঠাত তার মধ্য এক ভয়ঙ্কর বিষধর সর্প বেরল ।তার ফুতকার চারদিগে প্রকতি হএউঠল । তার চক্ষুথিকে প্রচণ্ড় বিষাক্ত বাষ্প নির্গত হল । সে প্রথমে সূর্য্যকে চিহেঁ তরপর বণিক প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কল সবাএ তার তেজস্কিয় রশ্মিতে ভস্মীভূত হল । কেবল চতুর্থ বাম্স্কী খনন জনে বারণ করবা বেপারী জণক বেঞ্চেগেল ।

গল্পটি কহেসেরে গোশালক আবার কহিল -

হে আনন্দ এ গল্পটি তুমার ধর্মাচার্য্য প্রতি প্রযুজ্য । তাকে বহুত মান-সনমান পূজা-

প্রতিষ্ঠা মিলবি । তথাপি সে ততকিতে সন্তুষ্ট না হএ কহছে যে আমি তীর্থঙ্কর নই - তার শিষ্য । এমতন সব কহে সে তার মর্য্যদা বাঢাতে লাগল । তুমি যিএ তাকে সতর্ক করেদাঅ । সে এহি হীন পন্থাতে নিবৃত হুঅ নাহলে পূর্ববিষধর সৌর্পদ্বারা বেপারীমানে উপহত হ্বা মতন সে মধ্য আমার দ্বারা পরাভূত হবে তুমি কিন্তু রক্ষা পিএযাবে ।

আনন্দ ভয়ভীত হএ মহাবীরকে সব কথা কহিল আর শভ্কিত চিততে জিগেস কল মহাভাগ - মহাভাগ ! গোশালক কি নিজের তেজস্ব শক্তিদ্বারা অন্যকে ভস্মীভূত করদেবা সমর্থ ?

মহাবীর শঙ্কা মোচন কল - হঁ আনন্দ সেথিপাইঁ সে সমর্থ কিন্তু অর্হতকে ভস্মীভূত করতে পারবেনি , কেবল উত্তপ্ত হিঁ করতে পারবে । তুমি যাঅ আর সমস্ত শ্রমণকে সতর্ক করেদাঅ যে গোশালক এইখানে আসছে , তাহলে কেউ বাদ-বিবাদ করবে না আর তাকে তিরস্কার মধ্য করবে না ।

ভগবান দিএথাকবা সন্দেশ আনন্দ সবাএকে জাণাল । সে নিজ কার্য্য সমাপন করে ভগবান নিকটে আসবা দেখল গোশালক নিজ আজীবক সংঘইড ষইইখানে পহঞ্চাল । সে সেইখানে পহঞ্চাবা মাত্রে কহিল - আয়ুষমান কাশ্যপ ! তুমি আমার সম্বন্ধ প্রচার করছ আমি তুমার শিষ্য বলে । কিন্তু আমি তুমার শিষ্য নই , যিএ তুমার শিষ্য হএছিল সে মৃত । আমি এই মধ্যে সাতটি শরীর মধ্যতে প্রবেশ করেসেরেছি ।

গোশালক এমন বচন শুনে মহাবীরকে বলিল - গোশালক ! তুমি ভিন্ন না হএ মধ্য নিজে আমি ভিন্ন , এমতন কহে নিজেকে লুকাবা ছেষ্টা করছি । এমতন করনা - এহা অনুচিত - অকরণীয় ।

এথিরে গোশালক অত্যন্ত ক্রুদ্ধিত হএ কহিল - আমার মনে হএ , তুমার মৃতুে্য আজ সুনিশ্চিত । তুমার আর গত্যন্তর নাহিঁ ।

ভগবান এমতন অপমান করবা দেখে তার এক প্রিয়শিষ্য সর্বানুভুতি গোশালক নিকটে যিএ কহিল হে গোশালক কুনু ব্যক্তি যদি কুনু ব্রাহ্মণ বা শ্রমণথিকে ধার্মকি বচন শুনে তাহলে সে তাহার উপাসনা করেথাকে । তুমিত ভগবান কাছে দীক্ষিত হএছ তথাপি তারপ্রতি এমতন ব্যবাহার কি তুমার কাছে শোভনীয় ?

শক্তি প্রয়োগ করে সঙ্গে সঙ্গে সর্বানুভুতি ভস্মীভূত করেদিল ।

সর্বানুভূতি এমতন দশা দিএ মধ্য সে শান্ত হল না । বারম্বার সে ভগবান প্রতি অভদ্র ব্যবহার প্রদর্শন করতে লাগল । এমন সময়ে সুনক্ষত্র নামক ভগবান এক উপাসক গোশালক নিকটে যিএ তাকে বুঝাতে চেষ্টা কল কিন্তু সুনক্ষত্র অবস্থা মধ্য সর্বানুভুতিপরি হল । গোশালক তাকে ব মধ্য ভস্ম করেদিল ।

এসম দেখে ভগবান স্বয়ং কহিল গোশালক ! আমি তুমাকে দীক্ষিত করেছি , তথাপি তুমার আমার প্রতি এমতন অসদ ব্যবহার কর্ত্তব্য নই । ঙগবান যত বুঝালে মধ্য সে বুঝলনা । অতিশয় ক্রুদ্ধিত হএ সে ভগবান প্রতি তার তেজশক্তি প্রয়োগ কল । তার এমতন কার্য্যকলাপ সবাএ আতঙ্কিত হএউঠল । সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দগি নিআঁ আ ধূআতে আচ্ছন্ন হএগেল । সমবেত জনতা আর্ত্তচিতকার করেউঠল কিন্তু মহাবীর তিলে মাত্র বিচলিত হলনি । সে শক্তি মহাবীর শরীরতে প্রবেশ করতে না পেরে তার চতুর্দ্দগি ঘূরতে লাগল । আগুন ধাসে তার শরীর ঝাউঁলি পড়ল । শেষে সেই তেজ শক্তি আকাশকে উতক্ষিপ্ত হএ গোশালক শরীতে প্রবেশ কল ।

এহি ভয়ঙ্কর ঘটণা অবসানপরে গোশালক কহিল - মহাবীর তুমি আমার তপঃশক্তি তেজদ্বারা দগধ হএসেরেছি । তার ফলস্বরূপ আজথিকে ছঅ মাস মধ্য তুমি পিতজস্কর পীড়িত হএ মৃতু বরণ করবে ।

পতু্যতর ভগবান কহিল গোশালক আ মি ছঅ মাস মধ্যতে কবে হলে মৃতু্য লাভ করিনা । অপরপক্ষে বর্ত্তমান ষোহল বষঁ পর্য্যন্ত আমি জীবিত রহিব আর তুমি সপ্তম দিবসে মৃতু বরণ করবে ।

এহাপর গোশালক স্বগৃহকে প্রত্যাবর্ত্তন কল । মহাবীর ভবিষ্যতবাণী অনুযাযী এ ঘটণার সপ্তম রাত্র গোশালক মৃতু হল । মহাবীর মধ্য তা অভিশাপ অনুযায়ী পিতজস্কর পীড়িত হল । সে রোগাক্রান্ত হবাদ্বারা শিষ্যবর্গ চিন্তিত হল মাত্র সবাএ আশঙ্কা ও সংশয়কে দূর করে মহাবীর অল্প দিনপরে সংপূণ্ঞ সুস্থ হএ গোশালক বাণী মিথ্যা বোলে প্রতিপাদন কল ।

গৌতমর সন্দেহমোচন

গৌতম পৃষ্ঠচা বিহার করে ভগবান নিকটে আসছিল । পৃষ্ঠচা আর গাগলি মধ্য তার

সঙ্গে ছিল । প্রবচন সময় প্রত্যেক শ্রেতা নিজ নিজ পরিষদ আসন গ্রহণ কলশাল আর গাগলি কেবল-পরিষদ অভিমুখে যাতে লাগল । সেহি স্থানে কেবল জ্ঞানী নিমন্তে উদ্ধিষ্ট । গেঔতম তাকে সেইখানে যাতে বারণ করবাতে মহাবীর কহিল - গৌতম ! তাদিকে বারণ কর না । তারা কেবলী হএসেরেছে ।

এহাশুণে গেঔতম আশ্চর্য্যান্বত হল আর ভাবল - আমার নবদীক্ষিত শিষ্যরা কেবল জ্ঞানী হতে পারে না ।

পুনঃ এহাভেবে এক ঘটণা ঘটল । একদা গৌতম অষ্টপদা যাছিল । সেহি সময় তিনজণা তপস্বী কুড়ি দিন আর শৈবাল নিজ শিষ্য মানঙ্ক সহ অষ্টাপদ যাছিল । তারা গৌতম দ্বারা প্রভাবিত হএ তার শিষ্যত্ব গ্রহণ কল । গৌতম তাকে সঙ্গে নিএ ভগবান নিকটে আসল । তারা মধ্য কেবল পরিষদ নিকটে যাতে লাগল । এহা দেখে গৌতম তাকে সেদিকে যাতে বারণ কল ।

বারম্বার এভলি ঘটণা ঘটবা দেখে গৌতম বিচলিত হতে লাগল । এহি ঘটণার রহস্য সে বচঝতে পারলনা । দীক্ষাদাতা কেবল জ্ঞানী হতে পারেনা অথচ নবদীক্ষিত কেবল জ্ঞানী ! এহা কিপরি ব্যবস্থা ? এহা কিপরি ক্রম ? তার মানসপয্টতে বিভিন্ন চিন্তা আলোড়িত হতে লাগল । সে ভাবল - আমি এইজনে কাহাকে বা দোষ দিব ? আমার ভগবান ত ইশ্বরকে স্বীকার করবেনা আর সে নিজে মধ্য আমার অন্তঃপরিবর্ত্তন নিয়ন্তা নই । ভগবান প্রত্যেক ব্যক্তিকে অসীম স্বতন্ততা প্রদান করে আমার সম্মুখে এপরি এক প্রহলিকা রেখেদিএছে, যাহার সমাধান সম্ভবপর নই । এমতন বিচার করে অগত্যা সে নিজ মনোবেদনা ভগবান নিকটে প্রকাশ করে কহিল - ভগবান ! আমরা ইবাএ এক সাধশণড় ফথর যাত্রী । এথিরে আমার শিষ্য মার্গ অত সরল হবা স্থলে আমার মার্গ অত জটিল আর সময় সাপক্ষ কেন ?

মহাবীর নিজ প্রিয়শিষ্য গৌতম মর্মাহত অন্তঃস্থল বেদনা অনুভব কল আর কহিল - গৌতম ! তুমি কি চিন্তা করছ ?

-মহাশয় ! আমি অত্মবিশেলষণ করছি ।

মহাবীর জিগেস কল - গৌতম ! আমার দর্শন ত্রুটি দেখছনা নিজ সাধনা ?

এহা শুণে গৌতম কহিল - ভগবান অন্যমধ্য ত্রুটি দেখবার আপণার অনুমতি নেইত

তাত্জনে আমি নিজ সাধনাকে হিঁ আমি নিজে বিশ্লেষণ করছি ।

মহাবীর কহিল - তুমি জাণ গৌতম ! প্রত্যেক ব্যক্তি অজ্ঞান ও আমার মহাসাগরতটতে দণ্ড়ায়মান আর তুমি সেহি মহাসাগর অন্য কূলতে যাবারজনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । এহা তুমার স্মরণ আছে ত ?

হঁ মহাশয় !

তাহলে তুমার সমস্যা কি ?

ভগবান ! আমি সেহি কূলতে পহঞ্চাতে পারছিনি ।

ভগবান গৌতম পরাক্রমকে প্রদিপ্ত কহিল গেঔতম ! তুমি সেহি মহাসাগর বহু পথ অতিক্রম করিসারিছন্তি বর্ত্তমান কূআর কাছে হবাপর তুমার পা থকেজাছেকেন ? ক্ষণ মাত্র বিলম্ব নাকরে নিজ লক্ষ্য স্থলে অগ্রসর হুঅ ।

এহা শুনে মধ্য গৌতম মনোভাব অপরিবর্ত্তিত রহিবা দেখে ভগবান আশ্বসনাভরা বাণী কহিল - তুমি অধীর কেন হছ গৌতম চিরকাল তুমি আমার সহিত স্নেহসূত্র বেন্দেহএ রহিছ । তুমি আমার চির প্রশংসক আর চির অনুগামী । পূর্বজন্ম আমি যবে দেবতা ছিলাম , তুমি আমার সাথে ছিল । বর্ত্তমান মধ্য আমার সঙ্গে তুমি আছ ও ভবিষ্যততে এহি শরীর মুক্ত হবাপর আমি মধ্য এহা ঘটাতে যাছি । তাইজনে তুমি ব্যস্ত হছ কেন ? সর্বদা জাগ্রত রহ আর মুহুর্ত্তক জনে মধ্য সন্দিগধ হঅনা ।

ভগবান আশ্বসনাভরা বাণী গৌতম মনে নবচেতনা উন্মত হল । তথাপি গৌতম পূর্ববত সমস্যা চৈতন্য বিকাশ কত জনা জনে সরল হবাস্থলে অন্যদিকেজনে জটিল কেমতন ! এহার সমাধান করতে যিএ মহাবীর বলিল -

জড়জগত নিয়ম শৃঙ্খলাদ্বারা নিয়ত্রণ করাযাতেপারে কিন্তু চৈতনজগত নিজে নিয়ম সৃষ্টিকর্ত্তা । সেথিরে চৈতন্য স্বাতন্ত্য আছে । যেউঁঠি অন্তঃপরিবর্ত্তন পূণঞ স্বতন্ততা আছে, দিগ আর গতি মধ্য অন্য জণাজনে জটিল হবা স্বাভাবিক । যেউঁঠারে এমতন ব্যবস্থা নাথাকবে আর সমস্ত পাইঁ এক প্রকার যান্তিক গতি চলবা অনিবার্য্য হবে , সেঠারে স্বতন্ততার স্থান কেন ।

এহি নবদীক্ষিত শ্রমণঙ্কর সাধনা পথ সরল বাসংক্ষিপ্ত নই ।এমানে সাধড়শ ফষথ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হল আর স্নেহ-শত্রুতপ্তরতা সহ ছিন্ন করেদিল তেণু এমানে লক্ষ্যস্থলে

শীঘ্র পহঞ্চাতে পারবে । বর্ত্তমান সুদ্ধা সেহি স্নেহসুত্র তুমি ছিন্ন করিপারি নাহঁ । তাহা হিঁলক্ষ্যস্থলে পহঞ্চবা তুমার বাধক হছে ।

এহা শুনে গৌতম সন্দেহ দূরীভুত হল ।

নির্বাণ

ভগবান মহাবীর বিভিন্ন গ্রাম - গ্রামান্তর বুলে বুলে পাবাঠারে পহঞ্চাল । সেঠারে রাজা হস্তিপাল আর তার প্রজা ভগবান বন্দনা কল । মহাবীর তার সম্মুখে নির্বাণ-তত্বর ব্যাখ্যা কল । প্রবচন শেষ হবা পর ভগবান গৌতমকে ড়েকে কহিল - গৌতম এই নিকটস্থ গ্রামে সোমশর্মা নামক এক শ্রমণ অবস্থান করছে । সে তত্বজ্ঞানর জিঞ্জাসু । তুমি উপদেশ শুণ সে সন্দেহমুক্ত হবে । তুমি সেইখানে যাঅ সোমশর্মাকে সম্বোধন প্রদান কর ।

ভগবান আদেশ শিরোধার্য্য করে গৌতম সেইখানে চলেগেল ।

মহাবীর দুই দিন ধরে উপবাস ছিল এমতনকি সে জল স্পর্শ করছিলনি । এই দুই দিন যাক সে দিবারাত্র নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রবচন দিছল । সে নিজ অন্তিম প্রবচন পাপ-পুণ্য ফল সংপর্ক বিশদ আলোচনা কল । এহি প্রবচন সাঙ্গ হবাপর সে মৌন হএগেল । পদ্মাসন আসীন মহাবীর শরীর স্থির আর শান্ত হএগেল । স্থূল আর সূক্ষ্ম উভয় শরীর সে মুক্ত হল ।জন্ম-মৃতু শৃঙ্খলা তারথিকে বিচ্ছিন্ন হল ।

কার্ত্তকি মাস, কৃষ্ণপক্ষ আমাবস্যা দিন উষাকালতে মহাবীর নির্বাণ হল । এহি সময়তে ভগবান নিকটে সুধর্মা আদি অনেক সাধু, মল্ল আর লিচ্ছৎেঁ ঘণরাজ্যর অঠর জণ রাজা মধ্য উপস্থিত ছিল । এহি অবসরে সেমানে দীপক প্রজস্কলিত করে জ্যোতিঃর প্রশংসা কল ।

ভগবান নির্বাণ র সংবাদ চতুর্দ্দগি প্রচারিত হল । তার ভ্রাতা নন্দিবর্দ্ধন এহা শুনে শোকসন্তপ্ত হল । গৌতম সোমশর্মাকে সম্বধ প্রদান করে প্রত্যাবর্ত্তন কল । পথমধ্য মহাবীর নির্বাণ প্রাপ্তি সংবাদ তাকে স্তবধ করেদিল । দুঃখর অতিশয্য সে মোহ্যমান হএপড়ল । কায়াসঙ্গে চায়া রহিলাপরি সবুবেলে মহাবীর সঙ্গেরহছিল মধ্য সে যে অন্তিম দর্শন বঞ্চিত হল এহি ভাবনা তাকে অতিশয় বিচলিত করলগৌতম ভাবাবেশ অচ্ছন্ন হএ কহিল - মহানুভব ! আপণি আমার প্রতি এমতন অন্যায় আচরণ কল কেন

? আমিত আপণার কাছে কুনু অপরাধ করিনি ১ আমার নিষ্ঠাতে কুনু প্রকার ত্রুটি রহেছিলকি, যার জনে এদণ্ড় মিলল ? আপণি আমাকে চিরকাল একাকী করে চলেগেল ।

মাত্র এসব ক্ষণিক মাত্র ৷ গৌতম মহাজ্ঞানী ছিল , শত্রুসাগর পরম তত্ব দ্রষ্টা ছিল । তিরিশ বর্ষর ধরে সে মহাবীর সঙ্গে ছিল আর নিজ জিঞ্জাসাকে সে দর্শন বিকাশদিগে নিয়োগ করল ।

মহাবীর বীতরাগ মুখমণ্ড়ল গৌতম সম্মুখতে উদ্ভাসিত হএউঠল । বর্ষ বর্ষ বেপে সংযম

ভগবান মহাবীর তীর্থঙ্কর ছিল । সে পররা সৃষ্টি করছিও তখড়্থউ ই্্ঁয়ং পররা মধ্য আবদ্ধ ছিল । তীর্থঙ্কর কাহার শিষ্য হএনা বা তার শিষ্য মধ্য তীর্থঙ্কর হএনি । ভগবান নির্বাণ পরে শিষ্যতম গৌতম কেবল জ্ঞানী হল। তেণু সে সংঘর উত্তরাধিকারী হএপারলনা । কেবল জ্ঞানী কুনু গুরু ধর্মাচার্য্য অনুসরণ করেনা । যেহেতু আমার ধর্মাচার্য্য এমতন , তাত্জনে এহা করছি বোলে সে কহিল । অপর পক্ষে তাহার ভাষা ভিন্ন প্রকার হএ সে কহে - যেহেতু আমি এমতন দেখছি , এমতন অনুভব করছি তেণু এহা হিঁ জ্ঞান ।

মহাবীর মহানির্বাণ পর তার বাণী তথা সংঘর প্রসার জনে ধর্ম শাসন গুরুত্ব উপলবধ করছিল । এথিপাৎঁ গণধর সুধর্মা বিবেচিত হল । ফলতঃ ধর্মসংঘ তাকে আচার্য্য পদতে অধিষ্ঠিত করাল ।

বিপ্লবী মহাবীর

ধর্ম সংপর্ক যত যাজক, প্রচারক, প্রবর্ত্তক যত যত মার্গ প্রদর্শন করেছে তার মধ্য মহাবীর হছে সবঁগণ্য । জ্যোতিষ -গণনা নুসার সেহিঁ যথার্থ ধর্মচক্রবর্তী । নিরপক্ষ অধ্যয়ন ব্যতিত মহাবীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন সর্ক ভাষা কিঞ্চন্মাত্র প্রকাশ অসম্বব । সমদর্শী মহাবীর তককালীন সমাজতে থাকবা উচ্চ নীচ বণ্ঞ বৈষম্য নীতিন্ত হিংসাত্মক যজ্ঞপদ্ধতি দাসত্ব প্রথা ধমে্৪ত্র স্রাদায়িকতা পাদুর্ভাব আদি নিম্নব্যত্তি সমূহ মূলত্পাটন তথা নারীজাতির বিকাশ স্রদায় বিহীন বিকাশ সাধন লৌকিক ভাষার উতকর্ষসাধন

পুরুষার্থ আদি বিষয় বিকল্প কর বহুজীবহিতায় সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতেপারল ।
জাতিপ্রথা ও মহাবীরভগবান শাশ্বত অস্তিত্ব দ্রষ্টা ছিল তাই ব্যক্তিত্ব তার পথে বাধাসৃষ্টি করতে পারলনি । ততকালীন পুরোহিতগণ কেবল কথাকথিত উচ্চজাতির হিতপ্রতি ধ্যান দিছল । অভিজাতবর্গ পাইঁ এক প্রকার আর নীচজাতি পাইঁ ভিন্ন প্রকার আচরণ পদ্ধতি উদ্দিষ্ট ছিল । উচ্চজাতির ধর্ম ছিল সেবা গ্রহণ করবা আর নীচজাতির ধর্ম ছিল সেবা করবা তথা নীরবতে বিভিন্ন অত্যাচার সহিবা ।মহাবীর মততে এহা ধর্ম নই - অধর্ম । এহাদ্বারা সর্বজীবহিতায় ভাবনা বিখণ্ড়িত হএছে । তেণু সে ভিক্ষুককে কহছিল - ভিক্ষুগণ তুমি কথা কথিত ঊচ্চ আর নীচজাতি পাইঁ এক প্রকার আচরণ পদ্ধতি সংপর্ক শিক্ষা প্রদান কর । উভয় মধ্য কুনু ভেদ নাথাকবা আমি উভয় নিমিত্ত এক প্রকার ধর্মর হিঁ প্রর্ত্তন করছি ।
বৃহদারণ্যক উপনিষদ যাজ্ঞবলক্য কহেছিল - ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধু হিঁ ব্রাহ্মণ অটে । কিন্তু কথাকথিত সমাজ এহি চিন্তাধারাতে প্রবাহ অত মন্দ হএযাছে যে কেহি এ বিষয় সচেতন থিলাপরি জাণাপড়ছেনি । সমাজতে এমতন অব্যবস্থা দেখে মহাবীর চুপ হএ বসতে পারেনি । দৃঢস্বর উপনিষদ বাণী উদ্ধার করে সে কহিল - মনুষ্য জাতি-বিভাগ জন্মানুসার নাহএ নিজ কর্ম অনুসার হএথাকে ।
আচণ্ড়াল ব্রাহ্মণ সবাএকে দীক্ষা প্রদান করছিল । তার সংঘতে মিলিত হবা সব জাতি লোক জনে অবারিত ছিল। তার ধর্ম প্রথা অনুসার ছিল সমতা । তথাপি সেমানঙ্ক মধ্যরু কেতক সমতা মন্তর দীক্ষিত হএ মধ্য জাতিমদকে পরিত্যাগ করতে পারেনি । এ সম্বন্দ ভগবানকে প্রশ্ন করাযাবাতে সে কহিল -
আর্য্যগণ ! তুমেমানে যে দিক্ষিত- মনে আছে ত?
শ্রমণমানে কহিল - হঁ মহাশয় !
মহাবীর - আমি কেউঁ ধর্ম প্রতিপাদন করছি জাণ কি ?
শ্রমণ - মহাশয় ! আপণি সমতা ধর্মর প্রতিপাদক ।
শ্রমণমানঙ্ক এমতন উত্তর শুনে ভগবান সেমানঙ্কু নূতন দিগদর্শন দিএ কহিল - যেউঁ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আদি কথাকথিত শ্রেষ্ঠ জাতিগণ আমার সমতা ধর্মতে দীক্ষিত হএ মধ্য নিজ জাতিবর্গকে ভুলতে পারেনা, সেমানে লৌকিকতা পরিত্যাগ করেনা ।সেমানে

হৃদয়ঙ্গম করবা উচিত যে শ্রমণ জাতিগত অহংকার করবা কুণু অধিকার নেই তারা আর মধ্য মনে রখবা উছিত যে জাতিগত অভিমান কাহাকে এহি সংসার -চক্রতে মুক্ত করতে পারবেনা । এহা কেবল নিষ্কলঙ্ক চরিত্র মাধ্যম হিঁ সম্ভবপর ।

এহা শুণে শ্রমণ প্রশ্ন কল - মহাশয় ! তাহলে কি আমার কুনু গোত্র নেই ?

মহাবীর কহিল - না তুমার কুনু গোত্র নেই ।

শ্রমণ পুনঃ প্রশ্ন কল - মহাশয় !এহা কেমতন সম্ভব ?

বুঝাতে যিএ মহাবীর বলিল - তুমার ধ্যয় কি ?

শ্রমণ - মহাশয় ! মুক্তি ।

মহাবীর - মুক্ত হএ ব্যক্তির গোত্র কি ?

শ্রমণ - মহাশয় , মুক্ত ব্যক্তির গোত্র অগোত্র ।

একবার মুনিমানঙ্ক মধ্য জাতিগত প্রশ্ন নিএ বাদ-বিবাদ উত্পন হল । কত কহিল যে শ্রমণ ধর্ম দীক্ষিত হবাপর শরীর যদি কুনু পরিবর্ত্তন হএনা , তাহলে গোত্রর বিনাশ হবে কেমতন ? এ প্রকার সন্দেহ মুনি মানঙ্ক মনে উথিত হবা জাণতে পারে মহাবীর কহিল - আর্য্যগণ ! তুমরা সাপের কতি দেখেছ ?

শ্রমণ - হঁ মহাশয় আমরা দেখেছি ।

মহাবীর - তুমিজাণ কি কাতি রহিবা দ্বারা সাপের কি অবস্থা হএথাকে ?

শ্রমণ - শরীর কাতি থাকবা সময় সাপ অন্দ হএযাএ ।

মহাবীর - কাতি ছেষড়গেলে কি হএ ?

শ্রমণ - মহাশয় !সে দেখবার সমর্থ হএযাএ

মহাবীর - আর্য্যগণ ! মণিষর জাতিগত মনোভাব মধ্য সর্প্ জাতি সদৃশ । গোত্র অভিমান হুএ , সেমতন জাতি মদ কে পরিত্যাগ করবা মনুষ্য জ্ঞানবান হএযাএ ।তেণু জাতি-মদ সর্বদা বর্জনীয় ।

ভগবান সংঘ কনিষ্ঠ শ্রমণ জ্যেষ্ঠ শ্রমণ অভিবাদন করবা রীতি প্রচলিত ছিল । এহি প্রচলিত রীতিকে একদা একাঙ্গ চক্রবর্ত্তী রাজা মানতে প্রস্তুত হএনি । কত ক্ষেত্রে পূর্বতে প্রভু-ভৃত্য সংপর্কহেতু সংঘর দীক্ষিত শ্রমণ ধর্মী রাজা কনিষ্ঠ শ্রমণঙ্ক সংঘ নিয়মানুসার শ্রেষ্ঠত্ব-অভিমান হেতু অভিবাদন করতে পারছিলনি । এহা যবে মহাবীর

জাণতেপারল, সে বলিল - সামাজিক ব্যবস্থা কিএ রাজার সেবক বা কেউ সেবকর সেবক হতেপারে কিন্তু আমার ধর্মতে দীক্ষিত হলে সবাএ সমান হএযাএ । ব্যবহারিক উপাধি মুক্ত নাহলে আর বিষম গুণমান বিসৃত নাহলে আত্মার সমতা প্রতিষ্ঠিত হতেপারেনা

মহাবীর আর বিধ বাণী শ্রবণ রাজষিঁঙ্কর বিলুপ্ত হতে লাগল আর সে সংঘ দীক্ষিত তার পুরাতন ভৃত্য নিজের সহধর্মী রূপে গ্রহণ করতে লাগল ।

হরিকেশ জাতির চাণ্ড়াল ছিল কিন্তু জৈনধর্ম গ্রহণ করে সে শ্রমণ হএপড়ল । সে বারাণাসী অবস্থান করবাসময় রুদ্রদেব নামক ব্রাহ্মণ এক বিশাল যঞ্জ আয়োজন করেছিল । হরিকেশ সেহি যজ্ঞস্থলীকে আগমন করন্তে রুদ্রদেব তাকে চাণ্ড়াল বোলে জাণতেপেরে ভস্ছনা কল মাত্র হরিকেশ তিলে মাত্র বিচলিত হল না । দুইদের মধ্য বহু তর্ক-বিতর্ক হল । রুদ্রদেব কহিল - মুনি ! কুনু ব্যক্তি যদি জাততে ব্রাহ্মণ হএথাকে , তাহলে সে সাক্ষাত পুণ্যক্ষেত্র ।

হরিকেশ মুনি এহার প্রতিবাদ করে কহিল - ব্রাহ্মণ জাততে জন্ম হএ মধ্য যাহাকাছে হিংসা,ক্রেধ, মান-অভিমান, অসত্য, চৌর্য্যবৃত্তি পরিপূণ্ঞ , সে ব্রাহ্মণ পদবাচ্য নই । তবে সে পুণ্যক্ষেত্র হবে কেমতন ? তুমি বেদ অধ্যয়ন করেছ মাত্র কিন্তু তাহার অর্থ অবগত নই । জুন ব্যক্তি সমতা গুণতে ভুষিত , যাহা মধ্য উচ্চ-নীচ ভাবনা লেশ মাত্র চিহ্ন নেই , সে প্রকৃত ব্রাহ্মণ ।

এমন গূঢত্বর ব্যাখ্যাতে রুদ্রদেব অতিশয় উত্তেজিত হোএ মুনিকে অভিশাপ দেবাকে লাগল। মুনির তপোবল অত্যন্ত প্রখর ছিল ফলতে রুদ্রদেব মুনির প্রতি যেমন শাস্তি দিতে যাছিল, ওর নিজর শিষ্যরা সেহি কষ্টর শিকার হল।

তখনি সময়ে সবাই অনুভব করতে পারল-তপঃ-প্রভাব জাতির মহত্বথেকে অত্যন্ত প্রভাবশালী। যেউঁ মুনিরা তপোবল প্রভাবতে ব্রাহ্মণ-জাত্যুভব রুদ্রদেবর শিষ্যমানে হতচকিত হোএগেল, সে মুনি সামান্য এক চাণ্ডলর সন্তান।

উপর্য্যুক্ত দৃষ্টান্ত থেকে সুস্পষ্ট যে মহাবীর সময় তে জাতিপ্রথা র কুপ্রভাব সমাজ কত মাত্রা কলুষিত হএথাকে । এহা প্রতিরোধ করবা এক সামান্য ব্যাপার ছিলনি কিন্তু ভগবান মহাবীর এক যুগান্তকারী বার্ত্তাবহ রূপে জাতিপ্রথাকে উপেক্ষা করে কর্মবাদ

ধ্বজা উড়াতে পেরেছিল - যার ধ্বজাতলে আশ্রয় নবাজনে ঠূল হএছিল বর্ণ্রঞ-ব্যবস্থা জর্জরিত অগণিত ব্যক্তি

চিন্তনক্ষেত্র অহিংসা

মহাবীর চিন্তন ক্ষেত্র মধ্য অহিংসা প্রয়োগ করছিল । তর্ক-বিতর্ক জয়-পরাজয়র ভাবনা ব্যক্তিবাদী নিমিত্ত এক বিশেষ ঘটণা হতেপারত কিন্তু অস্তিত্ববাদীর জনে এহার কুনু অর্থ হিঁ নেই । চৈতন্য-জগত বিবাদরত প্রত্যেক ব্যক্তি সমভাব চৈতন্যযুক্ত তবে সেহি ক্ষেত্র হারবে বা কিএ ? বাদ-প্রতিবাদ জনে মহাবীর তিনটি তত্বর প্রতিপাদন করেছিল । সেগুণ হল- তর্কান্ত জয়-পরাজয় জনিত গ্লানি সৃষ্টি নাহবা উচিত ।

- প্রতিবাদী মনকে আঘাত কলামতন কুনু প্রকার আক্ষেপ করবা অনুছিত ।

সত্যর উপাসক

গৌতম হছে ভগবানর প্রধান শিষ্য । ভগবান প্রতিপাদিত অনেকান্ত বাদর সে হছে মহান প্রবক্তা আর ভাষ্যকার । একবার সে জাণতেপারল যে উপাসক আনন্দ সমাধি-মরণ আরধনা করছে । সে আনন্দ উপাসনা গৃহকে গেল । আনন্দ তাই দেখে যথারীতি অভিবাদন কল । ধর্মচর্চ্চা প্রসঙ্গতে আনন্দ কহিল - মহাশয় ! ভগবান মহাবীর প্রতিপাদিত সাধনা-মার্গদ্বারা আমি বিশাল প্রত্যক্ষ জ্ঞান অধিকারী হতেপেরেছি ।

এহাশুণে গৌতম কহিল - আনন্দ ! গৃহস্থ হএ প্রত্যক্ষ জ্ঞান অধিকারী হতেপারে কিন্তু তত মাত্রা নই , যেমতন তুমি দাবি করছ । এই নিমিত্ত তুমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে পড়বে ।

আনন্দ কহিল ভগবান কি সত্য বচন কহিবা জনে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেছ ?

গৌতম কহিল - না কদাপি নই ।

তাহলে আপণি প্রায়শ্চিত কর ।

আনন্দ এমতন নির্ভীক বচন শুনে গৌতম মনতে সন্দেহ জাত হল । সে সেইকানথিকে প্রস্থান করে মহাবীর কাছে পহয়্চাল আর তাকে সমস্ত বিষয় কহেসেরে জিগেসকল , মহাশয় ! প্রায়শ্চিত আমাকে করতে হবে না আনন্দকে ?

মহাবীর কহিল - আনন্দ যাহা কহেছে , তাই সে নিজে জাগ্রত অবস্থাতে কহেছে ,তবে

তাই সত্য । এই নিমিত্ত তার প্রায়শ্চিত্ত করবা কুনু আবশ্যকতা নেই । তুমি যাহা কহেছ , তাই তুমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে পড়বে । আনন্দ কাছে যাঅ আর তাহার সত্য বচনকে সমর্থন কর তাকাছে ক্ষমাভিক্ষা কর ।

গৌতম সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ উপাসনা ঘরতে পহঞ্চাল । ভগবানর প্রধান শিষ্য আনন্দ মতন এক নবাগত শিষ্য কাছে যাবা , তাকে জ্ঞান সমর্থন করে নিজর ভুল ক্ষমা পার্থনা করবা আদি ঘটণা ব্যক্তি- চরিত্র নির্মাণ মহাবীরকে অদ্ভুত প্রয়োগ সূচনা দিল ।ভগবান জেণেছিল যে অসত্য কে সমর্থন করে নিজের ভুল জনে ক্ষমা প্রার্থনা করবা আদি ঘটণা ব্যক্তি-চরিত্র নির্মাণ মহাবীরকে অদ্ভুত প্রয়োগ সূচনা দিএ । ভগবান জেণেছিলযে অসত্যকে সমর্থন করে গৌতম প্রতিষ্ঠা সুরক্ষিত করাযাতে পারেনা ।সত্যবাদী আনন্দকে উপেক্ষাকরে যদি গৌতম প্রতিষ্ঠা বজায় রাখঁশ উদ্যম করাযাএ , তাহলে গৌতম অহংকার অমর হএ হএ রহেযাত কিন্তু তার আত্মার মৃতু হএযাএ ।তবে জাগরণ নিমিত্ত সে এমতন পদক্ষেপ নিল ।

অস্তিত্ববাদী ব্যক্তিত্বপ্রতি সম্মান

ভগবান অস্তিত্ববাদী হলে মধ্য ব্যক্তিত্ব মর্য্যাদা কবে উপেক্ষা করেনা । সে ব্যক্তিকে নিজ অস্তিত্ব নিকটে পহঞ্চাবা তাহার ব্যক্তিত্বর মধ্য উপযোগ করছিল । সে কহিল - ভিক্ষুগণ ! কুনু ব্যক্তি সহ ধর্মচর্চ্চা করবা পূর্ব এহা ভলরূপে জাণ যে সে পুরুষ কিএ আর সে কাহার অনুগামী । এহার প্রয়োগ সে সে নিজে কেমতন করছিল , তাই নিম্ন বণিঞ্চত ঘটণাতে সুস্পষ্ট ।

একবার মহাবীর রাজ গৃহতে অবস্থান করছিল । সেহি সময় পার্শ্বঙ্কর অনুগামী এক শ্রমণ এসে মহাবীরকে প্রশ্ন কল - মহাশয় ! এহি অসংখ্য লোক যেউঁ দিবা-রাত্র সৃষ্টি হএ বিলীন হএছে ।

মহাবীর কহিল - হে শ্রমণ ! এহি অসংখ্য লোক অনন্ত দিবারাত্র উতপন্ন হএ বিনিষ্ট হএছে ।

শ্রমণ পুনঃ প্রশ্ন কল - মহাশয় ! আপণার এই উক্তির আধার কি ?

মহাবীর কহিল - আপণি ভগবান পার্শ্বর শত্রু অধ্যয়ন করেছ ? তাই এহার আধার । ভগবান পার্শ্ব নিরূপণ করেছে , লোক শাশ্বত - অনাদি - অনন্ত ।তেণু এথিরে অনন্ত

দিবারাত্র উতপন্ন হএ বিনিষ্ট হএ আর ভবিষ্যত হবে মধ্য ।

মহাবীর তীর্থঙ্কর থিলে তবে তার অন্য বচনোদ্ধার কুনু আবশ্যকতা নেই । কিন্তু পার্শ্বঙ্কর অনুগামী শ্রমণ সন্দেহ বিমোচন নিমিত্ত সে পার্শ্বঙ্ক বচনকে সাক্ষ্য দিএ তার জ্ঞান-আহারণ পন্থা সরল করেদিল । সত্য স্বয়ং সিদ্ধান্ত কুনু ব্যক্তি নিরুপণ সাপক্ষ নই এহি রহস্যকে সে প্রাঞ্জল ভাবে বুঝিএ দিল ।

আবশ্যকচূণঞ্জ পূর্ব ভাগ উল্লেখ আছে সে গৌতম আত্মা সম্বদ্ধ জ্ঞান প্রদান করবা মহাবীর বেদমন্তর উল্লেখ করল । মহাবীর উপলবধ করেছিল যে সত্য চিরন্তন-শাশ্বত । এহা কুনু গোষ্ঠীর কত্বত্বধীন নই বা এহার অভিব্যক্ত অধিকার নিদ্ধিষ্ট ভাবে কাহার নই । এহি তথ্য প্রতিপাদন করবাজনে সে অন্যর বচন উদ্ধার কল । জিজ্ঞাসু সে বারম্বার কহিল - তুমি যাহা জাণতে চাহাঁচ , তাহা তুমার ধর্মশাত্র বিবৃত হএছে ।

পুরুষার্থ প্রেরণা

মহাবীর ঈশ্বর ছিলনি । সে মধ্য নিজ শরীরধারী মনুষ্য বোলে মণুথিলে । সে স্রষ্টা নুহন্তি-সৃষ্টি বা প্রলয়র ক্ষমতাতার ছিলনি । মাত্র সে কুনু ঈশ্বরীয় সত্তা সম্মুখতে নতমস্তক হছিল ।মহাবীর ভাগ্যবাদী বা ঈশ্বরবাদী ছিলনি । তার সিদ্ধান্ত - মনুষ্য নিজে নিজের ভাগ্য নিয়ত্রণ করেথাকে । সে নিজে নিজের সুখ-দুঃখ কর্ত্তা । অত্ম হিঁ পরমাত্মা ।এতত ব্যতীত অন্য কুনু ঈশ্বর নেই ।

মহাবীর স্বরপ্রচারিত বাণীদ্বারা ব্যক্তি মধ্য থাকবা সুপ্ত পরত্মা জাগরিত করল। অকর্মণ্যতা তথা আলস্য দ্বারা আক্রান্ত জনতা ভগবান পুরুষার্থ সম্বদ্ধ প্রেরণা দিছল আর বলিল - যেপযন্ত বার্দ্ধক্য আসেনি , রোগ আক্রমণ করেনা ।ঈন্দ্রিয়মান শিথল হএনা , যেপর্য্যন্ত তুমরা নিরত সংযম সাধনা আচরণ কর ।

নারীজাতি বিকাশআর দাসত্বপ্রথা বিরোধ

মহাবীর সময় লোকচার অনুযায়ী ধর্মক্ষেত্র পুরুষ নারী অপেক্ষা উচ্চস্থান দিআযাছিল কারণ, সেতেবেলে প্রচলিত মত ছিল ধর্মর প্রবর্ত্তক আর উপদষ্টা হছে এই পুরুষ । বিভিন্ন ধার্মকি অনুষ্ঠান তথা শ্রমণ সংঘমান এহি পথাকে অনুমোদন করল । বৌদ্ধ সাহিত্য বিনয়পিটক তে উল্লেখ আছে কুনু নারীকে অভিবাদন করবা বা তার সতকার করবা পুরুষ পক্ষে অনুচিত - অকরণীয় । মাত্র নারীজাতি প্রতি মহাবীর দৃষ্টিকোণ

অতি উদার ছিল । সে নারী দিকে ধার্মকি ক্ষেত্র পূর্ণ্ণ স্বতন্ততা প্রদান করল ।
মহাবীর সময় দাসত্বপ্রথা মধ্য প্রচলন ছিল । দাস বা ভৃত্যপ্রতি পশুমতন অত্যাচার করাযাছিল এমতন কি মুনিব মানে সময়-সময় তাকে মৃতুে্যদণ্ড় দিছল । এইটিতে রাজ্যর রাজা মধ্য হস্তক্ষেপ করছিলনি কি কুনু ধার্মকি চেতনা মধ্য এহার প্রতিবাদ করছিলনি । নীতি, ধর্ম আর ভাগ্য দ্বাহি দিএ হিংসার তাণ্ডমনৃত্য চলছিল ।
ততপর চন্দনবালা নামক এক দাসী কাছথিষখ ঙক্ষা গ্রহণ করে চন্দনবালা ভিক্ষা গ্রহণ করবা পিছুনে তার এক বিশেষ উদ্ধেশ্য ছিল । তার এহি প্রয়োগ নারী জাতির পুনরুথান দিগতে আর বিপ্লব দাসত্ব বিরুদ্ধতে । সে কহিল - সংযম ওতপস্যা দ্বারা প্রত্যেক অনুশাসিত হবা আমি চাহিঁ কিন্তু অন্য জণে অঙ্কুশ দ্বারা শাসন করে , তাহা আমি কদাপি চাহিঁনা
সামান্য এক দাসীথিকে মহাবীর ভিক্ষা গ্রহণ করবা সম্বাদ নগরীতে প্রচার হয়গেল এবং সেইদিনথিকে সমাজতে দাসত্ব প্রথা অবসান ঘটল ।
সে বলছিল - সমতা ধর্মর সাধক এক জাতির হিত সাধন করে অন্য জাতির হিততে বাধা সৃষ্টি করেনা । তবে সর্বদোয় দৃষ্টিকোণতে দাসত্বপ্রথা সর্বদা নিন্দনীয় ।
সাধুতা ও বেশভূষা

কর্মকাণ্ড় প্রধান্য জনে মল্যাঙ্কন দৃষ্টিকোণ বহির্মুখী হএযাএ । মহাবীর সেহি দৃষ্টি কোণ বদলাএ অন্তর্মুখী করেথাকে । ততকালীন জনসমাজ লণ্ড়িত মস্তক ব্যক্তি শ্রমণ ও কার জপবা ব্যক্তি ব্রাহ্মণ অরণ্য বাস করবা ব্যক্তি তপস্বী বোলে গ্রহণ হছিল ।

ভগবান মহাবীর অবগত হএছিল - বহু শ্রমণ ও সন্ন্যাসী সাধুবেশ গৃহস্থ জীবন যাপন করছে । সেমানঙ্ক মধ্যতে জ্ঞান-পিপাসা নেই সত্য সধ্ধান মনবৃতি নেই । আত্মউপলবধি প্রযত্ন নেই বা আন্তরিকতা অনুভূতি আকাংক্ষা মধ্য নেই । তবে তারা সাধুপদবাচ্য নেই । মহাবীর শ্রমণ , ব্রাহ্মণ , মুনি আর তপস্বী অস্তিত্বকে অস্বীকার করলানা । তাকে লক্ষ্য করে সে বলিল - লণ্ড়িতমস্তক হবাদ্বারা এক জণা শ্রমণ হএযাএনা ওঁ কার জপ করবা দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হএযাএনা । সমতা পরিপালনতে এক জণা শ্রমণ হএ, ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা , জ্ঞান হরণ করে মুনি হয় এবং তপশ্চর্য্যা দ্বারা তপস্বী হএ ।

মহাবীর মোক্ষসাধন নিমিত্ত তপস্বী-জীবন গ্রহণ করবা আবশ্যক বোলে ভাবছিল কিন্তু তার উদ্ধেশ্য ছিল ত্যউপলবধি । তাইজনে সে বলছিল - গৃহস্থ মধ্য মোক্ষ সাধনা করতেপারে ।

অভয়কুমার যবে প্রশ্ন কল - মহাশয় ! আপণার মততে ভিক্ষু শ্রেষ্ঠ না গৃহস্থ শ্রেষ্ঠ ? মহাবীর বলিল - আমি সংযমতা শ্রেষ্ঠ বোলে মনে করি । সংযমরত গৃহস্থ এবং ভিক্ষু দুজনা শ্রেষ্ঠ ।

ভগবান সংযমতাকে অত প্রধান্য দিছলযে নির্দ্ধষ্টি বেশভূষার প্রশ্ন তারজনে গৌণ ছিল ।

যুদ্ধ এবং অনাক্রমণ

মহাবীর হিংসাত্মক যুদ্ধর বিরোধি ছিল কারণ , মানবীয় হিত পরস্পর বিরোধী ছিল । অহং এবং অকাংক্ষা পরস্পর অহিতর সৃষ্টিকর্ত্তা । তাইজনে সে জনাতাকে এবং রাষ্ট্রকে অনাক্রমণ ব্রত করাছিল । অনাকমণ অর্থ হছে যুদ্ধ সৃষ্টি নাহবা । কিন্তু এক জণা যদি আক্রমণ করবা সত্বে অন্য জণা নীরব রহে , তাহলে সে হুএত সাধু বাভীরু । সে নিশ্চিত ভাবে জাণে যে সমগ্র মানব সমাজ সাধুত্বর দীক্ষাতে দীক্ষা করবা সম্ভবপর নই তবে সে সমাজকে ভীরুতা এবং কর্ত্তব্য বিমুখতার সন্দেশ দবাজনে চিহেঁছিল । আক্রমণ হবাপর প্রত্যাক্রমণ বা আত্মরক্ষা ।

অহিংসা যজ্ঞ

মহাবীর যুগ যাজ্ঞিক-যুগ ছিল । সেই যুগতে ব্রাহ্মণরা যজ্ঞতে হিংসাত্মক কার্য্যকে পূণঞ সমর্থন করছিল । এহি কথাকথিত ব্যভিচারী ব্রাহ্মণ মততে ধর্ম উক্কেশ্য করাযাবা প্রাণিবধ অদূষণীয় ।এহি প্রকার হিংসাবৃতি মূলত্পাটন নিমিত্ত মহাবীর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় ।

কত বলেযে মহাবীর যজ্ঞ বিরোধী ছিল মাত্র নিরপক্ষভাবে বিচার কলে জাণাটাএযে সে কেবল হিংসাত্মক যজ্ঞস্থানে অহিংসক যজ্ঞ করছিল । কেবল সংস্কারতে মহাবীর কেন অহিংসক যজ্ঞর টিোন বৈদিক সাহিত্য, বৌদ্ধ গ্রন্থ এবং শ্রীমদভগবত গীতা দেখতে মধ্য মিলে ।

যজ্ঞর হিংসাত্মক কার্য্যর দূরিকণ নিমিত্ত সে আত্মিক মর্মস্পর্শী করুণ ভাষা প্রয়োগ

করছিল । একবার মহাবীর ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীকে জিগেসকল - আপণাকে সুখ অপ্রিয় না দুঃখ ?

স্বাভাবতঃ তারা বলিল - আমাকে দুঃখ নিশ্চিয় অপ্রিয় ।

এহা শুণে ভগবান বলিল - আপণাদিকে দুঃখ যেমতন অপ্রিয় , সেমতন মধ্য অন্য প্রাণীদিকে দুঃখ অপ্রিয় হয়থাকবে । তবে আপণারা হিংসাকে অহিংসা পোষাক পরাছ কেমতন ? প্রাণি হিংসাতে যেমতন আপণাকে আনন্দ অনুভব করছ ? অন্যর বিনাশ সনাতন সৃষ্টি কল্পনা করতেপারে কেমতন ? সেইথিকে নিবৃত্ত হছনা কেন ?

ভগবান বুদ্ধ বহুজনহিতায় উদঘোষণ করবা বেলাতে মহাবীর বহুজীবহিতায়র উদঘোষণ করছ ।সমদর্শী মহাবীর বলিল , অহিংসা পাত্রতে হিংসা একটি হলে বি ছিদ্র রহিতেপারেনা । এহা চণ্ড়কৌশক সর্প আমাকে দংশন করবা সময়ে আমি তাকে প্রেম পূণ্ঞ দৃষ্টিতে দেখছি । ফলতে বিষধর সর্প শশড়থ ডএযাএ এবং তামধ্য সমতার নিঝঁর প্রবাহিত হতেপারে ।

মহাবীর মততে আদর্শ যজ্ঞ সংজ্ঞ কি , তাহা নিম্ন উল্লখিত উপাখ্যানতে সুস্পষ্ট । একবার মহাবীর শিষ্য হরিকেশ মুনি কুনু এক যজ্ঞ বেদিতে রুদ্রদেব যজ্ঞ করবা সময় কহিল -

ল্লহে ব্রাহ্মণগণ ! আপণার যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ নই ল্ল।

- ল্লমহানুনে ! আপণি কেমতন কহিল যে আমাদের যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ নই ?ল্ল

হরিকেশ কহিল- ল্লযাতে হিংসাত্মক আচরণ হএ, তাই শ্যেষ্ঠযজ্ঞ হবা সম্ভবপর নই । ল্ল

ব্রাহ্মণ বলিল - ল্লতবে শ্রেষ্ঠযজ্ঞ কাহাকে বলাযাএ , আপণি বল ।ল্ল

- ল্লহে মহাবুনে ! আপণি কি যজ্ঞ কর ?ল্ল

- ল্লহঁ মহাভাগ ! আমি প্রতিদিন যজ্ঞ করি ।ল্ল

মুনির এহি উক্তি রুদ্রদেব বিস্মিত হল । সেস্বপ্নতে সুদ্ধা ভেবেছিলনি যে শ্রমণমানে যজ্ঞ করে । আশ্চর্য্যান্বিত হয় সে প্রশ্ন কল - ল্লহে মহামুনি ! তুমার জ্যোতি কি ? জ্যোতির - স্থান কি ? ঘৃত ঢালবা শ্রুব কি ? অগ্নিকুণ্ড় কুনটা ? তুমার ইন্ধন এবং শান্তিপাঠ কি ?ল্ল

এহার উত্তরতে মুনি হরিকেশ অহিংসক যজ্ঞতে বাখ্যা কল । সে এহি জ্ঞান মহাবীরথিকে প্রাপ্ত হল । সে কহিল - ল্ল রুদ্রদেব ! তপস্যা হছে আমার যজ্ঞ জ্যোতিন্ত চৈতন্য হছে জ্যেতিঃস্থানন্ত কর্ম হছে ইন্ধন এবং সংটম হছে শান্তিপাঠ । এইপরি ভাবে আমি নিয়ত অহিংসক যজ্ঞ করছি ।

এহি সংবাদ স্পষ্টতঃ সূচনা দিএযে মহাবীর যজ্ঞর বিরুদ্ধাচরণ করছিওতড় ঁেণঠএইটিতে সংস্কার এনেছিল ।

ধর্ম এবং সংপ্রদায়

ভগবান সম্মুখতে সংপ্রদায় গুণ ধর্মর আত্মাকে কলুষিত করে । তবে সে ধর্মকে সাংপ্রদায়িকতা মুক্ত করে তাকে সর্বব্যাপি করেছিল ।

একবার গৌতম মহাবীরকে প্রশ্ন কল - কত দার্শনিক কহে যে আম সংপ্রদায় হিঁ ধর্ম আছে এ এতদব্যতীত অন্য কুনু ধর্ম নেই । এ সংপর্কতে আপণার মত কি ?

মহাবীর কহিল - হে গৌতম ! যারা বলে যে , আমাদের সংপ্রদায়তে শরণাপন্ন হঅ তুমি এহি সংসার বন্দন থিকে মুক্ত হবে, অন্যথা তুমার মুক্তি নেই - তাদের এমতন উক্তি এবং মুক্তির প্রত্যশা এক সংপ্রদায়িক উন্মাদ মাত্র । এহি উন্মাদ দ্বারা উন্মাদ দ্বারা উন্মত্ত ব্যক্তি অন্যকে উন্মাদিত হিঁ করেথাকে । হে গৌতম ! নাম এবং রূপ সহিত ধর্মর কুনু সংপর্ক নেই - আধ্যাতমিক সহিত কেবল এহা সম্বন্ধিত তবে আধ্যাতমিক অনুসরণ করে একজণা ধার্মকি হতেপারেনা এবং সংসার বন্ধন মুক্ত হতেপারে ।

সাধনাপথতে সমন্বয়

কত মত মহাবীর কঠোর তপস্যা পরিপন্থী ছিল কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গৃহত্যাগ পরথিকে মহানির্বাণ পর্য্যন্ত তার জীবনব্যাপি সাধনা অহিংসা ধর্মর প্রতিষ্ঠা নিমিত্ত অভিযান মাত্র । হিংসাকে জয় করবা সামান্য কার্য্য নই, কারণ, আদি কালথিকে হিংসাভাব মানবকে দাস করে রেখেযছ । মহাবীর কদাপি শারীরিক কষ্টকে আমন্তণ করবা সপক্ষে মত ব্যক্ত করেনি বরং তাকে সুপষ্ট মত হছে যে যদি অহিংসা-আচরণ মার্গতে কুনু বাধা-বিঘ্ন বা শারীরকি দুঃখ সম্মুখীন হতে পড়ে , তবে ধর্য্য সহকারে তাকে বরণ করবা সত বিধেয় ।

মহাবীর সঞ্চিত সংস্কার বিনরশ জনে স্বয়ং কঠোর তপশ্চরণ করছিল(স্বশরীরকে কষ্ট

দবার জনে নই) । ধ্যানকে তপস্যা থিকে মহত বলে কহছিল । তার মতে দুই মিনিট ধ্যান দুই দিনের উপবাসথিকে মধ্য শ্রেষ্ঠতর । তপস্যা বহ্যসাধনা এবং ধ্যান অন্তসাধনা অটে । কেবল ধ্যান বা কেবল তপস্যা সাধনা নই বরং এই দুইটি সুসমন্বয় সাধনাপথে সুগম হয়থাকে ।

মহাবীর সময় কত অজ্ঞ তপস্বী গতানুগতিক-ন্যায় তপঃসাধনা করছিল । তারা নগ্ন শরীর হয়কণ্টকপরি শয়ন করছিল ফলে তাদের শরীর রক্ত রঞ্জিত হছিল । কত তপস্বী বৈশাখ রৌদ্রস্নান পঞ্চগ্নি তপশ্চরণ করছিল এবং কত প্রবল শিততে শীতল জলমগ্ন হএ তপঃসাধনা করছিল। মহাবীর তাদিকে বাল তপস্বী নামতে নামিত করছিল ।যদি মহাবীর কঠোর তপশ্চর্য্যা পরিপন্তী হয়থাকে , তবে এবং বিধতপশ্চরণকারী তপঃসাধনা প্রণালীকে নিন্দা করেথাকত কেন ?

একবার গৌতম প্রশ্ন কল -

ভগবান ! শরীরকে কষ্ট দবা ধর্ম সম্মত কি ?

তাকে ধর্ম বোলে কহিতে নেই ।

তাহলে তাই কি ধর্ম ?

মহাশয় ! তবে তাহা কি ?

হে গেঔতম ! রোগী তিক্ত ঔষধ সেবন করে । তবে আমি কি বলব তাই স্বাস্থপ্রতি হিতকারী ? ঔষধ ব্যবস্থা রোগ উপশম চিকিস্যা ব্যবস্থা মাত্র । সুমিষ্ট ঔষধ সেবন দ্বারা যদি রোগীর রোগ আরোগ্য হতে পারে , তাহলে তিক্ত ঔষধ কুনু আবশ্যকতা রহিতনা । সেমতন স্নিগধ পুষ্টিকর ভোজন শরীরকে পুষ্ট করত কিন্তু পীড়িত থাকবা সময় এহি খাদ্য শরীর প্রতি হানিকারক । তবে শরীরকে কষ্ট দিব ধর্ম বোলি আমি কহিনা , বরং সংস্কার শুদ্ধকে আমি ধর্ম বোলে কহি ।

ভগবান কায়াক্লেশকে তপস্যা বোলে স্বীকার করেছিল কিন্তু তাহার অর্থ শরীরকে কষ্ট দিবা নই , বরং তপঃ দ্বারা শরীর এবং মনঃস্থিতিকে বিকশিত করে । তাইজনে মহাবীর বলে -

জুন ব্যক্তি পর জীবন পরিপূণ্ঞ পরিবার প্রাপ্তি নিমিত্ত গৃহ ত্যাগ করে , রাজর্ষি-বৈভবপ্রাপ্ত নিমিত্ত ধর্ম ত্যাগ করে এবং অপসরাপ্রাপ্তি নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করে ,

সে ব্যক্তি মূর্খতা পূর্বক ইন্দ্রিয়, শরীর এবং মনপ্রতি অত্যাচার হিঁ করেথাকে । এহি অত্যাচার নাম সংতাপ-সাধনা নই ।

সাধারণ জনতা জনে লৌকিক ভাষা

মহাবীর সমসাময়িক পণ্ডিত ব্যক্তিরা সংস্কৃততে লিখছিল এবং কথাবার্ত্তা মধ্য করছিল ।তাই সাধারণ জনতা জনে বেধগম্য হছিলনি । মহাবীর লক্ষ্য ছিল জগতের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন । এথি নিমিত্ত জদসাধারণ সংপর্কস্থাপন অপরিহার্য্য ছিল । সংস্কৃত ভাষা মাধ্যম এহি কার্য্য সস্কবপর হছিলনি সে লৌকিক ভাষা প্রয়োগ করছিল । তার উপদেশবলী আবালবৃদ্ধবনিতা সবাএ হৃদয়ঙ্গম করছিল । এবং তাঙ্ক মুখ্যনিঃস্ৃত অমিয় বাণী দগধ ক্ষত প্রলেপ মতন কার্য্য করছিল ।

মহাবীর ঈশ্বরীয় সন্দেশ প্রেরক রূপে অবতীণঞ হএ ছিল । তার সন্দেশ ছিল স্বসাধনালবধ অনুভব সন্দেশ । সেহি সময়ে কত ব্রাহ্মণ ঈশ্বরীয় সন্দেশ প্রেরক ভাবে নিজেকে দাবিকরে সাধারণ ব্যক্তি বুঝতে নাপারবা ভাষা ঈশ্বরীয় সন্দেশ ব্যক্ত করছিল । সমাজতে নিজেকে উচ্চ সম্মানিক ব্যক্তি ভাবে প্রমাণিত করবা জনে তারা এই পররাকে ভঙ্গ করে মহান সত্যকে সর্বসাধারণ বোধগম্য ভাষাতে উপস্থাপন কল ।

কর্ম, পুর্নজন্ম ও ঈশ্বর

কর্মবাদ

কর্মবাদ অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব-ইচ্ছাতে করেথাকবা কর্মফল অবশ্য ভোগ করে কর্মর ফল কবে হলে নিষ্কল হয়না । যদি কুনু কর্মর ফল এই জীবন প্রাপ্ত হএনা তাহলে পরজন্ম তার ফল আবশ্য ভোগ করতে পড়ে । কর্মদ্বারা হিঁ জন্মান্তর প্রাপ্ত হএ । জন্মগত ভেদ, সু-দুঃখ অসমঞস আদির কারণ কর্ম । প্রাণী স্বয়ং কর্মবদ্ধ এবং কর্মভোগর অধিষ্ঠাতা ।

কর্মবাদ বিরুদ্ধ আপত্তি দর্শাই কত বলে যে কর্মবাদ ব্যক্তি ইচ্ছা স্বতন্ত্য র কুনু স্থান নেই কারণ , ব্যক্তির প্রত্যেক কার্য্য কর্মবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় । তাহলে সে স্বতন্ততা করবা এবং সেই পরিস্থিতি নূতন কর্ম বন্দনতে পড়ে পুনশ্চ নূতন কর্ম ফল ভোগ করবা । এই কর্মফল ভোগ এবং নবীন কর্ম বন্দনতে পররা নিরন্তর ভাবে ব্যক্তি স্বাতন্ত হস্তক্ষেপ বিনা চলবে ।

কিন্তু এইখানে ভাবিবা উচিত নই যে প্রাণী ফল ভোগ করবা যেমতন পরাধীন , নবীন কর্ম উপার্জন করবা মধ্য সেমতন পরাধীন । প্রাণীকে নিজ পূর্ব অর্জিত কর্মফল অবশ্য ভোগ করতে পড়ে , কিন্তু মানসিক শুদ্ধতা, শারীরিক সংটমতা তথা বাহ্য পরিস্থিতি অনুযায়ী সে নিজের নবীন কর্ম উপার্জনকে হিঁ নিয়ন্তণ করতেপারে-তবে কর্মবাদ ইচ্ছা স্বাতন্ত্য অবশ্য দেখতে মিলে ।

বিশ্বর বৈচিত্র ব্যাখ্যা করতে যিএ কত দার্শনিক কর্মবাদ ব্যতীত অন্য কত সিদ্ধান্ত মধ্য উপস্থাপন করত যথা - কালবাদ,স্বভাববাদ, নিয়তিবাদ, যদৃচ্ছাবাদ, পরুষবাদ ইত্যাদি । এই সিদ্ধান্ত গুন সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নতে দিআগেল ।

কলাবাদ

শাস্তবার্ত্তা সমুচ্চয়তে কালবাদর বণঞ্চনা করতে যিএ বলাগেছেযে কুনু প্রাণী মাতৃগর্ভতে প্রবেশ করবা , বাল্য-পৌগণ্ড়- যৌবনাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয় মৃতু বরণ করবা আদি বিভিন্ন ঘটণা কাল অভাবতে ঘটতে পারবে না । তবে সমস্ত ঘটণা কারণ হিঁ এই কাল ।

স্বভাববাদ

স্বভাববাদী অনুযায়ী সংসার সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি নিজের স্বভাব জনে হিঁ হএথাকে । নিজ স্বভাব জনে হিঁ প্রত্যেক বস্তু অন্তরতে নষ্ট হএযাএ । অতএব সংসার সমস্ত ঘটণা সমূহ কারণ হিঁ স্বভাব ।

নিয়তিবাদ

জগতর প্রত্যেক ঘটণা পূর্বতে হিঁ নিদ্ধারিত । এইটি ব্যক্তির ইচ্ছা-স্বাতন্ত্য কুনু স্থান নেই । যাহা হবাকথা তাই অবশ্য হবে । তবে কুনু ঘটণা প্রতি ভয়, চিন্তা বা আশা করবা যেমতন নিরর্থক সেমতন কুনু কার্য্যজনে অন্যর প্রশংসা বা নিন্দা করবা সেমতন নিরর্থক । এই সিদ্ধান্ত বল , বীর্য্য, শক্তি ও পরাক্রমকে অস্বীকার করে সমস্ত প্রাণীকে অবশ , দুর্বল এবং বীর্য্যহীন করেদিএ ।

যদৃচ্ছাবাদ

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কারণবিশেষ বিনা হিঁ কার্য্য উত্পতি হএথাকে । কুনু ঘটণা বা কার্য্যবিশেষ জনে কুনু নিমিত্ত কারণ কল্পনা করবা অনাবশ্যক । সমস্ত ঘটণা অকারণ

বা অকস্মাত হিঁ সৃষ্টি হএথাকে ।

পুরুষবাদ

পুরুষবাদ দুই প্রকার - ব্রহ্মবাদ এবং ঈশ্বরবাদ । ব্রহ্মবাদ অনুযায়ী ব্রহ্ম হিঁ সমস্ত পদার্থর উপাদান কারণ । ঈশ্বরবাদ অনুযায়ী সংসার সমস্ত ঘটণা নিমিত্ত কারণ ঈশ্বর । সে বিশ্বর সংযোগ তথা ব্যবস্থাপক ।

জৈন দর্শন কর্ম প্রকৃতি বা কর্মফল

বিভিন্ন প্রকার অনুকূল তথা প্রতিকূল ফল প্রদান করেথাকে । এই মূল প্রকৃতিগুন হল - ১) জ্ঞানবরণ, ২) দর্শনাবরণ,৩) বেদনীয়, ৪) মোহনীয় , ৫) আয়ু, ৬) নাম, ৭) গোত্র এবং ৮) অন্তরায়

এই মূল প্রকৃতিগুন সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নতে দিআগেল

জ্ঞানবরণ

জ্ঞান যেহেতু পাঞ্চ প্রকার, জ্ঞানবরণ মধ্য সেমতন পঞ্চবিধি । এই জ্ঞানবরণ গুন (মতজ্ঞানবরণ, শ্রুতজ্ঞানবরণ, অবধিজ্ঞানবরণ, মনঃপর্য্যায় জ্ঞানবরণ , কেবল জ্ঞানবরণ) যথাক্রমে মতি, শ্রুত, অবধি, মনঃপর্য্যায় এবং কেবলজ্ঞান আবরণ বোলে বলাযাএ ।

দর্শনাবরণ

এই কর্ম আত্মার দর্শন গুন আবৃত করাথাকে । এহার নকটি দত প্রকৃত মধ্যরু প্রথম চারটি দর্শন সহিত এবং অন্য পাঞ্চটি পাঞ্চপ্রকার নিদ্রা সহিত সংবদ্ধিত । প্রথম প্রকার কর্মদ্বারা দৃকশক্তি ক্ষীণ হএথাকে । তবে এহাকে চক্ষুদর্শনাবরণ বলাযাএ । চক্ষু ব্যতিত অন্য ইন্দিয় তথা মনদ্বারা উত্পন্ন হবা জ্ঞান আবৃত করবা কর্ম চক্ষুদর্শনাবরণ ।

অবধি এবং কেবল দর্শনাবরণীয় কর্মদ্বারা তসংবদ্ধীয় দর্শনগুন বিকাশতে বাধা উপস্থিত হয় ।

নিদ্রা-এহি কর্মর উদয় হলে প্রাণী অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে তাকে একবার বা দুই বার ড়াকলে সে জাগ্রত হয় বা নিদেথিকে উঠেপড়ে ।

নিদ্রা-নিদ্রা এই কর্ম উদয়হলে প্রাণী গাঢ নিদ্রাতে শুএ ।

প্রচলা- এহি কর্মদ্বারা প্রাণী ঠিআহবা অবস্থাতে বা বসবা অবস্থাতে নিদ্রাভিভূত হয় । স্থানগৃদ্ধি-নিন বা রাত্র চিন্তা করবা কার্য্যবিশেষকে নিদ্রা অবস্থাতে সংপন্ন করবা নাম স্থানগৃদ্ধি । যুন কর্মদ্বারা এই প্রকার নিদ্রা আসে, তার নাম মধ্য স্ত্যানগৃদ্ধি ।

বেদনীয়

এই কর্মর দুটি উত্তর প্রকৃতি হেলান্ত সাতা এবং অসাতা । যুন কর্মউদয়তে প্রাণীকে অনুকূল পদার্থ প্রাপ্তি সুখ অনুভব হয় তাকে ল্লসাতা বেদনীয় ল্লবলাযাএ এবং যুন কর্ম দ্বারা দুঃখদায়ক পদার্থ প্রাপ্তি হয় তাকে ল্লঅসাতা বেদনীয়ল্ল বলাযাএ ।

মোহনীয়

এই কর্মর দুটি উত্তর প্রকৃতি হল (১) দর্শন মোহনীয় এবং ২)চরিত্র মোহনীয় ।যুন পদার্থ যেমতন আছে তাকে সেমতন ভাবে গ্রহণ করবা বা বুঝাবাকে দর্শন বলাযাএ । আত্মার এই গুণকে আচ্ছাদিত করবা কর্ম নাম দর্শন মোহনীয় । যদ্বারা আত্মারনিজর যথার্থ স্বরূপকে জাণবা বাধা সৃষ্টি হয় তাকে চরিত্র মোহনীয় বলাযাএ । দর্শন মোহনীয় কর্মর তিনটি ভেদন্ত যথা - ১) সম্যকত্ব মোহনীয় , ২) মিথ্যত্ব মোহনীয়, ৩) মিশ্রমোহনীয় । চরিত্র মোহনীয় দুটি ।

কষায় মোহনীয় চার প্রকার - ক্রোধ , মান, মায়া এবং লোভ ।এই চারটি কষায়প্রত্যেক নিজের জীব্রতা এবং মন্দতা দৃষ্টিরু পুনঃ চার ভাগ বিভক্ত হএছে । সেগুন হল - অনন্তানুবদ্ধী অপ্রত্যাখ্যানবরণ, প্রত্যাখ্যানবরণ এবং সংজস্কলন । সেমতন কষায়মোহনীয় কর্মর সর্বমোট ষোহল প্রকার ভেদ দেখতে মিলে । নোকষায়র নঅটি ভেদ আছে ১) হস্য , ২) রতি ৩) অরতি , ৪) শোক , ৫) ভয়, ৬)জুগুপসা , ৭) স্তীবেদ (স্তীর পুরুষ সহিত সংভোগ করবার কামনা)৮) পুরুষবেদ (পুরুষর স্তী সহিত সংভোগ করবার কামনা) ৯) নপুংসক বেদ (এই কর্ম তীব্রতম কামাভিলাষ প্রতীক । এইটি কামুকর লক্ষ্য উভয় পুরুষ এবং স্তী প্রতি) এমতন ভাবে চরিত্র মোহনীয় পচিশগোটি ভেদ আছে ।

আয়ু

এই কর্মর চারটি ভেদ আছে যথা ১)দেবায়ু ২) মনুষ্যায়ু ৩) নির্য্যঞ্চায়ু ৪) নরকায়ু । আয়ুকর্ম জনে প্রাণী জীবিত থাকে এবং কর্মর ক্ষয়তে সে মৃতুে্যে বরণ করেথাকে ।

নাম

এই কর্মর একশহ তিনটি উত্তর প্রকৃতি আছে । এই উত্তর প্রকৃতি গুন হল

১) পিণ্ড়প্রকৃতি (সমূহ প্রকার)

২) প্রত্যেক প্রকৃতি (ব্যক্তি প্রকার)

৩) ত্রসদশক (স্বয়ং চালিত)

৪) স্থাবরদশক (স্থাবর পদার্থ)

পিণ্ড়প্রকৃতি জনে প্রাণী পাঞ্চ জাত, পাঞ্চ শরীর, পন্দরটি বন্ধন, শরীর পাঞ্চটি বণ্র্ঞ, দুটি গন্ধ , পঞ্চরস আদি সংযোজনাতে হএথাকে ।

প্রত্যেক প্রকৃতি জনে প্রাণী শ্রেষ্ঠ ভাবনা, ধর্মস্থাপন ক্ষমতা আদির অধিকারী হএথাকে ।

প্রাণী সুন্দর শরীর , মধুরবাণী, সহানুভূতি ভাব অধিকারী হবার কারণ ত্রসদশক কর্ম ।

গোত্র

এই কর্ম দুই প্রকার উচ্চ এবং নীচ । জুন কর্মদ্বারা প্রাণী উচ্চ কূলে জন্ম গ্রহণ করে , তাকে উচ্চগোত্র কর্ম বলাযাএ এবং জুন কর্ম দ্বারা প্রাণী নীচকূলে জন্ম গ্রহণ করে তাকে নীচ গোত্র কর্ম বলাযাএ । বংশগত শারীরিক সুস্থতা , সুরূপততা, সংস্কার সংপন্নতাদি উচ্চগোত্র লক্ষণ এবং শারীরিক অসুস্থতা , সংস্কার হীনতাদি নীচগোত্র লক্ষণ ।

অন্তরায়

জুন কর্ম দ্বারা দান-লাভ, ভোগ উপভোগ , বীর্য্য আদি শক্তির নাশ হএ , তাহাকে অন্তরায় কর্ম বলাযাএ ।সেমতন জ্ঞানবরণ কর্ম আত্মার জ্ঞানগুণ আবৃত কয়েথাকে , সেমতন অন্তরায় কর্মআত্মার শক্তি.বা বীর্য্যগুণ আবৃত করেথাকে । এই অন্তরায় কর্ম পাঞ্চ প্রকার যথা ১)দানান্তরায় ২) লাভান্তরায় ৩) ভোগন্তরায় ,৪) উপভোগন্তরায় ,৫) বীর্য্যান্তরায়

অভীষ্ট বস্তু থাকে মধ্য তার প্রাপ্তিভাবনা নাহবা লাভান্তরায় কর্ম ।

ভোগ সামগ্রী নিকটে থাকে এবং ভোগ করবার ইচ্ছা থাই মধ্য যেউঁ কর্মদ্বারা প্রাণী ভোগ্য পদার্থ ভোগ করবা জনে সমর্থ হতেপারেনা , সেই কর্ম ভোগন্তরায় ।

জুন বস্তুকে একবার মাত্র ভোগ করাযাএ , তাই ভোব্যবস্তু যথা অন্ন, জল আদি ।

বারংবার ভোগ করবা বস্তুকে উপভোগ্য বস্তু বলাযাএ যথা বস্ত্র, আভুষণ আদি । উপভোগ্য বস্তু নিকটে থেকে মধ্য তাকে উপভোগ করবারজনে সমর্থ নাহবা কারণ উপভোগন্তরায় ।

জুন কর্মদ্বারা প্রাণী নিজ বীর্য্য , সামর্থ, শক্তি আদি প্রয়োগ করতে চাহিঁলে মধ্য তাকে উপভোগ করবার জনে সমর্থ হয়না তাকে বীর্য্যন্তরায় বলাযায় ।

নৈতিকত্ব

জৈনদর্শনতে নঅটি নৈতিক - তত্বকে স্বীকার করাগেছেজীব, অজীব, পুণ্য, পাপ , আস্রব, বন্দ, সংবর , নির্জরা এবং মোক্ষ । এই তত্ব গুনস্বতন্ত এবং বিস্তুত রূপে জৈনদর্শনতে আলোচিত হয়ছে ।

জীব এবং অজীব

যাহার চেতনা আছে, তাকে জীব এবং চেতনা নেই তাকে অজীব বলাযাএ । এই দুইটি তত্ব স্বরূপ বিষয় পরে আলোচনা করাগেছে ।জৈনমত অনুযায়ী এই দুইটি তত্বর মিশ্রণতে কর্ম সৃষ্টি হয় এবং জীবন চক্র উদয় হয় ।নৈতিকতত্ব বিচার করবাসময় জৈন-দার্শনিকগণ মুখ্যতঃ এই দুইটি বিষয় উপরে আলোচনা করাগেছে । প্রথমতঃ স্বতন্ত আত্মা কেমতন জীবন মরণ-চক্রতে পড়ে নিজ শুদ্ধ চেতনাকে দূষিত করে এবং দ্বিতীয়তঃ সে কেমতন নিজ স্বতন্ততা পুনঃপ্রাপ্ত হয় বা পুদগলথিকে মুক্তি পাএ ।

পুণ্য এবং পাপ

নয়াবাদ ও স্যাদবাদ

নয়াবাদ

বস্তু অনন্ত গুণধর্মযুক্ত ।স্যাদবাদ বা প্রমাণ দ্বারা বস্তুর গুণকে পূণঞভাবে গ্রহণ করাযাএ । প্রমাণদ্বারা গৃহিত বস্তু কুনু নিদ্ধিষ্ট গুণ জ্ঞান নয় বলাযায় । এক নিদিতর্ধষ্ট দৃষ্টিকোণ বা দৃষ্টিভঙ্গী নাম নয় । নয়কে সম্যকভাবে স্বীকার করাগেছে, কারণ এহা প্রয়োজন হেতু নিজ ধর্মকে মুখ্যভাবে বিশ্লেষণ করাগেছে মধ্য বস্তুর অন্যান্য ধর্মকে অস্বীকার করেনা কেবল তারা সাময়িক উপেক্ষাভাব পোষণ করাগেছে ।

বস্তুমধ্য অনন্ত গুণধর্ম থাকবা বস্তুকে অনন্ত দৃষ্টিকোণতে বিচার করাযাতে পারে ।তবে নয়গুন সংখ্যা মধ্য অনন্ত , মাত্র জৈনদার্শনিক গন নয়গুন মুখ্যতঃ সাত ভাগতে বিভক্ত করাগেছে যথা নৈগম, সংগ্রহ, ব্যবহার,ণুজুসূত্র , শব্দ,সমভিরুঢ এবং ভূত ।

নৈগমনয়

গুণ এবং গুণী , ক্রিয়া এবং কারক আদি মধ্য থাকবা ভেদ এবং অভেদ সংপর্ককে বিশেলষণ করবা নৈগমনয় । এই নয় ভেদকে মুখ্যভাবে গ্রহণ করবা অভেদকে গৌণ তথা অন্য সময়তে অভেদকে মুখ্যভাবে গ্রহণ কলাপরে ভেদকে গৌণভাবে গ্রহণ করাগেছে । উদাহরণতঃ - গুণ এবং গুণী সংপর্ক বিচার করাযাউ - ল্লজীব সুখী ল্ল এইখানে জীব গুণী এবং সুখ তার গুণ । জীব এবং সুখ এইখানে মুখ্য তথা ভেদ গৌণ ।

কত নৈগমনয় কে সংকল্পমাত্রগ্রাহী মধ্য । উদাহরণ স্বরূপ এক জণা ব্যক্তি জঙ্গলকে কুরাটী নিয় জাছে । যদি তাকে কেউ প্রশ্ন করে - তুমি কুথাএ যাছ ? সে উত্তর দিএ - আমি কবাট আনতে যাছি , কাঠ আনবাপর জালনা তিআরি হবে । জালনা সংকল্প-দৃষ্টিকোণতে সে উপযুক্ত উত্তর দিএছে ।

সংগ্রহনয়

প্রত্যেক পদার্থ সামন্য -বিশেষাত্মক, ভেদ-অভেদত্মাক । এই দুই গুণ ধর্ম মধ্য জুন ধর্ম

সামান্য ধর্মকে গ্রহণ করে বিশেষধর্ম প্রতি উপেক্ষাভাব পোষণ করে তাই সংগ্রহনয় । এই নয় দুই প্রকার -ক্পর সংগ্রহনয়ল্ক এবংক্অপর সংগ্রহনয়ল্ক । পরসংগ্রহনয় সমস্ত পদার্থকে সতরূপে সংগ্রহ করাযাতেপারে অর্থাত কুনু পদার্থ এমতন নই , যাহা সত নই । অপর সংগ্রহনয় তে এক দ্রব্য রূপে সমস্ত দ্রব্য, পর্যায়রূপে সমস্ত পর্য্যায়কে এবং গুণ রূপে সমস্ত গুণ সংগ্রহ করাযাএ ।

ব্যবহারনয়

ক্ সংগ্রহনয় ল্ক দ্বারা গৃহীত অর্থকে বিশেষ ভাবে গ্রহণ করবাক্ব্যবহারনয়ল্ক । তবে ক্ব্যবহারনয়ল্ক পদার্থ বিশেষ গুণ বিচারকরাযায় । এহি নয়র মুখ্য প্রয়োজন ব্যবহার সিদ্ধ । বস্তুর কেবল সামান্য গুণ জ্ঞান দ্বারা ব্যবাহারিক জীবন সস্কবপর নই, তবে বস্তুর বিশেষ গুণ-ধর্ম জ্ঞান নিত্যান্ত আবশ্যক ।

রুজুসূত্রনয়

প্রত্যেক দ্রব্য মধ্য কালক্রমে পর্য্যায়ভেদ পরিলিক্ষিত হয় । এই ভেদ দ্রব্যমূলক নই - পর্য্যায়মূলক । এই নয় ভূত এবং ভবিষ্যত কালকে উপেক্ষা করে বর্ত্তমান হিঁ গ্রহণ করেথাকে কারণ অতীতর বিনাশ হয়গেলে এবং ভবিষ্যত অনুতপন্ন । ভুত এবং ভবিষ্যতকে এই নয় অস্বীকার করেনা পরন্তু প্রয়োজন-দৃষ্টিকোণতে সেসব উপেক্ষা ভাব পোষণ করত । উদাহরণ স্বরূপ - সম্রাট চরিত্র অভিনয় করবা অভিনেতা কেবল রঙ্গমঞ্চ উপরে সম্রাট বোলে ভাববা উচিত সময় তাকে সম্রাট বোলে ভাববা অনুচিত । এই নয় ক্ষণিকবাদ বিশ্বাস করে । বস্তুর প্রথম ক্ষণ এবং দ্বিতীয় ক্ষণ মধ্যতে প্রভেদ পরিলিক্ষিত হবার বস্তুর প্রত্যেক অবস্থা অন্য অবস্থাথিকে সূণ্র্ঞরূপে ভিন্ন ।

শব্দনয়

কাল , কারক , লিঙ্গ আদির প্রভেদ প্রতীতভেদ স্বীকরণ নাম শব্দনয় । শব্দভেদকে অর্থভেদ নিণ্ঞয় এহার কার্য্য ।

কালভেদতে কেমতন অর্থভেদ হয়, তার উদাহরণ হছে কটক নগর ছিল । এবং কটক নগর আছে । এই দুই বাক্য মধ্য জুন অর্থ ভেদ পরিলিক্ষিত হয়, তার কারণ হছে শব্দনয় ।

কারকভেদতে মধ্য অর্থভেদ হয়থাকে যথা - রমকে , রমথিকে, রামজনে ইত্যাদি । সেমতন উপসর্গ যোগতে মধ্য সেই একি ধাতুর বিভিন্ন অর্থ হয়থাকে । সংস্থান, প্রস্থান , উপস্থান মধ্যতে জুন অর্থভেদ দেখাযাএ , তার একমাত্র কারণ শব্দনয় , তবে এই নয় অনুযাযী ভিন্নকাল বাচক, ভিন্নকারসন্ন , ভিন্নলিঙ্গক , ভিন্নসংখ্যক শব্দ কবে সম-অর্থবাচক হতেপারেনা তবে শব্দ ভেদতে অর্থভেদ হয়থাকে ।

সমভিরূঢনয়

শব্দনয়,সমকালবাচক , সমলিঙ্গক তথা সমসংখ্যক শব্দমান মধ্য কুনু প্রভেদ স্বীকার করেনা । সমভিরূঢনয় অনুযায়ী কেবল কাল ,লিঙ্গ , কারক আদি ভেদ অর্থভেদ করবা পর্য্যাপ্ত নই সমলিঙ্গ বা সমকালিক শব্দ মধ্য বু্যপতমূলক শব্দভেদ অর্থভেদ অবশ্য গ্রহণীয় । প্রত্যেক শব্দ নিজ নিজ বু্যপত স্ব-স্ব কতৃক ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রতিপাদন করেথাকে কারণ স্বরূপ - ইন্দ্র , পুরন্দর এবং শক্র এই তিনি শব্দ নিআযাঊ । এই শব্দত্রয় সমলিঙ্গ হবারজনে এহার অর্থঁ একার্থবাচী কিন্তু সমভিরূঢনয় অনুযায়ী এই তিনি শব্দ বু্যপুত অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং অর্থভেদ পরিলিক্ষিত হয় । ইন্দ্র শব্দ অর্থ হছে ঐশ্বর্য্য অধিকারী পুরন্দর অর্থ হছে শত্রুবিনাশকারী এবং শুক্র শব্দ অর্থ হছে শক্তি প্রদর্শন । অর্থভেদ থাকবার জনে ইন্দ্র সে শক্র বা পুরন্দর হতেপারে । সেমতন নৃপতি ,ভূপতি , রাজা আদি পর্য্যায়বাচী শব্দ মধ্য অর্থভেদ পরিলিক্ষিত হয় ।

এবংভূতনয়

যতখানে জুন শব্দর বু্যপত্তগতি নিষ্পন্ন অর্থ ক্রিয়াশীল হয় , ততখানে সেই নির্দ্ধষ্টি অর্থ উক্ত শব্দ প্রয়োগ করবা উচিত । এবং ভূতনয় দ্বারা এই প্রভেদ নিণ্ঞীত হয় ।

এহা ইন্দ্র , পুরন্দর এবং শক্র শব্দ মাধ্যমতে স্পষ্টীভূত হতেপারে । ইন্দ্র র বুপত্তিগত অর্থ হল যে ঐশ্বর্য্য অধিকারী বা যে ইন্দ্রসন শোভিত হয় । তবে ইন্দাসন শোভিত হবা সময় হিঁ তাকে ইন্দ্র বলাযাবা উচিত শক্তির প্রয়োগ বা অন্য কার্য্য সাদন করবা সেই ব্যক্তিপাইঁ ইন্দ্র শব্দ প্রয়োগ অনুপযুক্ত ।

স্যাদবাদ

জৈনদর্শন অনুযায়ী বস্ত্রতে অনন্ত গণ নিহিত । বস্ত অনেক দৃষ্টিকোণ থিবা হিঁ পরম সত্য । সেগুণ আমার বুদ্ধিগ্রাহী হতে নাপারে বিরোধভাবপরি প্রতিত হয় । নৈয়াক অনুযায়ী আকাশ নিত্য এবং দীপশিখা অনিত্য । বৌদ্ধ পণ্ডিত মতানুসারে আকাশ এবং দীপশিখা উভয় অনিত্য । কিন্তু মহাবীর এহার মিমাংসা করবা সময় এই দুই দার্শনিক এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ নিএ বিচার কল । মহাবীর ঊক্ত দীপশিখা সাধররণতঃ অনিত্য বলাযাএ কিন্তু তাই মধ্য নিত্য । সেমতন আকাশকে নিত্য বলাযাএ, তাই অনিত্য মধ্য । দীপশিখা এক পর্য্যায় , পরমাণুর তেজস রূপ অবস্থাকে দীপশিখা বলাযাএ ।দীপশিক্ষা সমাপ্ত হবা অর্থ হছে পরমাণুর তৈজস পর্য্যায় পরিসমাপ্তি । তৈজস পর্য্যায়র বিনাশ হল পরমাণু বিনষ্ট হয়যাএ , কারণ পরমাণু চির শাশ্বত । তবে পর্য্যায় দৃষ্টিতে বিচার কলে দীপশিখা অনিত্য এবং দ্রব্য দৃষ্টিতে বিচার কলে তাই নিত্য ।

এহা আপেক্ষিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে মহাবীর বৌদ্ধিক অহিংসা ক্ষেত্রতে এক নূতন যুগ সৃষ্টি কল । সেই সময় দার্শনিক তত্ত্ব নিরূপণ নিমিত্ত বৌদ্ধিক ব্যায়ম চলে নিজ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা তথা অন্যদের সিদ্ধান্ত খণ্ডন ঊপক্রম প্রবল মাত্র প্রচলিত ছিল । এই সংঘর্ষময় বাতাবরণ মহাবীর হছে একমাত্র চিন্তানায়ক । সে নিজ অনুপম যুক্তি দর্শাই সবাই মত বা সিদ্ধান্ত খণ্ডন উপক্রম প্রবল মাত্র প্রচলিত । এই সংঘর্ষময় বাতাবরণ মহাবীর হছে একমাত্র চিন্তানায়ক । সে নিজ অনুপম যুক্তি দর্শাই সবাএ মত বা

সিদ্ধান্তকে সন্মান দিএ বলিল - তুমার সিদ্ধান্ত মিথ্যা নই কিন্তু তুমি আপেক্ষিক দৃষ্টিকোণতে বিচুত হয় নিজ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করছ খণ্ডকে অখণ্ড বোলে ব্যক্ত করবা প্রবল প্রয়াস করছ কেবল এই দৃষ্টিকোণ তুমার সিদ্ধান্ত মিথ্যা । আপেক্ষিক দৃষ্টিকোণ প্রতিপাদন কলে তাই সত্য হবে এবং খণ্ড হবে অখণ্ডর প্রতীক । এইজনে মহাবীর প্রতি সিদ্ধসেন দিবাকর কাব্যক ভাষা হছে - ভগবান ! বিভিন্ন নদ-নদী যেমতন সাগর সঙ্গম নিজের সত্তা হরাএ সেমতন আপণার অনেকান্ত বাদ সমস্ত বাদ দ্রবীভূত হএযাএ কিন্তু সেই বাদ বা সিদ্ধান্ত মধ্য আপণার বাদ বা সিদ্ধান্ত হিঁ দ্রাবক যথা সাগর নদ-নদী সঙ্গম লাভমাত্র নিজের সত্তা হরাএ।

বৌদ্ধ-বিভাজ্যবাদ এবং অনেকান্তবাদ

মজঝিনিকায় মাণবক ভগবান বুদ্ধদেব প্রশ্ন কল - ভগবান ! আমি শুণেছি যে গৃহস্থ কেবল আরধক হতেপারে মাত্র কবে ত্যাগী হতে পারেনা - এ সম্বদ্ধ আপণার মত কি ? বুদ্ধ উত্তর দিল গৃহস্থ যদি মিথ্যাবাদী হয় , তাহলে সে নির্বাণ মার্গর আরাধক হতেপারেনা সেমতন ত্যাগী যদি মিথ্যাবাদী হয় সে নির্বাণ মার্গতে পথিক হতে পারেনা । অপর পক্ষে-যদি দুই সম্যক প্রতিপত্তি সন্ন হয় তবে দুই নির্বাণ মার্গ পথিক হতে পারে তবে হে মাণবিক ! আমি বিভজ্যবাদী-একাংশবাদী নই ।

বুদ্ধ এইখানে গৃহস্থ এবং ত্যাগী আরধনা সম্বন্দীয় প্রশ্ন উত্তর বিভাজন পূর্বক প্রদান করে । কুনু প্রশ্ন উতর একান্তরূপ দিবা অর্থ এহা এহিপরি কিম্বা এহা এমতন নই - এহাকে একাংশবাদ বলাযাএ । সুকৃতাঙ্গ মধ্য ভিক্ষুক বিভদ্যবাদী ভাষা প্রয়োগ করবা জনে নির্দ্ধশে দিআগেছে

বুদ্ধ মতন মহাবীর মধ্য শিষ্যকে প্রশ্ন উত্তর কেমতন বিভাজন পূর্বক দিএ , তাই নিম্নক্ত উদাহরণ সুস্পষ্ট -

জয়ন্তী ! নিদ্রিত রহিবা শ্রেয়স্কর না জাগ্রত রহিবাশ্রেয়স্কর ?

মহাবীর জয়ন্তী ! কত জীব নিদ্রিত রহিবা শ্রেয়স্কর এবং অন্য কত জীব জাগ্রত রহিবা মধ্য আবশ্যক ।

জয়ন্তি : দয়াকরে সরলভাবে বুঝিএ দিল

মহাবীর : জুন জীব অধার্মকি বৃত্তিযুক্ত , তারা নিদ্রিত রহিবা উত্তম কারণ নিদ্রিত রহিবা দ্বারা তারা অধার্মকি কার্য্য করতে পারেনা তবে অনেক জীব কষ্ট পাএ । অন্য পক্ষে জুন জীব ধার্মকি তারা জাগ্রত রহিবা আবশ্যক কারণ জাগ্রত রহিবা দ্বারা তারা অনেক প্রাণীকে সুখ প্রদান করতে পারে ।

জয়ন্তী :ভগবান ! প্রাণী বলবান হবা ভাল না দুর্বল হবা ভাল ?

মহাবীর : ভদ্রে ! কত প্রাণী বলবান হবা আবশ্যক এবং অন্য কত প্রাণী দুর্বল হবা শেয়স্কর ।

জয়ন্তী : হে দয়ালু ! কৃপয়া সন্দেহ মোচন কর ।

মহাবীর যুন প্রাণী অধার্মকি তারা দুর্বল হবা শ্রেয়স্কর কারণ , তারা যদি বলবান হয় , তাহলে অনেক প্রাণী কষ্ট দিবে জুন প্রাণী ধার্মকি , তারা বলবান হবা আবশ্যক । তারা বলবান হবা দ্বারা অনেক প্রাণী আসন্ন বিপদথিকে উদ্ধার পাএ ।

উপযুক্ত সংবাদ জাণাপড়ে যে মহাবীর প্রত্যেক প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে জুন দৃষ্টিকোণতে তার কেমতন উত্তর দিআযাবা উচিত , সেমতন উত্তর দিআযাউ । সমস্ত প্রকার সস্কাবিত দৃষ্টিকোণতে সে সেই প্রশ্ন সমাধান কল ।

বুদ্ধ এমতন দৃষ্টিভঙ্গী বিভদ্যবাদ এবং এহার বিপরীত একাংশবাদ বলে । মহাবীর এহাকে অনেকান্তবাদ বা স্যাদবাদ এবং এহার বিপরীত একান্তবাদ নামকরণ কল ।এই চিন্তাধারা বৌদ্ধদর্শন পূণ্ঞরূপে বিকশিত হতে পারলনা কিন্তু মহাবীর দর্শন এহার সংূণ্ঞ বিকাশ দেখতে মিলে ।

সংশয়বাদ ও স্যাদবাদ

সংজয় বেলটপুত কত প্রশ্নর কুনু নিশ্চিত জ্ঞান পাবা অসম্ভব বোলে বলিল । বুদ্ধ মতন সে সেই প্রশ্নর অব্যাকৃত মধ্য কহছিলনি । সংশয়বাদী দার্শনিক হুযমঙ্ক মতন সে কহিল যে মূলতত্ত্ব স্বরূপ সম্বন্ধ নিশ্চিত জ্ঞান আমার হবা সম্ভব নই । স্যাদবাদ অনুযায়ী আমার বস্তু অনন্ত গুণ-ধর্মকে এক সময় জাণতেপারবেনা । এই বক্তব্য জারা সংশয়বাদ বোলে ভাবে তারা স্যাদবাদর প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারেনা । সংশয়বাদ এবং স্যাদবাদ মধ্যতে প্রভেদ হছে যে স্যাদবাদ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানদায়ী এবং সংজয় বা হুমঙ্ক সংশয়বাদ অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞানদায়ী । মহাবীর বস্তুর প্রত্যেক পক্ষ বা দৃষ্টিকোণ নিশ্চিত উত্তর প্রদান করে । তবে জৈনচার্য্যগণ বারম্বার বলে যে স্যাদবাদ সংশয়বাদ নই , অজ্ঞানবাদ নই , অস্থিরবাদ নই বা বিক্ষেপবাদ নই - এটি নিশ্চয়বাদ এবং জ্ঞানবাদ ।

অনেকান্তবাদ এবং স্যাদবাদ

জৈনদর্শন বস্তুর অনেক ধর্ম থাকবা স্বীকার করে । এই গুণ বা ধর্মমান মধ্যতে কুনু ধর্ম অবহেলা করাযাতেপারেনা । জুন ব্যক্তি কুনু এক নির্দ্ধষ্টি ধর্ম সমর্থন করে অন্য ধর্ম খণ্ডন বা অবহেলা করে , সে একান্তবাদ অর্গলি নিপতিত হয় । প্রত্যেক গুণধর্ম বা প্রত্যেক দৃষ্টিকোণ নিজের স্বতন্ত মর্য্যাদা আছে তাই লঙ্ঘন করবা হছে সত্য প্রতি অন্যায় আচরণ করবা । জুন ব্যক্তি স্বাগ্রহকে বা স্ব-সমথিত মতকে জগতর তত্ব বোলে ভাবে , সে সত্যর আংশিক দর্শন করে ।

বস্তুর অনেকাত্মক গুণ-নিদেব্দ প্রযুক্ত হয় । স্যাত শব্দ অর্থ হছে কথংচিত । কুনু এক দৃষ্টিকোণতে বস্তুর বণ্ঞনা যেমতন ভাবে করাগেছে , অন্য এক দৃষ্টিকোণতে সেই বস্তুর বণ্ঞনা সূণ্ঞ ভিন্ন ভাবে করাগেছে । যদিচ বস্তুর মধ্য এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান , তথাপি বর্ত্তমান আমাদের ধ্যান এই গুণ বা ধর্ম প্রতি কেন্দ্রত হবা বস্তু এমতন ভাবে প্রতিপাদিত হছে কিন্তু বস্তুর কেবল যে এই রূপ আছে , তাই নই , এহার অন্য অনেক

রূপ মধ্য আছে এই সত্য অভিব্যক্ত নিমিত্ত স্যাত শব্দ প্রয়োগ করাগেছে । স্যাত শব্দ প্রয়োগ হবাতে এহাকে স্যাদবাদ বলাযাএ । স্যাদবাদ অনেকান্তবাদ মধ্য বলাযাএ কারণ বস্তুর গুণ অনেকাত্মক হেতু স্যাদবাদ দ্বারা তাই বণঞ্চনা করাগেছে ।

সপ্তভঙ্গীনয়

বস্তুর নিজস্ব রূপ অনির্বচনীয় । শব্দ তাহার অখণ্ড আত্মরূপ সন্নকট হতেপারে । কুনু ব্যক্তি জদি তার অখণ্ড রূপকে ব্যক্ত করতে চাহেঁ , তাহলে প্রথমে সে তাকে অস্তি রূপে বণঞ্চনা করে কিন্তু জবে সে উপলবদ করে যে অস্তিত্ব মাধ্যমতে বস্তুর অনন্ত গুণ পূণঞ্চভাবে ব্যক্ত হতেপারে , সেতেবেলে সে তাকে নাস্তি ভাবে বণর্ঞ্চনা করতে উদ্যম করে । এমতনভাবে বণর্ঞ্চনা করে মদ্য বস্তুর অনন্ত ধর্ম ব্যক্ত নাকরবাজনে সে বস্তুর উভয় রূপ দেখে । তথাপি সে হৃদয়ঙ্গম করে যে বস্তুপূণঞ্চভাবে ব্যক্ত হতে পারে । তবে সে তাকে অব্যক্ত বোলে কহিতে বাধ্য করে ।

সপ্তভঙ্গীনয় হছে সাত প্রকার বাক্যবিন্যাস বা সস্কাবনা , যাহা মধ্য জৈনদার্শনিকগণ বস্তু নিহিত অনেক ধর্মকে ব্যক্ত করে । যেহেতু প্রত্যেক বাক্য আংশিক সত্য এবং আপেক্ষিক , তবে প্রত্যেক বাক্য স্যাত উপসর্গ যোগ হয় । এই সাত প্রকার তর্কবাক্য হছে -

১) স্যাত অস্তি

২) স্যাত নাস্তি

৩) স্যাত অস্তি চ নাস্তি

৪) স্যাত অবক্তব্যম

৫) স্যাত অস্তি চ অবক্তব্যং

৬) স্যাত দাস্তি চ অবক্তব্যং চ

৭) স্যাত অস্তি চ নাস্ত চ অবক্তব্যং

জৈন দার্শনিক পরি ঘট-বস্তুর উদাহরণ নিএ আমরা সাতটি তর্কবাক্য ব্যাক্যা করি ।

১) স্যাত অস্তি

স্বরূপ দৃষ্টিকোণতে ঘটর স্তিতি নেই ।সাধশণতঃ স্বরূপ এবং পররূপর বিবেচন দ্রব্য, ক্ষেত্র , কাল এবং পররূপ বিবেচন দ্রব্য , ক্ষেত্র, কাল এবং ভাব দৃষ্টিকোণ করাযাএ । ঘটর দ্রব্য মৃত্তিকা । যেউঁ মৃত্তিকা ঘট নির্মতি , সেই দৃষ্টিকোণতে তাই সত অটে । অন্য দৃষ্টিকোণতে বিচার কলে তাই অসত । ক্ষেত্র অর্থ স্থান । জুন স্থানে ঘট আছে , সেই সময় দৃষ্টিকোণতে বিচার কলে তাই সসত । এতদব্যতিত অন্য সময় পাত্র অসত ভাব অর্থ হছে পর্য্যায় বা আকারবিশেষ । জুন আকাররে পাত্র নির্মতি সেই দৃষ্টিকোণতে তাই সত অন্য পর্য্যায় বা আকারদৃষ্টিতে বিচার কলে তাই অসত ।

২) স্যাত নাস্তি

এই ভঙ্গ প্রথম ভঙ্গর বিরোধী নই । এহা কেবল সূচাইদিএ যে পরদ্রব্য , পরকাল , পরক্ষেত্র এবং পরভাব দিগতে বিচার কলে ঘটর স্থিতি নেই ।

৩) স্যাত অস্তি চ নাস্তি চ

এইটি বিধি এবং নিষেধ উভয় যুগপত প্রতিপাদন করাযাছে । স্বরূপ দৃষ্টিকোণতে ঘটর স্থিতি আছে এবং পররূপ দৃষ্টির ঘট স্থিতি নেই ।

৪) স্যাত অবক্তব্যম

অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব এক অন্যঠারু ভিন্ন হয় কুনু বস্তু মধ্য উভয় এক সময় প্রতিভাত হতেপারেনা এবং এই দুই অবস্থাকে এক সময় ধ্যান দেব । তার্ককি এবং মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ অসস্কব । তবে যদি কিএ পচারে-প্রত্যেক দ্রব্য , প্রত্যেক ক্ষেত্রতে , প্রত্যেক কালে এবং প্রত্যেক অবস্থা ঘট স্বরূপ কেমতন , তাহলে সে সম্বব্দতে কুনু উত্তর দিআযিবা সম্ভবপর নই । এই দৃষ্টিতে বিচার কলে ঘট অবক্তব্য ।

৫) স্যাত অস্তি চ অবক্তব্যং চ

অস্তিত্ব দৃষ্টিতে বিচারকলে ঘট সত কিন্তু সর্বদেশ , সর্বকাল , সর্বাবস্থা এবং সর্বাবস্থা এবং সর্বদ্রব্য দৃষ্টিকোণতে বিচার কলে ঘট অবণ্ঞনীয় ।

৭)স্যাত অস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যং চ

এই ভঙ্গ সূচনাদিএযে ঘটর দুই অবস্থা ১) ভাবাত্মক এবং নিষেধাত্মক পর্য্যায়ক্রমে প্রতিপাদনীয় মাত্র আমে যেতেবেলে এই দুই অবস্থাকে এক সময় বণর্ঞনা করতে উদ্যম করি , তাই অবক্তব্য হয় ।

কুনু বস্তুর শাশ্বততা অনিত্যতা তদাত্মক এবং বিভিন্নতা সম্বব্দ জ্ঞানপ্রাপ্ত নিমিত্ত উপযুক্ত সাতটি ভঙ্গ সংযোজনা জৈন দার্শনিকগণ অবদান ।

স্যাদবাদকে সমালোচনা করি মুখ্যত বেদান্ত এবং বৌদ্ধ দার্শনিকগণ । স্যাদবাদকে সমালোচনা করতে যিএ শান্তরক্ষিত কহে - সত এবং অসত , এবং অনেক ভেদ এবং অভেদ পরস্পর বিরোধী তত্ত্বর মিশ্রণ যে করে , তাই কেবল এক পাগল বক্তব্য হিঁ হতেপারে । এই মর্ম সমালোচনা করতে যিএ ধর্মকীত্তি বলে - এই নিলজ এবং নগ্ন জৈন ন প্রতিপাদিত স্যাদবাদ পাগল প্রলাপ মাত্র । শঙ্করচার্য্য মধ্য বলে মধ্য বলে সত এবং অসত , ভেদ এবং অভেদ আদি গুণ অন্ধকার এবং প্রকাশ তুল্য কুনু এক বস্তু মধ্য এক সময় বর্ত্তমান রহিতেপারেনা।

স্যাদবাদ প্রতি বিভিন্ন দোষারোপ যথার্থতা সর্ক এক সুবিস্তৃত আলোচনা নিম্ন করাগেছে ।

জৈনতত্ব যদি ভেদ ভেদাত্মক হয় , তাহলে কুনু নিশ্চিত ধর্ম নিরূপণ করাযাতেপারেনা এবং নিশ্চিত ধর্ম নিরুপিত হতে পারলে সংশয় ঊত্পন্ন হবে । তবে যুন ক্ষেত্রতে সংশয় উপুজে সে ক্ষেত্রতে তত্ব-জ্ঞান হতে পারবে ?

জৈনদার্শনিক অনুযাই স্যাদবাদ প্রতি সংশয়াশ্রিত সমস্ত আরোপ নিরর্থক । ভেদাত্মক

তত্বর ভেদাত্মক জ্ঞান সংশয়াপন্ন , নই । তত্ত ভেদাত্মক বা অভেদাত্মক বা ভেদ এবং অভেদ উভয়াত্মক কিছূ নিণ্ঞীত হতে পারেনা সংশয়োত্পন্ন হয় । স্যাদবাদ কিন্তু নিশ্চিত ভাবে তত্ব ভেদ এবং অভেদ উভয়াত্মক বোলে নিণ্ঞয় করে । সুতরাং এই ক্ষত্রতে সংশয়োদ্রক প্রশ্ন উঠেনা । যেউঁঠারে সংশয় নেই , সেইখানে তত্বজ্ঞান প্রাপ্ত কুনু বাধক নেই ।

তবে স্যাদবাদ স্বীকার করবা ব্যক্তি কবে জ্ঞান বিশ্বাস রাখতেপারেনা, যেমতন কেবল জ্ঞান একান্ত রূপ স্বয়ং সূণ্ঞ ।

এই দোষারোপকে খণ্ডডন করতে যিএ জৈন-আলোচকগণ বলেযে , তত্বজ্ঞান দৃষ্টিতে বিচার কলে স্যাদবাদ এবং কেবল জ্ঞান মধ্য কুনু প্রভেদ নেই । বস্তুকে যেমতন ভাবে জ্ঞান দর্শন করে , স্যাদবাদী মধ্য সেমতনভাবে দর্শন করে । পার্থক্য অতকিযে স্যাদবাদী জুন তত্বকে পরোক্ষজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হএ , কেবল জ্ঞানী তাহাকে প্রত্যেক্ষ জ্ঞান দ্বারা অনুভব করে । আত্মা সহিত সাক্ষাতকার হবার জনে জ্ঞান স্বয়ংসূণ্ঞ ।কেবল জ্ঞান তত্বকে সাপক্ষ অনেকাত্মক রূপে হিঁদেখাযাএ । সত্যতঃ কেবল জ্ঞান ভূত , বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যত ত্রিকাল জানে কিন্তু জুন পর্য্যায়তে সে গতকালি ভবিষ্যত রূপ জানে , আজি তাকে বর্ত্তমান রুপে এবং আসন্তা কালি তাকে ভুত রূপে জাণবে । এই ভাবে কাল ভেদ দৃষ্টি কোণ কেবল জ্ঞানী ভেদ পরিলক্ষিত হয় । তবে স্যাদবাদ এবং কেবলজ্ঞান মধ্যতে কুনু বিরোধ নেই ।

যদি ইযাদবাদ সিদ্ধান্ত বস্তু ভেদ এবং অভেদ উভয়াত্মক , তবে ভেদ আশ্রয়থিকে অভেদ আশ্রয় ভিন্ন হবা ফলতঃ বস্তু এক রূপ নাহয় দ্বিরূপ হবে ?

এহার উত্তর দিতে যিএ জৈনদার্শনিক কহে যে ভেদ এবং অভেদ ভিন্ন ভিন্ন আশ্রয় স্বীকার করবা অনাবশ্যক । বস্তু পরিবর্ত্তনশীল গুণ গুন ভেদ নিদর্শন করবা স্থলে বস্তুর নিত্য গুণ অভেদর প্রতীক । নিত্যতা এবং পরিবর্ত্তনশীল উভয় গুণ সেই অখণ্ড

বস্তু ধর্ম । বস্তুর এক অংশ পরিবর্ত্তনশীল ধর্মযুক্ত এবং অন্য অংশটি নিত্য ধর্মযুক্ত কহিবা অনুচিত । যবে আমি বস্তুর অবস্তাকে সংকুচিত বা প্রসারক কহি , সেতেবেলে আমার তাত্পর্য্য সেই একমাত্র বস্তু জনে উদ্দিষ্ট । তবে বস্তু মধ্য ভেদ এবং অভেদ এমতন বিভাগ করে তার ভিন্ন ভিন্ন আশ্রয় কল্পনা করবা অযথার্থ ।

যদি ভেদ এবং অভেদর আশ্রয় ভিন্ন ভিন্ন হয় এক হয় , তাহলে ভেদ এবং অভেদ মধ্যতে কুনু প্রভেদ রহিবেনা ?

এহার স্পষ্টীকরণস্যাদবাদী জৈনদার্শনিক কহে - আশ্রয় এক হবা অর্থ নই যে আশ্রিতরা মধ্য এক হবে এক আশ্রয় মধ্য অনেক আশ্রীত রহিতেপারে । এক বস্তু সামান্য এবং বিশেষ উভয় গুণ সন্ন হয় মধ্য সামান্য এবং বিশেষ গুণ সন্ন হয় মধ্য সামান্য এবং বিশেষ গুণ সমধর্মবাচক হয়না । সেমতন ভেদ এবং অভেদ আশ্রয় এক বস্তু মধ্য নিহিত থাকলে মধ্য তারা অর্থাত ভেদ-অভেদ বা নিত্য অনিত্য এক নই ।

বিধি এবং নিষেধ পরস্পর বিরোধী ধর্ম হয় কুনু এক বস্তু মধ্য তারা বিদ্যমান অসস্কব । স্যাদবাদী এক বস্তু মধ্যতে সত এবং অসত , ভিন্ন এবং অভিন্ন , ভেদ এবং অভেদ বিরোধী ধর্ম গুন একত্র স্বীকার করেনা । নিত্যতা এবং অনিত্যতা ভিন্নতা এবং অভিন্নতা আদি ধর্ম যে পরস্পর বিরোধী , তাহা স্যাদবাদ স্বীকার করে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বিরোধীভাব গুণ বা পর্য্যায় দৃষ্টিকোণতে বস্তুর দৃষ্টিকোণ নই ।

যদি প্রত্যেক বস্তু কথংচিত যথার্থ এবং কথংচিত সত এবং কথংচিত অসত , তবে স্বয়ং স্যাদবাদ সিদ্ধান্ত মধ্য কথংচিত অযথার্থ হবে । এমতন স্থলে স্যাদবাদ দ্বারা হিঁ যে তত্ত্ব যথার্থ জ্ঞান অসস্কব এহি উক্তি যুক্তি সঙ্গত নই ।

এহার স্পষ্টীকরণ দিতে যিএ জৈন আলোচকগণ কহে যে স্যাদবাদ হছে তত্তবর বিশ্লেষণ করবা নিমিত্ত এক দৃষ্টিকোণ মাত্র । জুন বস্তু জুন রূপে যর্থাথ , তাকে সেই রূপে যর্থাথ কহিবা এবং অযথার্থ, অনেককান্তবাদ দৃষ্টিরু বিচার কলে স্যাদবাদ সত্য

এবং যথার্থ । তবে স্যাদবাদ দ্বারা যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্তিকে স্বীকার করবা অযৌক্তক নই ।

স্যাদবাদ অনুযায়ী প্রত্যেক ধর্ম বা গুণ আপেক্ষিক এই আপেক্ষিক গুণ গুন এক মালাতে সংযোজিত করে রাখবা জনে কুনু এক নিরপেক্ষ তত্বস্বীকার করবা আবশ্যক , অন্যথা এই আপেক্ষিক গুণ গুন স্থিতি মূল্যহীন হএপডে । এমতন নিরপেক্ষ তত্বকে স্বীকার কলে স্যাদবাদ সিদ্ধান্ত যে প্রত্যেক বস্তু সাপেক্ষ , তাই খণ্ডিত হয় ।

যুণ বস্তুর যেমতন , তাকে সেমতন ভাবে সংদর্শন করবা সিদ্ধান্ত স্যাদবাদ বলে । সমস্ত গুণ মধ্য যে একতা বিদ্যমান , তাই স্যাদবাদ অস্বীকার করেনা । বিভিন্ন বস্তু বা গুণকে এক সূত্রতে সংযোজন করে অভেদাত্মক তত্বকে স্বীকার করে মধ্য স্যাদবাদ একান্তবাদী নই কাণ , সে অনেকতা বা ভেদ নিষেধ করেনা । একতা অনেকতাশ্রিি এবং অনেকতা একতাশ্রিত এক বিনা অন্যর স্থিতি অসস্কব । এমতন স্থলে একতা সর্বদা নিরপেক্ষ কহিবা যুক্তিসঙ্গত নই ।তত্ব একতা এবং অনেকতার এক মিশ্ররূপ । একতাকে স্বীকার করে মধ্য প্রত্যেক বস্তুকে আপেক্ষিক কহিবা কুনু বিরুদ্ধাচরণ হএনা ।

জ্ঞান মীমাংসা

জৈন দর্শন জ্ঞান ভূমিকা অত্যন্ত মহত্বপূণ্র্ঞ । ন্যায় বৈশেষ কেমতন জৈনদর্শন জ্ঞান আত্মার আগন্তুক গুণভাবতে স্বীকার নাকরে এহাকে আত্মার মৌলিক বা স্বাভাবিক গুণভাব গ্রহণ করেথাকে । আচার্য্য কুন্দকুন্দ প্রবচনসার উল্লেখ করেছে যে অনন্ত সুখ হিঁ অনন্ত জ্ঞান । সুখ এবং জ্ঞান এক এবং অভিন্ন ।অত্মা ও জ্ঞান মধ্যতে কুনু প্রভেদ নেই । তবে কেবল জ্ঞান জানে কহিবা অর্থ হছে কেবল আত্মা জানে । সুতরাং আত্মা স্বরূপ উপলবধ নিমিত্ত জ্ঞান স্বরূপ উপলবধ হবা আবশ্যক ।

জ্ঞান অর্থ হছে সম্যক জ্ঞান । জ্ঞান যবে কুনু পদার্থ গ্রহণ করে স্বপ্রকাশ হয় তাকে গ্রহণ

করে । জ্ঞান নিজ স্বভাব অনুযায়ী স্বয়ং প্রকাশিত হয় পদার্থ অর্থকে প্রকাশ করে । দীপ জবে প্রজস্বলিত হয় , সে ঘটাদি পদার্থ আলোকিত করবা সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে মধ্য প্রকাশ করে । তবে জৈনদর্শন জ্ঞান স্বপরা প্রকাশ বোলে বলাযাএ ।

জৈন দর্শন অনুযায়ী সমস্ত জ্ঞান প্রমাণ সাপক্ষ নই কেবল স্থুল বস্তুর নিশ্চয়াত্মক , নির্ণ্ঞয়াত্মক অর্থাত সবিকল্পক জ্ঞান প্রমাণ পরিসরভুক্ত । বস্তু গচণ নিণ্ঞয়তে বস্তু সর্কতে জ্ঞান হয় । নির্বকিল্পক উপযোগ দর্শন মাত্র । ততপর জ্ঞান উতপতি হয় । জৈনদর্শন অনুযায়ী সম্যক জ্ঞান হিঁ প্রমাণ । কিন্তু প্রমাণ্য এবং অপ্রামাণ্য নির্ণ্ঞয় হবে কেমতন ? জৈন তার্ককিঙ্ক অনুযায়ী জ্ঞান প্রামাণ্য নির্ণ্ঞয় স্বতঃ বা পরতঃ হয় । কত পরিস্থিতিতে জ্ঞান প্রামাণ্য স্বতঃ নির্দ্ধারিত হয় এবং অন্য কত পরিিই্থতিতে প্রামাণ্য নির্ণ্ঞয় নিমিত্ত বাদ্য সাধনার সহায়তা নিতে পড়ে । নৈয়ায়িক প্রামাণ্য উভয়ঙ্ক পরতঃ করবা বেলাএ সাংখ্য উভয়কে স্বতঃ বোলে কহেথাকে কিন্তু জৈনদর্শন স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ এবং পরতঃ প্রামাণ্যবাদ উভয়ঙ্ক ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি স্বীকার করাযাএ। জ্ঞান নিমিত্ত ও জ্ঞান বস্তু উভয় আবশ্যক হয় জ্ঞাত কেমতন উপলবধ করে , তাই জ্ঞান বিভিন্ন সাধনা গুন বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক হএ । ভারতীয় জ্ঞান মীমাংসা জ্ঞান সাধনাকে প্রমাণ এবং জ্ঞান বস্তুকে প্রমেয় বোলে বলাযাএ ।

জৈন আগমন তিনিস্তরতে জ্ঞান সিদ্ধান্ত বিচার করাগেছে । প্রথম স্তরতে জ্ঞান পাঞ্চ ভাগতে বিভক্ত করাগেছে - মতি , শ্রুত, অবধি , মনঃপর্য্যয় এবং কেবল ।

প্রামাণ্য নিশ্চয় স্বতঃ পরতো বা

 - প্রমাণ মীমাংসা

এহা প্রাচীন পররা প্রতীক এবং এথিরে দার্শনিক চিন্তাধারার অভাব পরিলিক্ষিত হয় ।

দ্বিতীয় স্তরতে জ্ঞানকে দুটি প্রমুখ ভাগতে বিভক্ত করাগেছে- প্রত্যেখ জ্ঞান এবং

পরোক্ষ জ্ঞান । সাধারণতঃ ইন্দিয়জন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং অন্য মাধ্যমদ্বারা (যথা - অনুমান , শব্দ আদি) জ্ঞানকে পরোক্ষ জ্ঞান বলাযাএ ।কিন্তু জৈন দর্শনতে প্রত্যক্ষ শব্দ ভিন্ন অর্থতে ব্যবহৃত হয়েছে । তত্বর্থ সূত্র রচয়িতা উমাস্বাতি মত হছে - জীব পঞ্চন্দিয় এবং মন বিনা সহায়ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রাপ্ত হয় । তবে মনঃপর্য্যয় , অবধি এবং কেবল জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলাযাএ । জৈন দর্শন অনুযায়ী ইন্দ্রিয় এবং মন উপরে আশ্রিত জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান । মতি এবং শুতকে পরোক্ষ শ্রেণীভুক্ত করাগেছে । এই স্তরে দার্শনিক চিন্তন স্পষ্ট আভাস গোচরীভুত হয় ।

জৈনজ্ঞান-মীমাংসার বিকাশ তৃতীয় স্তরে ইন্দ্রিয় জন্য মতিজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বোলে বলাগেছে । সস্কবতঃ অন্য ভরতীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হএ জৈন দার্শনিকগণ এই মতকে অঙ্গীকার করাগেছে । এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইন্দ্রিয়জন্য মতিজ্ঞানকে পরোক্ষ জ্ঞান বলাগেছে ।

জৈনজ্ঞান-মীমাংসাতে কেবল ঋঞানকে হিঁ প্রত্যক্ষ এবং যথার্থজ্ঞানভাবে স্বীকার করাগেছে তবে এহাকে পারমার্থকি প্রত্যক্ষ জ্ঞান মধ্য বলাগেছে । যেহেতু ইন্দ্রিয় এবং মন বিভিন্ন প্রক্রিয়া জ্ঞান প্রাপ্তি মার্গতে বাধক বোলে বিবেচিত হয় , তবে এক বিশিষ্ট অর্থ অবধি এবং মনঃ পর্য্যয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং এ দুই কেবল জ্ঞান প্রাপ্ত নিমিত্ত বিভিন্ন সোপান মাত্র ।

দর্শন এবং জ্ঞান

জৈন দর্শন উপযোগতে জীবর লক্ষণ বোলে উল্লেখ করাগেছে । এই উপযোগ দুই প্রকার - সাকার এবং অণাকার । অণাকার উপযোগতে দর্শন এবং সাকার উপযোগতে জ্ঞান হয় । অণাকার অর্থ হছে নির্বকিল্প অর্থাত জুন উপযোগ বস্তু বিশেষ ধর্মকে গ্রহণ করে ।

জৈন দর্শন ইতিহাসতে দর্শন ও জ্ঞান প্রভেদ চিন্তন অতি প্রাচীন । কর্মর আঠটি ভেদ

মধ্যতে প্রথম দুইটি ভেদ জ্ঞান এবং দর্শন দ্বারা সম্বব্দত । জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করবা কর্ম জ্ঞানবরণ তথা দর্শনকে আচ্ছাদিত করবা কর্মকে দর্শনাবরণ কর্ম বলাযাএ ।আগামি জ্ঞান নিমিত্ত জাণই এবং দর্শন নিমিত্ত পাসই শব্দর প্রয়োগ করাগেছে ।

সাকার এবং অণাকার স্থানতে বহুর্মুখ উপযোগতে জ্ঞান এবং অন্তমুখ উপযোগতে দর্শন বোলে বলাগেছে । আচার্য্য বীরসেন মত সামান্য-বিশেষাত্মক বাহ্যাথঁর গ্রহণ জ্ঞান এবং তাদাতম্য স্বরূপ গ্রহণ দর্শন । জারা সমান্য ধর্ম গ্রহণকে দর্শন এবং বিশেষ ধর্মগ্রহণ জ্ঞান বলে , সেমানে প্রকৃততে দর্শন ওজ্ঞান প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারেনা । সামান্য এবং বিশেষ দুহেঁ বস্তুর ধর্ম । একটির অভাব অন্যটির স্থিতি কল্পনা করাযাতে পারেনা ।দর্শন ও জ্ঞান উভয় সামান্য-বিশেষ ধর্মকে গ্রহণ করে । সামান্য ধর্মকে ছেড়ে বিশেষ ধর্ম গ্রহণ করবা জ্ঞান অপ্রমাণ । সেমতন বিশেষ ধর্মকে ছেড়ে সামান্য ধর্মকে গ্রহণ করবা দর্শন মিথ্যা ।

এই মতকে সমর্থন করে ব্রহ্মবেদ বলে যে দর্শন জ্ঞান মধ্যতে থাকবা প্রভেদ দুটি দৃষ্টি কোণতে বিচার করবা উচিত যথা - সিদ্ধান্ত দৃষ্টি এবং তর্কদৃষ্টি । তর্কদৃষ্টি বিচার কলে দর্শন সামান্যগ্রাহী বা সত্তা গ্রাহী বোলে কথিত আছে । সিদ্ধান্ত দৃষ্টি বা আগমদৃষ্টি বিচার কলে আত্মার প্রকৃত উপযোগ দর্শন ও জ্ঞান মধ্যতে প্রভেদ আছে মাত্র নিশ্চয় দৃষ্টিতে দর্শন এবং জ্ঞান অভিন্ন । জ্ঞান ও দর্শন উভয় আশ্রয়স্থলী আত্মা হবা আত্মিক দৃষ্টিকোণতে বিচার কলে এ দুই মধ্যতে কুণু প্রভেদ নেই । দর্শনপযোগ সামান্য ধর্ম বিশেষ রূপে প্রতিভাসিত হয় এবং জ্ঞানপযোগ বিশেষ ধর্মকে মুখ্য ভাবে গ্রহণ করবা দর্শনকে সামান্যগ্রাহী বলাযাএ। বস্তু মদ্য সামান্য এবং বিশেষ এই দুই ধর্ম সদাসর্বদা মধ্য উপযোগ কুনু এক ধর্মকে মুখ্যরূপে গ্রহণ করাযাএ ।

কাল বা সময় দৃষ্টি কোণতে জ্ঞান ও দর্শন মধ্যতে কি প্রকার সর্ক আছে , তাই বর্ত্তমান

বিবেচনা করাযাউ । আলোচকগণ প্রায় সমমত পোষণ করে যে সাধারণ ব্যক্তি দর্শন ও জ্ঞান এক সময়তে নাহয় ক্রমশঃ হয় । কিন্তু কেবলী দর্শন ও জ্ঞান সম্বদ্ধ বিভিন্ন আচার্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে । কেবল জ্ঞানী দর্শন এবং জ্ঞান ক্রমশঃ হয় , অন্যমতানুযায়ী দর্শন ও জ্ঞান যুগপত বা এক সময়তে হয় এবং তৃতীয় মতোনুযায়ী জ্ঞান এবং দর্শন এক এবং অভিন্ন । আবশ্যকনিযুক্ত এবং আগম অনুযায়ী দশঁন এবং জ্ঞান এক সময় নাহয় ক্রমশঃ হয়থাকে ।

সমস্ত বিগম্ব আচার্য্য দ্বিতীয় মতকে সমর্থন করে কহে যে কেবল জ্ঞান এবং কেবল দর্শন এক সময়তে হএথাকে । উমাস্বাতী অনুযায়ী মতি, শ্রুতি আদি উপযোগ ক্রমশঃ হয় কিন্তু দর্শন এবং জ্ঞান এক সময় হএ । আচার্য্য কচন্দ কুন্দ এই মতকে সমর্থন করে কহে যে - যেমতন সূর্য্য প্রকাশ এবং উতাপ এক সময়তে বিদ্যমান , সেমতন কেবল জ্ঞানী দর্শন ও জ্ঞান যুগপত হয় ।

সিদ্ধসেন দিবাকর তৃতীয় মতর পরিপন্থী । তার অনুযায়ী মনঃপর্য্যয় জ্ঞান প্রাপ্তি পর্য্যন্ত জ্ঞান এবং দর্শন মধ্যতে প্রভেদ করবা সম্ভবপর কিন্তু কেবল জ্ঞান এবং কেবল দর্শন মধ্যতে ভেদ করবা সম্ভবপর নই । সে যুক্তি দর্শাই বলে যে কেবল জ্ঞান প্রাপ্ত নিমিত্ত প্রথম মোহনীয় ক্ষয় হয় এবং ততপর জ্ঞান বরণ , দর্শনাবরণ এবং অন্তরায় এক সময় ক্ষয়িত হয় । যদি দর্শনাবরণ এবং জ্ঞান বরণ ক্ষয়কাল ভেদ নই , তবে প্রথমে কেবল দর্শন এবং ততপর কেবল জ্ঞান হয় বোলে কেমতন বলাযাএ ? এই সমস্যা সমাধান নিমিত্ত যদি কেউ কহে যে দর্শন এবং জ্ঞান এক সময় হয় , তবে কি তাই গ্রহণ যোগ্য নই কারণ , দুটি উপযোগ একসঙ্গে সংঘটিত হবা সম্ভবপর নই । তবে সিদ্ধসেন দিবাকর অনুযাই এই সমস্যা একমাত্র যুক্তিসভ্গত সমাধান হয় কেবল অবস্থা দর্শন ও জ্ঞান মধ্য কুনু ভেদ করাযাতে পারেনা কেবল জ্ঞানী জ্ঞান এবং দর্শঁন এক এবং অভিন্ন

মতিজ্ঞান

মতিজ্ঞান পরিভাষা দিতে যিএ ত্ব সূত্রতে বলাগেছে যে ন্দ্রিয় এবং মনমাধ্যকতে উতপন্ন মতিজ্ঞান । মতিজ্ঞান দুইপ্রকার ১) ইন্দিয়জন্য জ্ঞান যাহার প্রাপ্তি ইন্দ্রিয় বস্তু সন্নিকর্ষ হয় এবং ২) মনোজন্য জ্ঞান- যাহার প্রাপ্তি মনসন্নিকর্ষ হয় । জৈন দার্শনিকগণ মতিজ্ঞান চারটি সোপানতে উল্লেখ করাগেছে যথা ১) অগগ্রহ ২) ঈহা , ৩) অবায় এবং ৪) ধারণা

১) অবগ্রহ

এহার বিকাশ দুটি সোপানতে হয় - ব্যঞ্জনগ্রহ এবংঅর্থাবগ্রহ । ব্যঞ্জনাগ্রহতে কুনু এক বস্তু ইন্দ্রিয় সর্কতে এসে এবং বস্তু গত তত্ব গুন ন্দ্রিয়গোচর তত্বর রূপান্তরিত হয় । ইন্দিয় এবং বস্তুর সামান্য জ্ঞান অবগ্রহ । এইটি বস্তুর কুনু নিশ্চিততমক জ্ঞান হ,না । এইটি কেবল অতকি জাণাপড়ে যে কুনু এক বস্তু সত্তা বিদ্যমান । এহপের অর্থাবগ্রহ জ্ঞান হয় যাহাকি বস্তু সম্বদ্ধ এক পারস্কিক জ্ঞান হয় । ব্যঞ্জনাবগ্রহ জ্ঞান অব্যক্ত এবং এই জ্ঞান কেমতন অর্থাবগ্রহ বা ব্যক্তজ্ঞান পরিণত হয় তাই বুঝাতে জিএ শব্দর উদাহরণ দিআগেছে ।যবে কুনু সুপ্ত শব্দ উদাহরণ দিআগেছে । সেইসময় কুনু সুপ্ত ব্যক্তি ড়াকাযাএ , প্রথমে সে তাই বুঝতে পারেনা । চার পাঞ্চ বার ড়াকবাপর যিএ জাণতেপারে যে তাকে কেউ ড়াকছে । প্রথমে শব্দ শুণবা বেলাএ এই জ্ঞান অত অব্যক্ত এবং অস্পষ্ট হএ যে সে জাণতেপারেনা তাকে কেউ ড়াকছে । এই জ্ঞান প্রথমাবস্থা , যাই কি অব্যক্ত এবং অস্পষ্ট , তাই ব্যঞ্জনাগ্রহ এবং দ্বিতীয়া অবস্থা ব্যক্ত ঝঞ্জানতমক - যাই কি অর্থাবগ্রহ বলাযাএ ।

২) ঈহা :

অবগ্রহপরে জ্ঞান ঈহাতে পরিণত হয় । অবগ্রহতে হবা জ্ঞানকে স্পষ্টতর ভাবে জাণবা জনে মন ততপর হএ উঠে । অবগ্রহ কেমতন ঈহাতে পরিণত হয় তাই বুঝবার জনে

পুনঃ পূর্বোলিখিত শব্দ উদাহরণ নিআযাউ । অবগ্রহতে সে কেবল অতকি মাত্র জানে যে কুনু এক স্থানতে শব্দর ধ্বনী আসছে । শব্দ শুণবাপর শ্রেতা চিন্তা করে এইটি কাহার স্বর ? পুরুষ না স্তী ? এহাপর স্বর সমীক্ষা করাযাএ । স্বর যদি মৃদু মন্দ তথা আকর্ষণ হয় , তাহলে এহা কুনু এক স্তী হবে । পুরুষ স্বর সাধারণতঃ কঠোর এবং রুক্ষ হয় । তবে এহি স্বর কুনু পুরুষর হতে পারেনা । ঈহা এই স্তরপর্য্যন্ত জ্ঞান হয় ।

৩) অবায় :

এই স্তরতে বিভিন্ন বিকল্প গুন সমীক্ষা করাযাএ তন্মধ্যরু এক স্বীকার করেনিএ অন্যগুন পরিহার করাযাএ । তবে এই অবস্থাকে নিশ্চিতবোধ অবস্থা বোলে বলাযাএ । এইটি কুনু এক স্তীর স্বর বোলে নিশ্চিত হয় । বস্তুর কুনু গুরু বিদ্যমান এবং কুনু গুনের অভাব বা অবাস্তব তসংপর্ক নিশ্চিত জ্ঞান হয় । সদগুন নিণর্ঞ্চয় মতিজ্ঞান এই অবায় অবস্থা দ্বারা হিঁ সংপন্ন হতেপারে

৪) ধারণা :

এই স্তর গোচর বা লবধ জ্ঞান পূণর্ঞ্চ রূপ বিকশিত হয় । ধারণাতে জ্ঞান অত দৃঢ হএযে তাই স্মৃতি হেতু রূপে কার্য্য করে । ধারণার বিশেলষণ তিনটি স্তরতে হয় । প্রথম স্তর গ্রাহ্যবস্তু গুণ গুন স্পষ্ট নিদ্ধারণ হয় , দ্বিতীয়তে এই জ্ঞান ধারণ করাযাএ বা এইটি সংস্কার নির্মাশ হএ এবং তৃতীয় স্তরতে ভবিষ্যত এহাকে পুনি চিহ্নবা মতন সৃষ্টি করে ।

শ্রতজ্ঞান :

শাস্ত্র নিবদ্ধ বা শাস্তোক্ত মতি পূর্বক জ্ঞান শ্রুতজ্ঞান । শাস্ত্র বচনাতমক হেতু শ্রুতজ্ঞান নিমিত্ত শব্দ গ্রহণ আবশ্যক । তবে শব্দশ্রবণ মতির অন্তর্গত । শব্দ-শ্রবণপরে তাহার অর্থ স্মৃতিবদ্ধ হয় । ততপর উতপন্ন হবা জ্ঞানকে শ্রুতজ্ঞান বলাযাএ ।তবে মতিজ্ঞান

কারণ এবং শ্রুতজ্ঞান কার্য্য বাচক ।

শ্রুতজ্ঞান মতিজ্ঞান থিকে শ্রেষ্ঠতর , কারণ , মতিজ্ঞান বর্ত্তমান কাল সহিত সংপর্কতি হবা স্থলে শ্রুতজ্ঞান ভূত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যতসহ সংপর্ক স্থাপন করে । তবে এহা সার্বকালিক সত্য । এহা সত্যজ্ঞান বোলে জৈন আচার্য্যঙ্ক ধারণা , কারণ , এহার আবিষ্কার , বিকাশ এবং প্রখ্যাপন অত্যন্ত বিবেকবন্ত ব্যক্তিঙ্কদ্বারা করাগেছে । এই ধর্মগ্রন্থ র সত্য হবা এই পবিত্রতা অখণ্ড বোলে তারা বলেছে ।

শ্রুতজ্ঞান দুইপ্রকার - অঙতগবাহ্য এবং অঙ্গপ্রবিষ্ট । স্থবির বা অন্য বিশিষ্ট আচার্য্যদ্বারা রচিত আগমকে অঙ্গবাহ্য এবং মহাবীর প্রত্যক্ষ শিষ্য বা গণদ্বারা রচিত আগমকে অঙ্গপ্রবিষ্ট বোলে বলাগেছে ।

আবশ্যক নির্যুক্তিতে উল্লেখ আছে যে যত প্রকার অক্ষর আছে এবং তাদের মধ্য যতপ্রকার সংযোগ সম্ভবপর শ্রুতজ্ঞান ভেদ মধ্য ততপ্রকার । তবে এইখানে শ্রুতজ্ঞান ভেদ মধ্য ততপ্রকার । তবে এইখানে শ্রুতজ্ঞান সমস্ত ভেদকে উল্লেখ করবা সম্ভবপর নই । শ্রুতজ্ঞান মুখ্যভেদ হছে চউদটি , যথা - অক্ষর, সংজ্ঞী , সম্যক , সাদিক , সপর্য্যবসিত , অগমিক এবং অঙ্গবাহ্য । এহার বিভিন্ন ভেদ স্বরূপ সম্বন্ধ নন্দীসূত্র বিশদ আলোচনা করাগেছে ।

অক্ষরশ্রুতর তিনটি ভেদ আছে - সংজ্ঞা৪র, ব্যঞ্জনা৪র এবং লবধাক্ষর । বণ্ঞর আকার সংজ্ঞাক্ষর , বণ্র্ঞর ধ্বনি ব্যঞনাক্ষর এবং বণ্র্ঞ শিখিবা পর যে সমর্থ তাকে লবধাক্ষর বলাযাএ । কাসিবা, উচ্চশ্বাস নবা অনক্ষরশ্রুত । সংজ্ঞীশ্রুতর তিনটি ভেদ আছে - দীর্ঘকালিকী , হেতু পদেশিকী এবং দৃষযিবাদোপদেশিকী । বর্ত্তমান , ভূত এবং ভবিষ্যত আদি তৈকালিক বিচারকে দীর্ঘকালিকী সংজ্ঞা , বর্ত্তমান দৃষ্টিকোণতে হিতাহিত বিচারকে হেতূপদেশিকী সংজ্ঞা এবং সম্যক শ্রুতজ্ঞান জনে হিতাহিত জ্ঞান হবা দৃষ্টিবাদোপদেশিকী সংজ্ঞা বলাযাএ । যারা এই সংজ্ঞাকে ধারণ করতেপারেনা , তারা

অসংজ্ঞ । যাহার আরম্ভ আছে , সেগুন সাদিকশ্রুতত এবং যাহার আরম্ভ নেৎ , তাকে অনাদি শ্রত বলাযাএ । যাহার অন্ত বা শেষ আছে , তাই সপর্য্যবসতিশ্রুত এবং যাহার অন্ত নেই , তাই অপর্য্যবসতিশ্রুত । যাহার সদৃশ পাঠ উপলবধ , তাকে গমিক , অসদৃশাক্ষর অগমিক বলাযাএ । গণধরকৃত আগমকে অঙ্গপ্রবিষ্ট এবং স্থবিরকৃত আগমকে অঙ্গবাহ্য বলাযাএ ।

মতি এবং শ্রুত

জৈনদর্শন অনুযায়ী প্রত্যেক জীবর মতিজ্ঞান এবং শ্রুতজ্ঞান অবশ্য হএথাকে । মতি ও শ্রুত পারস্পরিক সর্ক সংবন্ধ উমাস্বাতিঙ্ক মত হছে যে শ্রুতজ্ঞান মতিপূর্বক হয় । যদিও মতিজ্ঞান নিমিত্ত শ্রুতজ্ঞান আবশ্যক নই , তথাপি নন্দীসূত্র অনুযায়ী জুনটি মতিজ্ঞান আছে , সেইটি শ্রুতজ্ঞান আছে এবং জুথাএ শ্রুতজ্ঞান আছে , সেইখানে মতিজ্ঞান অবশ্য থাকে । অন্য ভাষাতে কহিতে গেলে একটির অভাবতে অন্যটি কল্পনা আদৌ করাযাতেপারেনা । বস্তুতঃ বিচার কলে আমরা এই সিদ্ধান্ততে উপনীত হই যে এই দুইটি মত মত পরস্পর বিরোধী নই । উমাস্বাতি জবে বলে শ্রুত মতিপূর্বক হএ তাহার অর্থ কেবল কুনু বিশেষ শ্রুতজ্ঞান হয় এবং ততখানে তাই তদবিষয়ক মতিপূর্বক হয় । মতিজ্ঞান নিমিত্ত প্রথমে শ্রুতজ্ঞান হবা আবশ্যক নই , কারণ মতিজ্ঞান হয় । এমতন স্থলে নন্দীসূত্র মত শ্রুত এবং মতি উভয়ে সহচরী । এহা কেমতন সম্ভবপর ? নন্দীসূত্রতে জুন সহচারিত্ব উল্লেখ করাগেছে , কুনু এক বিশেষ জ্ঞান দৃষ্টিকোণতে সেমতন করাযাএনা বরং এহা এক সামান্য সিদ্ধান্ত । এই সিদ্ধান্ত অনুযাই প্রত্যেক সময় প্রত্যেক জীব মধ্য এই দুইটি জ্ঞান কুনু না কুনু অনুপাততে অবশ্য রহেথাকে । তবে তাদের সহ-অস্তিত্ব জীবদৃষ্টিতে উল্লেখ করাগেছে কুনু বিশেষ জ্ঞান দৃষ্টিকোণ নই ।

মনঃপর্য্যয় জ্ঞান

মন এক সূক্ষ্ম পৌদগলিক দ্রব্য । যবে ব্যক্তি কুনু বিষয় চিন্তা করে তার মন বিভিধ পর্য্যায় পরিবত্তিত হয় ।জুন ব্যক্তি মনঃপর্য্যায় জ্ঞান অধিকারী হয় , সে ইন্দ্রিয় এবং মন সহায়তা বিনা অন্যর মানসিক পক্রিয়া গ্রহণ করবা জনে সমর্থ হয় ।কেবল মনুষ্য মধ্যতে এই জ্ঞান সীমিত এবং এহা সদগুণ সস্কব হেতু কেবল চরিত্রবান ব্যক্তি হিঁ এহার অধিকারী হতে পারে । মন কেবল বিষয় মাত্র হয় এই জ্ঞানী মনঃপূর্বক নাহয় আত্মাপূর্বক হয় । এহার জ্ঞাতা সাক্ষাত অত্মা । মনঃপর্য্যয় জ্ঞানী হবানিমিত্ত নিজ জ্ঞানন্দিয় ও ব্যক্তিত্বর সংপূণ্ঞ বিকাশ পূর্বক সম্যক দৃষ্টিবান হএ সমস্ত বিষয় ভোগ মুক্ত রহিবা উচিত ।

মনঃপর্য্যয় জ্ঞান দুইপ্রকার - রুজুমতি এবং বিপুলমতি । রুজমতি অপেক্ষা বিপুলমতি জ্ঞান বিরুদ্ধতর হয় বিপুলমতি রুজমতি অপেক্ষা মন সূক্ষ্মতর পরিবর্ত্তন জাণাপরে । রুজমতি জ্ঞান উতপন হবাসংগে সংগে নষ্ট হয়, কিন্তু বিপুলমতি জ্ঞান নষ্ট নাহয় কেবল জ্ঞান হবা পর্য্যন্ত রহেথাকে ।

মনঃপর্যয় জ্ঞানবিষয় দুৎ পরংপরা প্রচলিত । এক পরংপরা অনুযায়ী মনঃপর্য্যয় জ্ঞানী চিন্তিত অর্থকে প্রত্যেক্ষ জাণাপরে এবং অন্য পরংপরা অনুযায়ী মনঃ পর্য্যয় জ্ঞানী মন বিবিধ অবস্থাকে প্রত্যেক্ষ জাণবা স্থলে , সেই জুন অর্থ নিহিত থাকে, তাই কেবল অনুমান করাযাএ । প্রথম পরংপরা মন দ্বারা চিন্তিত অর্থ জ্ঞান নিমিত্ত মনকে মধ্যমভাবে স্বীকার নাকরে তার জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় বোলে কহে । উদাহরণ স্বরূপ - যদি কেউ কহে দেখ মেঘ মধ্য সূর্য্য আছে । মাত্র এই অর্থ নই যে প্রকৃততে মেঘ মধ্য সূর্য্য আছে , সূর্য্যকে দেখবার জনে এহা এক আধার মাত্র । সেমতন মন মধ্য শব্দ অর্থ জাণবা জনে এক আধার মাত্র । বাস্তবতে প্রত্যক্ষজ্ঞান মন নাহয় ততকালিক অর্থ হয় । দ্বিতীয় পরংপরা এই মতকে স্বীকার না করে কহে যে , মন জ্ঞান মুখ্য এবং ততপর অর্থজ্ঞান হয় । মন জ্ঞানদ্বারা অর্থজ্ঞান হয় - প্রত্যক্ষ অর্থজ্ঞান হতেপারেনা।

মনঃপর্য্যয় অর্থ হছে মন পর্য্যায়গুন - জ্ঞান - অর্থ পর্য্যায়গুন নই ।

উপযুক্ত দুটি পরংপরা মধ্যতে দ্বিতীয় পরংপরা যুক্তিসংগত প্রতীত হয় । মনঃপর্য্যয়তে সাক্ষাত অর্থজ্ঞান হবা সম্ভবপর নই কারণ , মনঃপর্য্যয়তে আত্মা কেবল মনরূপী । পুদগলগূন সাক্ষাতকার করে । মন সাক্ষাতকার হবাপর তচ্চিন্তিত অর্থ জ্ঞান অনুমান দ্বারা অবধারিত হয় ।

অবধিজ্ঞান সাক্ষাত আত্মার উতপন হবাকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলাযাএ । অবধির অর্থ হছে সীমা বা যাহাসীমিত । অবধিজ্ঞান সীমা হছে রূপী বা রূপযুক্ত পদার্থ । যাহা রূপ , রস, গন্ধ এবং স্পর্শযুক্ত তাই অবধিজ্ঞানবিষয়ান্তর্গত । তবে ছঅটি দ্রব্য মধ্য কেবল পৃদগল হিঁ অবধি বিষয় হতে পারে ।

অবধিজ্ঞান অধিকারী দুইপ্রকার -ভবপ্রত্যয়ী এবং গুণপ্রত্যয়ী । ভবপ্রত্যয় অর্থ হছে জন্মরু প্রাপ্ত হবা জুন অবধিজ্ঞান জাত হবা সংগে সংগে প্রকটিত হএথাকে দেবতা এবং নারক জাত হবা সংগে সংগে প্রকটিত হয় । দেবতা এবং নারক জাত হবা সংগে সংগে অবধিজ্ঞান অধিকারী হয় । তাই জনে তারদিকে ব্রত-নিয়মাদি পালন করতে পড়ে । মনুষ্য এবং নির্য্যঞ্চ গুণপ্রত্যয়র অধিকারী । ব্যক্তি নিজ প্রযত্নদ্বারা কর্মর ক্ষয়োপশম হবা এই জ্ঞান অধিকারী হয় । দেবতা মতন মনুেযেজনে এই জ্ঞান জন্মসিদ্ধ নই । ব্রত-নিয়মাদি পরিপালনদ্বারা এই জ্ঞান উতপন হয় । তবে এই গুণপ্রত্যয় বলাযাএ ।অনুগামী-অননুগামী , বর্দ্ধমান-হীয়মান , অবস্থিত-অনবস্থিত এগুন প্রত্যয় অবধির ছঅটি ভেদ । জুন অবধিজ্ঞান স্থনান্তর গমন মধ্য সহগমন করে , তাই অনুগামী বা গুণপ্রত্যয়াবধিজ্ঞান একপ্রকার ভেদ এবং জুন জ্ঞান উতপতি স্থান বা পরিসর-পরিত্যাগ লোপ বা নষ্ট হয় তাই অননুগামী ।

জুন অবধিজ্ঞান উতপতি ক্রমশঃ পরিবদ্ধিত হয় , তাই বর্দ্ধমান এবং শুদ্ধতাক্ষয় ক্রমশঃ অল্পবিষয়ক হয় , তাই হীয়মান ।

জুন জ্ঞান উতপতি বেলে যেমতন থাকে পরে মধ্য সেমতন রহে যাহার কিয়তি ক্ষয় - বৃদ্ধি হয়না, কেবল জন্মান্তর গ্রহণ বা কেবলজ্ঞান হবা পর হিঁ নষ্ট হএ , তাই অবস্থিত গুণপ্রত্যায়ান্তর্গত অবধিজ্ঞান । জুন অবধি-জ্ঞান কবে পরিবদ্ধিত , কবে অবক্ষয়িত , পুনঃ প্রকটিত বা অপ্রকটিত হয় তাই অনবস্থিত ।

উপরলিখিত ছঅটিভেদ স্বামী বা কর্ত্তা দৃষ্টিকোণতে করাগেছে । এতদব্যতীত ক্ষেত্র আদি দৃষ্টিকোণতে তাদের তিনটি প্রভেদ মধ্য দেখাগেছে - দেশাবধি, পরমাবধি এবং সর্বাবধি ।

অবধি এবং মনঃপর্য্যয় :

অবধি এবং মনঃপর্য্যয় এই দুই প্রকার জ্ঞান কেবল রূপী বা রূপবন্ত দ্রব্য মধ্য সীমিত । তবে এগুণ অপূর্ণঞ্ঝ ।তথাপি এই দুই জ্ঞান মধ্যতে প্রভেদ চতুষ্টায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণতে পরিলিক্ষিত হয় । যথা - বিশুদ্ধ , ক্ষেত্র , স্বামী এবং বিষয় (বশুদ্ধ - ক্ষেত্র - স্বামী - বিষয়েভ্যো অবধি মনঃ পর্য্যয়োঃ তত্ত্বর্থ সূত্র (১/২৬) মনঃপর্য্যয় জ্ঞান নিজ বিষয়কে অবধি জ্ঞান অপেক্ষা বিশদ রূপে জানে - তবে এহা বিশুদ্ধতর । এই বিশুদ্ধ বিষয় অধিকতা বা নু্যনতা উপরে নির্ভরণীল নাহএ বিষয়র সূক্ষ্মতা উপরে নির্ভর শীল । মাত্রাধিক বিষয়জ্ঞান অপেক্ষা সূক্ষ্মতর বিষয় জ্ঞান অধিক মহত্বপূর্ণঞ্ঝ । অবধিজ্ঞান নক্ষত্র অতি সূক্ষ্ম আরস্ক করে সংপূর্ণঞ্ঝলোক পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত , কিন্তু মনঃপর্য্যয়স্বামী বা অধিকারী দেবতা , নারক , মনুষ্য এবং নির্য্যিঞ্চ হবা স্থলে মনঃপর্য্যয় জ্ঞান অধিকারী কেবল মনুষ্য হয় । অবধি জ্ঞান বিষয় সমস্ত রূপী বা রূপবন্ত দ্রব্য (সমস্ত পর্য্যায় নই) , কিন্তু মনঃপর্য্যয় জ্ঞান বিষয় কেবল মন অটে ।

কেবল জ্ঞান

মনুষ্য স্বজ্ঞানপ্রাপ্ত প্রগতিতে এমতন এক সোপান উপনীত হয় যুথাএ সে নির্বঘ্নি তত্বর পূর্ণঞ্ঝজ্ঞান লাভ করতে পারে । জ্ঞান এই সোপানকে কেবলজ্ঞান বলাযাএ । এহা

সংপূর্ণ্ণ বিকশিত জ্ঞানর প্রতীক । তত্বার্থ সূত্র এহাকে বিশুদ্ধ, পরিপূর্ণ্ণ, সামগ্রিক , অসাধারণ নিরপেক্ষ , সর্বভাবদ্যোতক এবং অনন্ত পর্য্যায় যুক্ত বোলে উল্লেখ আছে । যেহেতু জৈনদর্শন মন এবং ইন্দ্রিয় বর্গ জ্ঞান প্রাপ্তি বাধক বোলে বলাগেছে , তবে কেবল জ্ঞান দিক-কাল-সীমা বহু উর্দ্ধতে । কেবল জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলাযাএ, কারণ মতি এবং শ্রুতি বিষয় কত পদার্থ মাত্র , কিন্তু পদার্থ সমস্ত পর্য্যায় জ্ঞান নিরূপিত হতেপারেনা । সেমতন অবধি দ্বারা প্রাপ্ত ভৌতিক পদার্থ নিচয় জ্ঞান অপেক্ষা শুদ্ধতর এবং সূক্ষ্মতর জ্ঞান হছে মনঃপর্য্যয় জ্ঞান । কেবল জ্ঞান সমস্ত পদার্থ তথা সমস্ত পর্য্যায় (সর্বদ্রব্যেষু সর্বপর্য্যায়েষু)। মতি, শ্রুতি , অবধি এবং মনঃ পর্য্যয় আদি ক্ষয়োপশমিক জ্ঞান এবং কেবল জ্ঞান ক্ষায়িক । মোহনীয় , জ্ঞানবরণ , দর্শনাবরণ এবং অন্তরায় - এই চারটি কর্ম অছে কেবল জ্ঞান প্রতিন্ধক । সর্বপ্রথমে মোহর ক্ষয় হয় এবং ততপর ঋঞানবরণ , দর্শনাবরণ এবং অন্তরায় ৪য়িত হয় । এহাপর কেবল জ্ঞান উতপতি হয় । মতি , অবধি আদি জ্ঞান আত্মার আংশিক বিকাশ জ্যোতিক মাত্র । যবে আত্মার পূর্ণ্ণরূপে বিকশিত হয় , সেতেবেলে ক্ষয়োপশমিক জ্ঞান গুন স্বতঃ বিনিষ্ট হয় । যেমতন পূর্বাকাশ সূর্য্যেদয় হলে তারাগণ জ্যোতিঃরাশি হরাইবসে , সেমতন যবে কেবল জ্ঞান উদিত হয় , সেতেবেলে অন্য জ্ঞান নষ্ট হয় ।

সর্বজ্ঞ অর্থ হছে - যে সমস্ত বস্তুকে জ্ঞাত হএ , বা তার জ্ঞান কুনু নির্দ্ধষ্টি বস্তু মধ্য সীমিত হয়না । এই জ্ঞান বর্ত্তমান কাল মধ্য সীমিত নাহএ ভূত ভবিষ্যতকে মধ্য ব্যাপ্ত হএনা । সাধারণ ব্যক্তির জ্ঞান ইন্দ্রিয় এবং মনোপরি নির্ভরশীল , মাত্র সর্বজ্ঞর জ্ঞান আত্মার উপরে আধারিত । যে পর্য্যন্ত কেবল জ্ঞানী সশরীর বর্ত্তমান থাকে , সে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় এবং মন তার সহিত রহেথাকে , সত কিন্তু জ্ঞান প্রাপ্ত নিমিত্ত সে ইন্দ্রিয় এবং মন উপযোগ করেনা ।

জৈন সাহিত্য

মহাবীর কুনু ধর্মগ্রন্থ স্বয়ং রচনা করেনা । তার উপদেশাবলী এবং বিচার সারাংশকে গণধর তথা তার অন্য প্রধান শিষ্যগণ লিপিবদ্ধ করে । গণধর অর্থাত মহাবীর প্রত্যক্ষ শিষ্যদ্বারা রচিত আগম অঙ্গ বা অঙ্গপ্রবিষ্ট বলাযাএ এবং স্থবিরদ্বারা রচিত আগমকে অনঙ্গ বলাযাএ ।

আগমগুন সংকলন করবা নিমিত্ত মহাবীর নির্বাণ প্রায়ঃ একশতষষ্ঠিতম বর্ষপর পাটলীপুত্রতে জৈনশ্রমণ সংঘ স্মেলন আহূত হয় । সমাবিষ্ট শ্রমণমধ্য বারটি অঙ্গমধ্য কেবল এগারটি অঙ্গর জ্ঞান জ্ঞাত ছিল , তবে দৃষ্টিবাদনামক দ্বাদশ অঙ্গ তার সংকলন করতেপারেনা । এহা কেবল ভদ্রবাহু নামক শ্রমণ ঝ্ঞাত ছিল । সে নেপালতে সাধনারত থাকে আহূত শ্রমণ সংঘ যোগ দিতে পারেনা । তবে দৃষ্টিবাদ - জ্ঞান আহরণ নিমিত্ত শ্রমণসংঘ স্থূলভদ্র এবং অন্য শ্রমণতার নিকট পঠাল । তার মধ্য ইংথূলভদ্র দৃষ্টিবাদ কিয়দংশ জাণবা জনে সমর্থ হয় ।

জৈনসংঘ দ্বিতীয় সম্মেলন আর্য্যস্কন্দিল অধ্যক্ষতা মথুরাতে পুনশ্চ নাগার্জুন সূরী অধ্যক্ষতা বল্লীভীতে অনুষ্ঠিত হয় । এহার প্রায়দেঢশহ বর্ষর পর দেব দ্বির্গণি ক্ষমা শ্রমণ বল্লভীতে শ্রমণ সংঘ একত্র করে সমস্ত শ্রুত শ্রমণ সাহিত্য কে সুব্যবস্থিত ঢঙ্গতে সংপাদন করে গ্রন্থবদ্ধ কল ।

পূর্বসাহিত্য

এহা চতুর্দ্ধশসংখ্যক জাকোবি উক্তি অনুসার মহাবীর পূর্বগ্রন্থ গচন রচনা করবা স্থল গণধররা বারটি মুখ্য কুলসংগ্রহ । ১২ জণ অধিনায়ক) অঙ্গ রচনা কল , কিন্তু চারপেণ্টিয়র মত পূর্ব রচয়িতা প্রথম তীর্থঙ্কর রুষভদেব । শ্বেতাম্বর এবং দিগম্বর পরংপরাগত বিশ্বাস এহি যে পূর্ব সাহিত্য পূণর্ঞ্চতা লুপ্তপ্রায় এবং বর্ত্তমান সেগুন

প্রাপ্তি সংপূণর্ঞ অসস্কব । চতুর্থ অঙ্গ এবং নদী সূত্রতে চউদটি পূর্বগ্রন্থ নামোনুবাদ আছে যথা ১) উতপাদ ২) অগ্রায়ণীয় ৩) বীর্য্যানুবাদ ৪) অস্তিনাস্তি প্রবাদ ৫) জ্ঞানপ্রবাহ ৬) সত্যপ্রবাহ ৭) আত্মপ্রবাদ ৮) কর্মপ্রবাদ ৯) প্রত্যাখ্যান ১০) বিদ্যানুবাদ ১১) অবদ্ধ্য ১২) প্রাণায়ুঃ ১৩) ক্রিয়াবিশাল এবং ১৪) লোক বিন্দুসার

অঙ্গসাহিত্য

জৈনধর্ম প্রাচীনতম উপলবধ সাহিত্যগ্রন্থ অঙ্গ । এহার বারটি অঙ্গ বা আগমগ্রন্থ গুন বিষয়বস্তু - সংপর্কতে কিঞ্চিত আলোকপাত করাগেছে ।

আচারাঙ্গ

এই দুইটি শ্রুতস্কন্ধ মিভক্ত । শৈলী এবং বিষয় বস্তু দৃষ্টিতে বিচার কলে এই দুই শ্রুতস্কন্ধ মধ্য বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । প্রথম শ্রুতস্কন্ধ প্রথম অধ্যায় শস্তপরিজ্ঞাতে হিংসার সাধন তথা শস্ত সমূহ পরিত্যাগ নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করাযাএ ।দ্বিতীয় অধ্যায় লোকবিজয়তে স্বজনঙ্ক প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ , সংযমতে শিথলতা পরিত্যাগ আদি বিষয় বিবৃত্তত । শীতোষ্ণীয় নামক তৃতীয় অধ্যায় বণিঞত আছেযে শীতোষ্ণ ,স্পর্শ , সুখ -দুঃখ , কামবাসনা , ণোক ,সন্তাপ আদি সহন করবা সর্বদা তপঃ নিরত হবা উচিত । চতুর্থ অধ্যায় সব্যকত্বতে সংযমী সর্বদা সম্যক জ্ঞান , সম্যক দর্শন , তপঃসাধন এবং চরিত্র নির্মাণ নিমিত্ত ততপর হবা জনে নির্দ্ধশে দিআগেছে । পঞ্চম অধ্যায় দূততে বিভিন্ন পদার্থ গুন পরিত্যাগ তথা আত্মাতত্ব পরিশুদ্ধ নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করাগেছে । মহাপরিঝ্ঞ নামক সপ্তম অধ্যায় লুপ্ত । বিমোক্ষ নামক অষ্টম অধ্যায় অগ্রাহবস্তু গ্রহণ প্রতিষেধ, ভি৪ুক্ষ বস্তাচার আদির উল্লেখ আছে । নবম অধ্যায় উপধানরত মহাবীর শ্রমণ - জীবন বিবৃত । এই মহাবীর শ্রমণ ভগবান ঝঞান পুত্র মেধাবী ব্রাহ্মণ ভিক্ষু আদি নামতে নামিত করাগেছে ।

দ্বিতীয় শ্রুতস্কন্ধ পাঞ্চটি বিভাগতে বিভক্ত । এইটি অন্তিম বিভাগটি পৃথক করাগেছে

। প্রথম বিভাগ শ্রমণ মান আহার , বসতি , গমনাগমন , ভাষাপ্রয়োগ , বস্ত্র , পাত্র আদি বিধি - নিষেধ বিশেষ ভাবে নিরূপিত হয় । দ্বিতীয় বিভাগটি বিবিধ মনোরংজক সংগীত শ্রবণ , সুন্দর বস্তু , দর্শনর লালসা শারীরিক চিকিসা আদি নিষেধ করাগেছে । ভাবনা নামক তৃতীয় বিভাগ পঞ্চমা ব্রত বণঞনা তথা মহাবীর জীবন দর্শন বণিঞত । বিমুক্তি নামক চতুর্থ বিভাগ মোক্ষতত্ত্ব আলোচনা করাগেছে । এইখানে মুনিগণ আংশিক মুক্ত তথা সিদ্ধগণ পূণর্ঞমুক্ত উল্লেখ করাগেছে ।

সূত্রকৃতাঙ্গ

এহা দুই প্রকার শ্রুতস্কন্ধ বিভক্ত । এইটি মুখ্যতঃ ততকালীন দার্শনিক চিন্তাধারা খণ্ডন করাগেছে । দৈতবাদ খণ্ডন করে আত্মাকে স্বতন্ত ভাবে প্রমাণিত করাগেছে । ঈশ্বর বাদ নিরাকরণ করে সংসারকে অনাদি তথা অনন্ত ভাবতে প্রতিপাদন করাগেছে । ক্রিয়াবাদ , অক্রিয়াবাদ , বিনয়বাদ এবং অজ্ঞানবাদ নিরাকরণ করে তর্ক সংগত ক্রিয়বাদ সংস্থাপন করাগেছে ।

স্থানাঙ্গ তথা সমবায়াঙ্গ

এই গ্রন্থ দুটি সংগৃহিত বিভিন্ন দর্শন সন্নিবেশিত । সরল এবং সহজভাব জ্ঞানর্জন নিমিত্ত সস্কবতঃ এই গ্রন্থ দুটি রচিত । স্থানাঙ্গ দশটি অধ্যায়তে বিভক্ত । এহার প্রথম অধ্যায় এক সংখ্যক , দ্বিতীয় দুই সংখ্যক ... তথা দশম সংখ্যক পদার্থ তথা কার্য্য নিরূপিত । সমবায়ঙ্গ মধ্য এই শৈলীতে রচিত , কিন্তু এইটি দশমতে অধিক সংখ্যক পদার্থতে নিরূপণ করাগেছে । বৌদ্ধ - পালি সাহিত্য অঙ্গুত্ত নিকায় মধ্য এই প্রকার সংখ্যা নিরূপণ শৈলী প্রয়োগ পরিদৃষ্টি হয় ।

ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তি

এইটি দার্শনিক ,নৈতিক , রাজনৈতিক , ভৌগলিক , ঐতিহাসিক , সামাজিক , আর্থকি আদি বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধ আলোচনা করাগেছে । এতদব্যতীত ভগবান মহাবীর ,

গোশালা , জমালি আদি আনক মহত্বপূর্ণ্ণ ব্যক্তির জীবনী সম্বন্ধ এইটি উল্লেখ করাগেছে । অন্য আগমগ্রন্থ অপেক্ষা এহা বিশালকায় তথা বিভিন্ন বিষয় বিপুল সামগ্রী সন্নিবেশিত হয় এহা ভগবতী নামতে প্রসিদ্ধ ।

জ্ঞাতাধর্মকথা

এহা মুখ্যতঃ গল্পগ্রন্থ । হিন্দুদের পুরাণ বা বৌদ্ধ দের জাতগল্প মতন এইটি বিভিন্ন কাহাণী মধ্য নীতিশিক্ষামান দিআগেছে ।

উপাসকদশা

এই গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট দশটি অধ্যায় মহাবীর দশটি প্রমুখ উপাসক তথা শ্রামক উপাখ্যান বণিঞত

অন্তকৃতদশা

জুন জীব ভবচক্র অন্ত বা ছেদ করাগেছে অর্থাত ভবচক্রতে মুক্ত হতেপারে , সেই আত্মাকে অন্তকৃত বলাযাএ ।অন্তকৃত দশাতে এমতন কত বিশিষ্ট আত্মার উল্লেখ আছে ।

অনুত্তরৌপ পাতিদশা

জুন ব্যক্তি নিজ তপঃ তথা সংজমদ্বারা কুনু শ্রেষ্ঠ বিমান দেবরূপে আবির্ভূত তাকে অনুত্তরৌপ পাতিক বলাযাএ । এই গ্রন্থতে সেই প্রকার কত প্রখ্যাত ব্যক্তি সম্বন্ধ উল্লেখ করাগেছে ।

প্রশ্ন ব্যাকরণ

এই গ্রন্থ দশটি অধ্যায়তে বিভক্ত । এথিরে হিংসা এবং অহিংসা সম্বন্ধতে এক বিশদ আলোচনা সন্নিবদ্ধ ।

বিপাকশ্রুত

বিশ্রুত গ্রন্থ দুটি শ্রুতস্কন্ধতে বিভক্ত ১) সুখবিপাক এবং ২) দুঃখবিপাক । সুখবিপাকতে

দশটি উপাখ্যান মাধ্যমতে পূশ্যকর্ম ফল নিরূপিত হয় । সেমতন দুঃখ বিপাকতে পাপকর্ম দুঃখময় পরিণতি বা ফল বিষয় মর্মস্পর্শী আলোচনা সন্নিবদ্ধ দশটি উপাখ্যান মাধ্যমতে করাগেছে ।

দৃষ্টিবাদ

এই শ্রুতাঙ্গটি লুপ্ত ।

উপাঙ্গ

দ্বাবশ উপাঙ্গ এক সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নতে দিআগেল ।

ঔপতাতিক

চানগরী , পূর্ণ্ণভদ্র , উদ্যান , মহাবীর সম্বামী , রাণী ধারিণী আদি সম্বন্ধতে সুরুচিপূর্ণ্ণ তথা সাহিত্য বর্ণ্ণনা এই উপাঙ্গ লিপিবদ্ধ ।

রাজপ্রশ্নীয়

সূর্য্যশঙষধঁঙ্ক মহাবীর সম্মুখ নাট্যবিধি প্রদর্শ , শ্রমণ কেশী তথা রাজা প্রদেশী মধ্য জীব এবং শরীর সম্বন্ধীয় আলোচনা এইটি বিবৃণিত ।

জীবাজীবাভিগম

এই গ্রন্থতে মহাবীর এবং ঘণধর গৌতম প্রশ্নোত্তর মাধ্যমতে জীব-অজীব মধ্য প্রভেদ এক সুবিস্তৃত আলোচনা সন্নিবেশিত ।

প্রজ্ঞাপনা

এইটি সান স্থিতি আদির প্রজ্ঞপনা করাগেছে ।

সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি এবং চন্দ্র পজ্ঞপ্তি

সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি সূর্য্যর গতিবিধি তথা চন্দ্র প্রজ্ঞপ্তিতে চন্দ্র গতিবিধি সম্বন্ধ এক সুবিস্তৃত সৌদ্ধান্তিক বর্ণ্ণনা আছে ।

জম্বুদ্বীপ

এইটি ভারতবর্ষ তথা এহার রাজা ভরত বিজয় যাত্রা উল্লেখ আছে ।

নিরয়াবলিকা এবং কলপাবতংসিকা

নিরয়াবলিকাতে রাজা শ্রেণিক পুত্র সম্বন্দ এবং কলপা বতসিকা শ্রেণিক পৌত্র সম্বন্ধ উল্লেখ আছে ।

নিরয়াবলিকা এবং কলপাবতংসিকা

নিরয়াবলিকা রাজা শ্রেণিক পুত্র সম্বন্ধ এবং কলপাবতংসিকা শ্রেণি পৌত্র সম্বন্ধতে উল্লেখ আছে ।

পুষ্পিকা

এইটি চন্দ্র , সূর্য্য , শুক্র , আদি দেবতা সম্বন্ধ আলেচনা করাগেছে ।

পুষ্পচূলিকা

এই গ্রন্থর দশটি অধ্যায় শ্রী , হ্রী , ধৃতি আদি মহাদেবী সম্বন্ধতে সরল প্রাঞ্জল মহত্বপূণঞ্জ বণঞ্জনা আছে ।

মূলসূত্র

জৈন দর্শন মুখ্য সিদ্ধান্ত গুন এইটিতে আলোচিত হএ এহাকে মূলসুত্র বলাযাএ । ভগবান মহাবীর মুখ্য নিসৃত বাণী ১) উত্তরাধ্যয়ন ২) আবশ্যক , ৩) দশবৈলিক ও ৪) পিণ্ড নিযুক্ত এই মূলসূত্র চতুষ্টয় সংকলিত হএ এই গ্রন্থ গুন অত্যন্ত মহত্বপূণর্ঞ্জ ।

উত্তরাধ্যয়ন

এই মহত্বপূণর্ঞ্জ গ্রন্থটি ছতিশিটি অধ্যায় বিভক্ত । এইটি বিভিন্ন রূপক , উপমা এবং সম্বাদ মাধ্যমতে বিনয় ,উত্তম , ভিক্ষু , ব্রহ্মচর্য্য , সমাধি , যজ্ঞ , মোক্ষমার্গ , কর্মপ্রকৃত আদি বিভিন্ন বিষয় সাবলীল ভাষাতে আলোচিত ।

আবশ্যক

এই গ্রন্থর ছঅটি অধ্যায় শ্রমণ নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যাবলী সম্বন্ধতে আলোকপাত

করাগেছে ।

দশবৈকালিক

এইটি দশটি অধ্যায়তে এবং দুইটি চূলিকা আছে । শ্রমণর সংযম-আচরণ নিমিত্ত বিভিন্ন বিধিবিধান এইটি উপদিষ্ট ।

পিণ্ডনির্যুক্তি

আহার সম্বদ্ধীয় এক সুবিস্তৃত আলোচনা এইটি দেখতে মিলে ।

ছেদ সূত্র

এই ছঅটি যথা - ১) দশাশ্রুত স্কন্ধ , ২) বৃহতকল্প ৩) ব্যবহার ৪) নিশীথ ৫) মহানিশীথ এবং ৬) পঞ্চকল্প । জৈন-ভিক্ষু-ভিক্ষুণী আচরণ জনিত বিভিন্ন দেষনিমিত্ত সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা উল্লেখ দেখতে মিলে । তবে এই বৌদ্ধরা বিনয়পিটক অনুরূপ ধর্মগ্রন্থ ।

প্রকীণ্র্ণক

এহার অর্থ হছে বিবিধ । প্রকীণ্র্ণকর সংখ্যা অসংখ্য হলে মধ্য মুখ্যতঃ দশটি প্রকীণ্র্ণক স্বীকৃতি । সেগুন সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নতে দিআগেল

চতুঃশরণ

সাধু ,সিদ্ধ , কেবল কথিত ধর্ম এবং শ্রমণ নিকট শরণ নবা উচিত । এহাকে চতুঃশরণ বলাযাএ ।

আতুর প্রত্যাখ্যান

এইটি বালামরণ তথা পণ্ডিতমরণ সম্বন্ধ আলোচনা করাগেছে ।

মহাপ্রত্যাখ্যান

এই ত্যাগর এক বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিআগেছে ।

ভক্তি প্রতিজ্ঞা

এই ভক্তি প্রতিজ্ঞা নামক মরণ বিষয় বিবেচনা করাগেছে ।

তন্দুল বৈচারিক

গর্ভর বণর্ঞ্জনা তথা নরীজাত সম্বন্ধ বিভিন্ন আলোচনা এইটি করাগেছে ।

সংস্তারক

মৃতু সময়তে গ্রহণ যোগ্য তৃণ শয্যা মহত্ব সর্ক এইটি উল্লেখ আছে এবং তৃণ শয্যা আসীন মুনি কেমতন গোক্ষপদ প্রাপ্ত হএ , তাহার হাদ্ধ্য দৃষ্টান্ত মধ্য এইটি দিআগেছে ।

গচ্ছাচার

সংঘতে রহিবা সাধুর আচার-ব্যবহার সম্বদ্ধ এইটি উল্লেখ আছে ।

গণিবিদ্যা

এই গণিত বিদ্যা এবং জ্যোতিবিদ্যা বিভিন্ন বিভাব যথোচিত আলোচিত হএছে ।

দেবেন্দ্রস্তব

তিশি জণ দেবেন্দ্র এক বিস্তৃত বণর্ঞ্জন এইটি আছে ।

মরণ বিভক্তি

এইটি ভক্তি প্রতিজ্ঞা , মহাপ্রত্যাখ্যান আদি আলোচনা করাগেছে ।

চূলিকাসূত্র

নদী এবং অনুযোগদ্বারা চূলিকাসূত্র বলাযাএ ।জুন গ্রন্থতে অবশিষ্ট বিষয়গুন বণর্ঞ্জনা থাকে বা বণির্ঞ্জ ত বিষয় স্পষ্টীকরণ করাযাএ , তাকে চূলিকা বলাযাএ । আগম গুন অধ্যয়ন নিমিত্ত নন্দী এবং অনুযোগ দ্বারা ভূমিকা কার্য্য করেথাকে । নন্দী কেবলজ্ঞান মীমাংসা করাযাএ এবং অনুযোগ দ্বারা আগম গুন থাকবা প্রায় সমস্ত মুখ্য সিদ্ধান্ত গুন আলোচনা করাযাএ আগম থাকবা কত পরিভাষিক শব্দ স্পষ্টিকরণ মধ্য করাগেছে ।

আগমিক ব্যাখ্যা

জৈন-আগম গুন ব্যাখ্যা তিনি প্রকার যথা ১) ভাষ্য ২) নির্যুক্তি এবং ৩) চূণ্ঞী । নির্যুক্ত এবং ভাষ্য পদ্যশৈলী তথা চূণ্ঞী গদ্য শৈলী রচিত হএছে ।

নির্যুক্তি শৈলী অতি প্রাচীন । এহা প্রণেতা মুখ্যতঃ ভদ্রবাহু দশটি আগম নির্যুক্ত রচনা করাগেছে । এতদ ব্যতীত গোবিন্দাচার্য্য দ্বারা রচিত গোবিন্দ নির্যুক্তি মধ্য প্রণিধান যোগ্য ।

ভাষ্যকার মধ্য সংঘদাসগণি এবং জিনভদ্রগণি প্রমুখ আছে । জৈন-আগম গুন আঠটি মহাকায় ভাষ্য রচিত হএছে । এতদ ব্যতিত আবশ্যক , পিণ্ড নির্যুক্ত ,দশবৈকালিক আদির লঘভাষ্য মধ্য দেখতে মিলে ।

চূণ্র্ঞকার মধ্য জিনদাস গনে বিশেষ প্রসিদ্ধ । অঠরটি আগম চূণী পরদৃষ্ট হএ ।

সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ চূণ্ঞী সাহিত্য অতি মহত্বপূণ্র্ঞ

আগমিক প্রকরণ

আচার্য্য সিদ্ধসেন সনমতিতর্ক , আচার্য্য হরিভদ্র কৃত ধর্মসংগ্রহিণী , যশেবিজয়কৃত তত্ত্ব বিবেক ও ধর্মপরীক্ষা কুন্দকন্দ কৃত প্রবচনসার , সময়সার , নিয়মসার আদি গ্রন্থ তর্কপ্রধান হবা জনে এগুন তার্ককি প্রকরণ বলাযাএ ।

ঔপদেশিক প্রকরণ

এই প্রকরণ ধর্মদাসকৃত উপদেশমালা ,শান্তিসূরীকৃত ধর্মরত্ন প্রকরণ , দেবেন্দ্র সূরীকৃত শ্রাদ্ধবিধি প্রকরণ , হেমচন্দ্র সূরীকৃত ভাবভাবনা বর্দ্ধমান সূরীকৃত ধর্মোপদেশমালা আদি সন্নিবেশিত ।

আগমিক প্রকরণ

এই প্রকরণ মূখতঃ তত্ত্বজ্ঞান তথা ভূগোল সম্বন্ধীয় বিষয়বস্তু সন্নিবিষ্ট । আগমিক প্রকরণ মধ্যরু কত উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ হল-শিবশর্মার কর্মপ্রকৃতি , চন্দ্রর্ষি পঞ্চসংগ্রহ, জিনভদ্রঙ্কর বিশেষণ বিশেষবতী , হরভদ্র যোগশতক , দেবেন্দ্র কর্মগ্রন্থ পঞ্চক ইত্যাদি

।

জৈন আচার্য্য

উমাস্বাতি

আচার্য্য উমাস্বাতি সর্মপ্রথমে জৈন দর্শন সংস্কৃত ভাষা রচনা করেছিল । জৈন তত্ব মীমাংসা, আচারশাস্ত কর্মশাস্ত্র, আত্মবিদ্যা আদি বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করিবা জনে সে তত্ত্বর্থসূত্র নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিল ।

সিদ্ধসেন

বৌদ্ধদার্শনিক নাগার্জুনঙ্ক আবির্ভাব পরে ভারতীয় দর্শন ক্ষেত্র এক ক্রান্তিকারী পরিবর্ত্তন দেখাদিল । দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠাজনে তর্ক প্রধান্য যে অনিবার্য্য , তাহা সে দর্শাচ্ছিল । তার শৈলীদ্বারা অনুপ্রাণিত হয় সিদ্ধসেন , সমন্ত ভদ্র মতন মহান তার্ককিগণ সৃষ্টি হল । স্যাদবাদ এবং নয়বাদ মুখ্য আধার করে সিদ্ধসেন সনমতিতর্ক ন্যায়াবতার এবং বত্তীসিয়োঁ রচনা কল । সনমতি তর্কতে নয়বাদ বিশ্লেষিত হয় । এহার প্রথম অধ্যায় দ্রব্যাথিক এবং পর্য্যায়াত্থক দৃষ্টিকোণ বিবেচনা , দ্বিতীয় অধ্যায় জ্ঞান এবং দর্শন সম্বদ্ধ আলোচনা তথা অন্তিম অধ্যায় গুণ এবং পর্য্যায় , অনেকান্ত দৃষ্টি এবং তর্ক ও শ্রদ্ধা সম্বন্ধতে আলোকপাত করাগেছে । জ্ঞান এবং দর্শন অভেদত্ব প্রতিপাদন করে সে নূতন পররা সৃষ্টি কল । সিদ্ধসেন অনুযায়ী জন্ম-মরণ-চক্র মুক্ত হবা নিমিত্ত জ্ঞান এবং কর্ম উভয় আবশ্যকতা রহেছে । জ্ঞান সহিত কর্ম যেমতন নিরর্থক , কর্মসহিত জ্ঞান সেমতন পঙ্গু ।

সমন্তভদ্র

গণাবচ্ছেদক

প্লত্যেক বর্গর নায়কঙ্কু গণাবচ্ছেদং বোলাযাএ। ওই বর্গতে থাকবা সমস্ত সাধুঙ্কর আধ্যাত্মিক জীবনকে সুনিয়ন্তণ করতে ওদের মুখ্য কার্য্য।

রত্নাধিক

শ্রমণ সংঘতে বিশিষ্ট জ্ঞানচার সন্ন সাধুকে রত্নাধিক বোলাযাএ। সংঘর বিবিধ অনুকূল - প্রতিকূল পরিস্থিতিতে রত্নাধিক আচার্য্যকে বিভিন্ন সমস্যাসমাধানতে সাহায্য করেথাকে ।

সাধ্বীসংঘ

সাধ্বীকে সাধু সহিত বিজন সহাবস্থান, একান্ত পরিভ্রমণ , নিজর্ন আহার- বিহার আদি নিষিদ্ধ করাগেছে সাধীকে নিজ বর্গতে থেকে সংযম করতে হএ। এহার জনে সাধীসংঘতে মধ্য বিশিষ্ট পদাধিকারিণীকে নিযুক্তি করতেহয়। সাধীসংঘতে মুখ্যতঃ এই চারটি পদবী প্রচলিত , যথা- প্রবতিনী, গণবিচ্ছেদিনী, অভিষেকা, এবং প্রতিহারী। শ্রমণ-সংঘতে আচার্য্যঙ্কর যেমন স্থান, সেমন স্থান সাধী-সংঘতে প্রবতিনীঙ্কর মধ্য। শ্রমণ-সংঘতে উপাধ্যায় যেমন স্থান অধিকার করেথাকে , সেমন পদবীর অধিকারীণীকে সধ্বীসংঘতে গণবিচ্ছেদিনী বা উপাধ্যায় বোলাযাএ। শ্রমণসংঘতে যাহাকে স্থবির বোলাযাএ, সাধবীসংঘতে সে অভিষেকা নামতে পরিচিতা। সেমন শ্রমণ-সংঘতে রত্নাধিকর যেমন স্থন, তাহাকে সাধবীসংঘতে প্রতিহারী বোলাযাএ। মহাবীর সময়ে সাধবী-সংঘর নেতৃত্ব নিয়েছিল মহাসতী চন্দনবালা।

সেবা

সেবাসম্বন্ধতে স্থবিরকল্পিক মুনি নিমিত্ত সাধারণ নিয়ম হয় কোন সাধু সাধবী থেকে বা সাধবী সাধুথেকে সেবা গ্রহণ না করতে। সর্বদর্শন আদি বিষম পরিস্থিতিতে ঔষধ উপচাররূপে উভয়ে উভয়ের সেবা করতেপারে। সাধু সাধবী জনে সাধারণতঃ আচার্য্য, উপাধ্যায়, স্থবির ,তপস্বী,ছাত্র, রোগী, সাধমিক, কূল, গণ ,এবং সংঘর সেবা আচরণযোগ্য বোলাগেছে। এমন সেবা করে সাধক মহানির্জরাকু প্রাপ্ত হোয়থাএ।

দীক্ষা

দীক্ষাদানর ঔপচারিক বিধি কোন যোগ্য সাধু বা সাধীব দ্বারা সংপন্ন করাযেতেপারে। কোন পুরুষ সাধীর থেকে

বা স্তী সাধুথেকে দীক্ষিত হতে দূষণীয়। কোন এক পরিস্তিতিতে জাতবৈরাগ্যা স্তী দীক্ষাদাত্রী

সাধবীর অভাবতে কোন এক সাধুরদ্বারা দীক্ষিতা হলে সে পুনঃ যথাশিঘ্র কোন এক সাধবীর দ্বারা ঔচিত্যদৃষ্টি থেকে দীক্ষিতা হবে। দীক্ষান্ত সাধুর সাধুবর্গর এবং সাধবী সাধ্বীবর্গরে সম্মিলিত হেবা আবশ্যক। আঠ বর্ষতেকে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাকে দীীক্ষা প্রদান করাযাছিলনা । দীক্ষানিমিত্ত বিচারর পরিপক্কতা মধ্য আবশ্যক । অপরিপক্ক আয়ু , অপরিপক্ক বিচার এবং অপপিক্ক বৈরাগ্য দীক্ষার দীক্ষার পবিত্র উক্কেশ্যর বাধক সিদ্ধ হতেপারে, তবে ক্লীব ,অযোগ্য পুরুষ আদিকে দীক্ষা প্রদান করাযাছিলনা।

পঞ্চমহাব্রত

যে ভিক্ষু বা শ্রবণ পূর্ণ্নতয়া হিংসা পরিত্যাগ করেথাকে, ওকে সর্ববিরত বোলাযাএ।

১ সর্বপ্রাণাতিপাতবিরমণ (অহিংসা)

(২) সর্বাদত্তদানবিরমণ (অস্তেয়)

(৩) সর্বমৃক্ষাবাদবিরমণ (সত্য)

(৪)সর্বমৈথুনবিরমণ (ব্রহ্মচর্য্য) এবং

(৫) সর্বপরিগ্রহবিরমণ (অপরিগ্রহ) বা সর্ববিরতি - এগুলিকে সর্বত্যাগরূপ পঞ্চমহাব্রত বোলাযাএ।

১ সর্বপ্রাণাতিপাতবিরমণ (অহিংসা)

জৈন- আচরণ প্রাণ হছে অহিংসা। অহিংসা- তত্ত্বর যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবেচন জৈনদর্শনতে করাগেছে, তাহা অন্যত্র বিরল। জলাশায়ী, পৃথী- আশ্রিত প্রাণী - কীট, পতঙ্গ, পশু, যথা-পাখী, মানব- এ সমস্ত তাত্ত্বিকদৃষ্টি থেকে বিচার কলে সমান। যেমন আমাকে সুখ প্রিয় এবং দুঃখ অপ্রিয়, সেমন প্রত্যেক জীবর জনে সুখ প্রিয় এবং দুঃখ অপ্রিয়। তবে কায়- মনোবাক্যতে অন্য প্রাণীপ্রতি হিংসা আচরণ করিবা সর্বথা অকরণীয়। তাইজনে মুনি সর্বদা প্রাণী হিংসাকে পরিত্যাগ করেথাকে এবং অন্য জীবনর কোন হানি না হবা মতন ওর সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক কায অত্যন্ত সতর্কতা সহ সমাপন করেথাএ। যে জীব-অজীবর ভেদ নির্ণ্নয় করতেপারে, যাহার সর্বভুতেষু জ্ঞান হএ, সে মুনি পদবাচ্য হএ এবং সে বস্তুতঃ সংযমী হতপারে। তবে জৈন- আচরণ শাস্ততে বোলাগেছে যে প্রথমে জ্ঞান , তত্পরে দয়া।

২-সর্ব - অদত্তাদানবিরমণ

অদত্তাদানথিকে বিরত থাকবা শ্রমণ তা উক্কেশ্যতে অনুস্কিষ্ট কোন বস্তু গ্রহণ করে নাহিঁ অর্থাত প্রলোভনবশথেকে কোন কারণ থেকে কোন পদার্থপ্রতি অনুচিত অধিকার সাব্যস্ত করে নাহিঁ। বিনানুমতিতে পরদ্রব্য ব্যবহার ভিক্ষুমততে স্তেয় তা চৌর্য্যান্তর্গত। ভ্রম বা অজ্ঞানবশতঃ থেকযাএথাকবা ,থাকবা বা পড়েযাএ থাকবা পরবস্তুকে স্পর্শ করবা ও জনে নিষিদ্ধ। আবশ্যক হলে অনুমতিপূর্বক উপযুক্ত ব্যক্তির দানকে হিঁ সে গ্রহণ করেথাএ বা উপযোগ করেথাএ।

৩- সর্বমৃষাবাদবিরমণ

হিংসাদি দোষর স্রষ্টা অসত্য বচন হএছিল সর্বথা এহার পরিত্যাগ করেথাএ । সে সত্য এবং মৃদু বচনর প্রয়োগ করেথাএ। অনিশ্চিত অবস্থাতে সে নিশ্চিতাত্মক বাণী বোলে নাহিঁ।

৪- সর্বমৈথুনবিরমণ

শ্রবণনিমিত্ত সর্ববিধ মৈথুন পূর্ণ্ণতয়া পরিত্যাজ্য। অন্য দ্বারা মৈথুনকরণ তথা এবং বিধ কার্য্যর অনুমোদন ওর জনে সর্বদা নিষিদ্ধ। মৈথুন থেকে হিংসাদি দ্বেষ, কলহ, সংঘর্ষ আদি পাপ জাত হতেথাকবার মুনি সর্ববিধ মৈথুন বা যৌনরতি ত্যাগ করেথাকে। তাইজনে ভিক্ষু কোন প্রকার কামোস্কীপক ভোজন গ্রহণ করেনা বা কোন ইন্দিয়াকর্ষক বস্তু সঙ্গে কখন সংপর্ক রাখে নাহিঁ।

৫-সর্বপরিগ্রহবিরমণ

সর্ববিরত শ্রমণনিমিত্ত সর্বপরিগ্রহবিরমণ মধ্য অনিবার্য্য। কোন বস্তুর মমত্বমূলক বা আসক্তিমূলক সংগ্রহ বা অধিকরণকে পরিগ্রহ বোলাযাএ।সর্ববিরত শ্রমণ স্বয়ং এমন সংগ্রহ করে নাহিঁ, অন্য দ্বারা করাতে নাহিঁ বা এমন সংগ্রহ করতে থাকবার ব্যক্তির কিঞ্চিদপি সমর্থন করতেনা। সে পূর্ণ্ণত অনাসক্ত এবং অকিঞ্চন হএযাএ। সংযম-পরিচালনানিমিত্ত অত্যাবশক বস্তু পাখেতে থাকলে সেসবুপ্রতি ওর কোন আসক্তিভাব থাকেনা। সে প্রকার বস্তুর অপহরণতে বা বিনাশতে ও শোক করেনা বা হৃতবস্তু প্রাপ্তিতে উল্লসিত হুএনা ।কেবল সংযম-যাত্রার সাধন রূপে ও এউপকরণগুলি ব্যবহার করেথাকে।

ষডাবশ্যক

যেগুলি অবশ্য করণীয়, ওগুলি আবশ্যক। মূলাচার এবং আবশ্যক আদি গ্রন্থতে সর্ববিরত মুনির জনে (১)সাময়িক, (২)চতুবিশতিস্তব,(৩)বন্দনা (৪)প্রতিক্রমণ, (৫)প্রত্যাখ্যান, (৬)কায়োত্সর্গাদি

ষডাবশ্যকর ব্যবস্থা করাহছে।

সাময়িক

প্রাণীমাত্র প্রতি সমভাব রাখতে সাময়িকবাচী।যে সাধক পাপপূর্ণ প্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকে এবং ষডজীবনীকায়প্রতি সংযম আচরণ করে তথা মন, বচন, ও শরীরকে নিয়ন্রণ করি জীবজচয্যা আচরণ করে, ও সাময়িকযুক্ত হএথাকে।

চতুবিংশতিস্তব

সমভাবরূপ সাময়িকর মহান সাধক এবং উপদেষ্টা চবিশ জণ তীর্থঙ্কর স্তুতিকে চতুবিশতিস্তব বোলাযাএ। থ্যাগ, বৈরাগ্য, সংযম, এবং সাধনার মহান আদর্শ এ তীর্থঙ্কররর স্তুতিদ্বারা সাধক আধ্যাত্মিক বল প্রাপ্ত হএ, ওর সাধনার মার্গ প্রশস্ত হএ এবং সংযমতে স্থিরতা আসে। এ স্তুতিদ্বারা সাধকর নির্জরাপ্রাপ্তি হতেপারেনা। এ কেবল ওর সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করাবা জনে এক সাধনা মাত্র।

বন্দনা

মুনির জনে যেমন তীর্থঙ্কররর স্তব আবশ্যক, গুরুস্তব মধ্য সেমন আবশ্যক। গুরুস্তবকে বন্দনা বা চন্দন বোলাযাএ। তীর্থঙ্কররপরে গুরু হিঁ বন্দনযোগ্য, কেন গুরু অহিংসা আদি ব্রতগুলিকর কঠোর সাধনা করে শিষ্যসম্মুখতে প্রত্যক্ষ আদর্শময় কার্য্য করেথাকে। তবে গুরুকে সম্মানিত কলে ওর গুণপ্রতি মধ্য উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করাহএথাকে।

প্রতিক্রমণ

মন, বচন এবং শরীরদ্বারা করবা , করেথাকবা বা অনুমোদন করবা পাপজনে চিন্তা করবা , পশ্চাত্তপ করবা তথা অশুদ্ধিকে ত্যাগ করে পুনঃ শুদ্ধিকে গ্রহণ করবা প্রতিক্রমণ বলাযাএ । জুন পাপকর্মগুন শ্রমণমান নিমিত্ত অকরণীয় , সেগুন যদি তারা সাদন করে , তাহলে প্রতিক্রমণ বিধ তার জনে অনিবার্য্য । সর্ববিরত সংযমী জনে সাময়িক , স্বাধ্যায় আদি শুভকর্মগুন বিধান করাগেছে , তাহার আচরণ নাকলে মধ্য প্রতিক্রমণ করবা উচিত , কারণ , অকর্ম-করণ যেমতন পাপ হয় , অবশ্য কর্ত্তব্য অবহেলন প্রদর্শন মধ্য সেমতন পাপবহ ।

প্রত্যাখ্যান

সর্ববিরত মুনি হিংসাযুক্ত সমস্ত বস্তুকে পরিত্যাগ করে , কিন্তু হিংসা দোষ যুক্ত নাহবা বস্তু মধ্য কত সেবন করে অনাসক্ত ভাব পরিপৃষ্টনিমিত্ত অন্য কত বস্তুকে ত্যাগ করে । প্রত্যাখ্যান এই উদ্ধেশ্যকে পূরণ করে । এহাদ্বারা মুনি এক নিদ্ধিষ্ট সময় জনে বা আজীবন কত হিংসা দোষবিনির্মুক্ত বস্তুকে ত্যাগ করে ।

কায়াসর্গ

শারীরিক আসক্তিপরি আত্মাস্বরূপ লীন হবা কায়োসর্গ বলাযাএ । ধ্যান সাধন এবং চিত্ত একাগ্রতা অভ্যাস নিমিত্ত কায়োসর্গ অনিবার্য্য । সর্ববিরত শ্রমণ প্রত্যহ প্রাতঃ এবং সায়ংকাল কায়োসর্গদ্বারা শরীর এবং আত্মাসম্বন্দ চিন্তন করে - শরীর আত্মাথিকে ভিন্ন ,শরীর জড় এবং আত্মার চেতনশীল । তবে শরীর প্রতি আসক্ত হবা নিরর্থক ।

সমাচারী

সমাচারী অর্থ হছে সম্যকচর্য্যাপরায়ণ । শ্রমণ দিনচর্য্যা কেমতন হবা উচিত - এই প্রশ্নর উত্তর আচার-শাস্ত্র ব্যবস্থিত ঢঙ্গতে প্রদান করাগেছে । দিবসকে চার ভাগ বিভক্ত করে মুনি নিজ দিনচর্য্যা সংপন্ন করবা উচিত । দিবস প্রথম প্রহর সে মুখ্যতঃ স্বাধ্যয় , দ্বিতীয় প্রহর ধ্যান , তৃতীয় প্রহর ভিক্ষাচর্য্যা এবং চতুর্থ প্রহর পুনঃ স্বাধ্যয় , সেমতন রাত্রর প্রথম প্রহর স্বাধ্যয় , দ্বিতীয় প্রহর ধ্যান , তৃতীয় প্রহর নিদ্রা এবং চতুর্থ প্রহর পুনঃ স্বাধ্যায় আচরণ । শ্রমণ দিন চর্য্যা স্বাদ্যয় সর্বাধীক মাহত্ব প্রদান করাগেছে । প্রবচন , পরিপ্রশ্ন বা পুনরাবৃত্তি , ধর্মোপদেশ্রবণ- ভাষাদি অধ্যয়ন অন্তর্ভুক্ত

।

উত্তাধ্যয়ন সূত্র ষডবিংশতম অধ্যায় বস্ক শ্রমণ সামন্যচর্য্যা , সমাচারী দশবিধ বোলে উল্লেখ করাগেছে । কুনু আবশ্যক কার্য্যনিমিত্ত উপাশ্রয়তে প্রস্থান করতে আমি আবশ্যক কার্য্য জনে বর্হিনিগম করি এমতন কহিবা উচিত । এহি আবশ্যক সমাচার । প্রত্যাবর্ত্তন - বর্ত্তমান আমার বহিগমন অনুচিত , এমতন কহিবা উচিত ।এহাকে নৈষধিকী বলাযাএ । কুনু কার্য্য সাদন পূর্ব গুরু বা জ্যেষ্ঠমুনিঙ্ক তসংপর্ক জিঞসা করবা উচিত - আমি এই কার্য্য করব কি ? এহাকে আপৃচ্ছনা বলাযাএ । গুরু বা জ্যেষ্ঠ মুনি জুন কার্য্য করবা জনে বারণ করে , যদি সেই কার্য্য

করবাজনে বলাযাএ । গুরু বা জ্যেষ্ঠ মুনি জুন কার্য্য করতে বারণ করে , যদি সেই কার্য্য করতে আবশ্যক হয় , তাহলে গুরুকে পুনঃ অনুমতি যাচঞাকে প্রতিপৃচ্ছনা বলাযাএ । সংগৃহীত ভোজ্যনিমিত্ত সহ শ্রমণ নিমত্রণ করে নিজে ধন্য ছন্দনা বলাযাএ । পরস্পর ইচ্ছা জেনে অনুকূল ব্যবহার করতে ইচ্ছাকরে । প্রমাদবশতঃ হবা ত্রুটিজনে পশ্চাত্তাপ করে তাহাকে মিথ্যাভাব স্বীকার করবা মিথ্যাবলাযাএ । গুরু বা জ্যেষ্ঠমুনিঙ্ক আজ্ঞা স্বীকার পূর্বক তার উক্তি আদর করবা তথাকার । দৈনন্দিন কার্য্য করবা সময় ভক্তি এবং বিনিময় সহিত ব্যবহার করবা অভু ্যতথান বলাযাএ ।জ্ঞানদি প্রাপ্ত নিমিত্ত যোগ্য গুরু আশ্রয়গ্রহণ উপসংপদা বলাযাএ ।

জৈনশ্রমণঙ্ক ধর্মপ্রচার

জৈনশ্রমণ ধর্মপ্রচার উন্দেশ্যতে বিভিন্ন স্থান পরিব্রজন করে । সংঘর আচার্য্য নেতৃত্বাধীন তারা গ্রাম - গ্রাম বুলে ধর্ম প্রচার করে । বর্ষারুতূ চার মাস তারা একটি স্থানে অতিবাহিত করে চাতুমাস ব্রত পালন করে , অন্য আঠ মাস তারা আচার্য্য অধীনস্থ হয় ধর্মচর্চ্চপূর্বক বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে । এই সময় তারা ক্ষুধা - তৃষা শীত তাপ আদি নানা প্রকার কষ্ট বরণ করে । এতদ ব্যতীত তারা অনেক দুর্ন্দশা মধ্য সম্মুখীন হয় । প্রাকৃতিক বহু প্রতিবন্ধক তথা শ্বাপদ সংকুল ঘন অরশ্যানী , উতুঙ্গ , গিরিশৃঙ্খ , পূণঞগর্ভা নদী এসব মধ্য পথমধ্যতে অতিক্রম করতে হয় । গহন - কানন - বনমধ্য প্রতিমুহুর্ত্ততে পদস্পলন সঙ্কাবনা তারা সম্মুখ রহে পথ অতিক্রান্ত হয় । ক্ষীণস্রেত গিরিনদী গুন বেলেবেলে হঠাত জলপূণর্ঞ হএ তার গতিরোধ মধ্য করে ।

প্রাকৃতিক বিপদ সংগে সংগে সামাজিক তথা রাজনৈতিক বিপদকে মধ্য তারা মুক্ত না হয় । যার রাজ্যতে রাজা জৈন ধর্ম পরিপন্থী নই , তাদের রজ্য যে কুনু কারণতে বিদ্রেহ সূত্রপাত হলে মধ্য ,এই নিরহংকর পরোপকারী শ্রমণ দায়ী । ফল তারা নানা ভাব অত্যাচারিত হতে পড়ে , কবে কবে প্রাণ দণ্ডতে মধ্য দণ্ডিত হয় । কুনু সময় তাদের সমস্ত বস্তু , এমতন কি সামান্য ভিক্ষাপাত্র মধ্য রাজকর্মচারী জবত করেনা ।জৈন শ্রমণরা আশ্রয়জনে কুনু নিরাপদ অতিথিশালা বন্দোবস্ত ছিলনি -ফলতে গাছতলে ভূমি তাদের আশ্রয় স্থল ছিল । এমতন ভাবে বৃদ্ধাবস্থা , মহামারী এবং দুভিক্ষ শিকার হয় অতি অসহায় ভাবে তার মহাপথ যাত্রা হয় ।

সংঘভেদ

ক্ষত্রিয়কুণ্ড গ্রাম জমালি নামক এক ক্ষত্রিয় কুমার ছিল । মহাবীর ব্রাহ্মণকুণ্ড থাকবা সময় তার প্রবচন শুনে মুগধ হল । একবার সে মহাবীরকে বলিল - মহাশয় ! আপণার প্রবচন শুনে আপণার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়েছে । আপণি যাই বলিছ তাই সত্য এবং সন্দেহ মুক্ত । আমি আপণার ধর্মতে দীক্ষিত হতে চাই ।

মহাবীর স্বতন্তা প্রবক্তা ছিল । তার সংঘ প্রবিষ্ট হবা নিমিত্ত সে বলিল । তার স্বীকৃতি সূত্র ছিল - যথাসুখম । তবে জমালি থিকে দীক্ষিত হবা জনে নিবেদন শুনে মহাবীর বলিল -তোমার যেমন ইচ্ছা , সেমন কর। জমালি নিজরে পিতা-মাতা এবং পত্নী থেকে অনুমতি এণে ভগবানঙ্ক সংঘতে দীক্ষিত হল। সেএগারটির অঙ্গ শাস্তর অধ্যয়ন করে আচারজ্ঞ এবং তপস্যার আরাধান করে তপস্বী হল । একদা জমালি ভগবানঙ্ক কাছে এসে বোলল- মহাশয়! আমি পাঞ্চশে শ্রমণঙ্ক সঙ্গে জনপদ বিহার করবা জনে চাহেঁ। এথি নিমিত্ত আপনি আমাকে অনুমতি প্রদান কর।এহা শুনে ভগবান মৌন থাকল। জমালির পুনঃ নিবেদনতে ভগবান আবার মৌন থাকল। শেষতে ভগবানর অনুমতি বিনা জমালি জনপদ- বিহার জনে বেরিয়েগেল। জমালি পাঞ্চশো শ্যঢ়ণর সঙ্গে শ্রীবস্তীতে পহচেংগেল এবং তস্তত্য কোষ্ঠক চৈতন অবস্থান কল । অব্যবস্থিত ভোজনজনে সে পৈত্তিক জস্করতে আক্রান্ত হয় শরীরপীডা ভোগতে লাগল । সে শ্রমণকে বলিল - কি বিছণা বিছাসরল ? শ্রমণ কহিল - না মহাশয় ! বিছাছি ।

শ্রমণ এমতন উত্তরতে জমালি মন প্রশ্ন উঠল - ভগবান ক্রিয়মান কৃত বলিল । আমি কিন্তু প্রত্যক্ষ অনুভব করি যে শয্যা প্রস্তুত করি , তাই প্রকৃত প্রস্তুত হয়না । যদি শয্যা প্রস্তুত হয় , তাহলে আমি তাই শুতেপারি ।

শ্রমশ নিজ কাছে ডেকে জমালি নিজ মন জাগ্রত হয় সন্দেহকে সম্মুখ উপস্থাপিত কল । জমালি মহাবীর সংঘতে মুক্ত হয় স্বতন্ত রূপে বিহার করতে লাগল । জুন কত শ্রমণ জমালি তর্ক ভাল লাগল । , তার জমালি সংঘ রহিল , অন্যরা মহাবীর নিকটে চলেগেল ।

শ্রাবস্তী প্রস্থান করে জমালি চানগরীকে আসল । মহাবীর মধ্য সেতেবেলে সেই নগরীতে পূণঞভদ্র চৈত্য বিহার করল । ভগবান নিকটে জিএ জমালি ক্রিয়মান কৃত সিদ্ধান্ত বিষয় নিজ সন্দেহ প্রকাশ কল ।

ভগবান বলিল -

জমালি ! তুমে নয়বাদ জাণনা , তবে ক্রিয়মাণ কৃত সিদ্ধান্তকে ঠিক রূপে বুঝতে পারেনা । মুখ্যতঃ আমি দুটি নয়র প্রতিপাদন করে ।

১) নিশ্চয়নয় (বাস্তবিক সত্যস্পর্শী দৃষ্টিকোণ)

২) ব্যবহারনয় (ঁেযাবহারিক সত্যস্পর্শী দৃষ্টিকোণ)

আমি ক্রিয়ামাণ সিদ্ধান্ত নিরূপণ নিশ্চয়নয়র আধার করে । বস্তর প্রথম তন্তু যদি বস্ত নই , তাহলে তাহার অন্তিম কিন্তু বস্তর অন্তিম তন্তুর নির্মাণ হবাপর হিঁ বলাযাএযে বস্ত্র নির্মতি হল । এই স্থূল দৃষ্টি সংপন্ন ব্যবহারনয় । বাস্তবিকতা দৃষ্টিতে জাণাপড়ে যে তন্তুনির্মাণ প্রত্যেক ক্ষণ বস্ত্র হিঁ নিমিত হএ ।

এমতন ভাবে ভগবান নয়বাদ ব্যাখ্যা করে জমালিকে বুঝাল , কিন্তু জমালি নিজ মততে অটল রহিল এবং মহাবীর সংঘ স্থাপনা করবা চউদ বর্ষ পরে পথম থর জনে এই সংঘভেদ ঘটল । ভগবান মহান ব্যক্তিত্ব জনে জমালি সংঘ ভেদ মহাবীর সংঘ কুনু বাধা সৃষ্টি করতে পারলনা । জমালিকা পত্নী প্রিয়দর্শনী নিজ পিতা সহিত ভগবান সংঘ দীক্ষিত হয় । সে মধ্য ভগবান সংঘ পরিত্যাগ করে নিজ সাধ্বীসংঘ সহ বিবাহ কল । একবার শ্রীবস্তী ঢঙ্ক নামক এক কুম্ভাকার গৃহতে সে আশ্রয় নিল । সে মহাবীর উপাসক ছিল এবং তার সিদ্ধান্ত মধ্য ঠিক ভাবে বুঝতে পারেনি ।

এক দিন সে কুম্ভকার প্রিয়দর্শনার চাদর উপরে এক অগ্নিখণ্ড ফেলল । তরপর চাদরটি জলতে লাগল ।এহা দেখে প্রিয়দর্শনা বলিল - আর্য্য ! কি কলে ? আমার চাদরটি জলেগেল । উত্তরতে ঢঙ্ক বলিল চাদরটি জলেনি , জলছে ।জমালি মতানুযায়ী চদরটি জলবাপর হিঁ চদরটি জলেযাছে বোলে বলবা উচিত । বর্ত্তমান আপণার চদরটি জলছে , তবে আপণি কেমতন বলছ সে চাদরটি জলেগেল ?

ঢঙ্ক তর্কশুনে স্বাধী প্রিয়াদর্শনা বিচার পরিবর্ত্তন ঘটিল । সে ভগবান সিদ্ধান্তকে বুঝতে পারল পুনঃ মহাবীর সংঘ প্রবেশ কল ।

সমাপ্ত